পাথেয় -------------------> ১ ২ <------------------- পাথেয়

cv‡_q

মনোমোহন

cv‡_q

অনন্ড়শাস্ত্রং বহুবেদিতব্যং স্বল্পশ্চ কালো বহুবশ্চবিঘ্নাঃ।
যৎসারভুতং তদুপাসিতব্যং হংসো যথা ক্ষীরমিবাপ্লুমিশ্রম্॥

মনোমোহন

প্রকাশক ঃ শ্রী বিল্ব ভূষণ দত্ত
অধ্যক্ষ, আনন্দ-আশ্রম,
সাতমোড়া, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৩৮৪ বাংলা
৪র্থ সংস্করণ, ১০ মাঘ, ১৪১৭ বাংলা
৫ম সংস্করণ, ১০ মাঘ ১৪২২ বাংলা

প্রফ ঃ অধ্যাপিকা তরিতা রাণী সাহা
জীববিজ্ঞান বিভাগ
নারায়ণগঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ

মুদ্রণ ঃ জি.কে ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল
৮৫/১ ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
মোবাইল ঃ ০১৯১২৫৪২৭২১
E-mail : krishnalodh1963@gmail.com

ggvayKix t 150 UvKv

ছবি++++

প্রিয়
ধর্ম্মপ্রাণ বন্ধুদিগের করকমলে
উৎসর্গ করা
গেল।

সুদীর্ঘ প্রবাস এই মানব জীবনে,
যেতে হ'বে দীর্ঘ পথ একা, বন্ধু বিনে।
সংগ্রহ করিতে তাই পাথেয় সম্বল,
ঋষিদের বাক্য মাত্র করিয়াছি বল।
ন্যায়বান বিচারক সম্মুখে রয়েছে,
আত্মপক্ষ সমর্থনে কিছু নাহি আছে।
দেখিয়া বিকল চিত্তে অবসন্ন প্রাণে,
ছুটিয়াছি দীর্ঘ পথে, পাথেয় গ্রহণে।
ফুরাবেনা, ভয় নাই-পাছে মহাজন,
সম্মুখে জাগ্রত প্রভু ব্রহ্ম সনাতন।

পাথেয়
বা
সঙ্গের সম্বল।

"না তপস্বিনো যোগঃ সিধ্যতি।"

দৈববাণী।

মহাজনের পদ বুঝ্‌লে কি হয়, না ভজ্‌লে!

মহাজনের পদাবলী পড়িতে পড়িতেই নিদ্রাবেশ হয়, তখন বজ্রগম্ভীর স্বরে এই দৈববাণী হইয়াছিল।

-ঃ উপদেশ ঃ-

গুরুদত্ত বস্তু যেন লৌহময় হয়।

হৃদয় হাতিনা করি, রসনায় তাড়য়।

মন পুড়ি অঙ্গার কর, চিত্তের অনল।

হরিণাম সঙ্কীর্ত্তন করি, লহ শীতল জল।

ভক্তিকে পাকাল কর, যাতে কালে কাটে।

বিশ্বাসকে রেত কর, যাতে ধার উঠে।

রিপুকে সাড়াইস করি লৌহ ধরি পুড়।

নিহাইতে তুলে জ্ঞান হাতুড়াতে তাড়।

তাড়িতে তাড়িতে ময়লা দশ দিকে ছুটে।

যতদিনে সার হয় ততদিন পিটে।

সূচীপত্র

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।

ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দূরত্যয়া,
দুর্গমপথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্
তথাহরসন্নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তংমহতঃ পরং ধ্রুবং
নিবার্য্য তন্মৃত্যুমূখাৎ প্রমুচ্যতে॥

নিরূপণ

১

আছে আছে রব গায় বিশ্ব জুড়ি,
তুমি কেন বল-নাই, নাই, নাই?
আপন হৃদয়ে দেখিলে বিচারি,
সাথে সাথে তাঁরে পাই পাই পাই।

২

আছে বলে আছি, রয়েছে সকল,
চন্দ্র সূর্য্য তারা কার তেজে হাসে!
নির্দিষ্ট নিয়মে ঘুরিছে মন্ডল,
কার কথা কয় নিঃশ্বাসে, প্রশ্বাসে?

৩

য়িশা, মুশা, ব্যাস, নানক, কবীর,
দায়ুদ, চৈতন্য, বুদ্ধ, মোহাম্মদ,
কার গুণ গেয়ে এত বড় বীর,
ফুকারিয়ে বেদ গায় তৎসৎ।

৪

চক্ষু, কর্ণ, নাসা, সবে মিলে কয়,
তুমি আছ বলে আমি আছি ভাই;
পাখি রাতি জাগি তাঁর নাম লয়,
তুমি কেন বল লইবে না তাই?

৫

তাঁ'র গুণ গায় বিশ্ব-ইতিহাস,
স্বাত্বা শুধু তাঁর, নাহি আর কেহ,
তবু কেন তুমি, কর না বিশ্বাস,
আছে সেই জন রহিত সন্দেহ।

৬

খোঁজ হৃদি মাঝে পাবে তুমি টের,
অতি সহজেই, না করিও গোল,
অতি বুদ্ধি করে লাগা'ওনা ফের,
তুমি যা'রে খোঁজ, সে তোমারি ফুল।

৭

সেই ফুলের ফল, তুমি আমি ভাই,
ফল কেন বলে– ফুল কভু নাই,
ফুলে ফল ধরা, বোটা মাঝে সাঁই,
বীজরূপী ব্রহ্ম, তুমি আমি নাই।

৮

আপনি খুঁজিলে আপনা পাইবে,
শাস্ত্র খুঁজে খুঁজে, হইওনা কাণা;
হৃদয়েতে আছে ভাব স্বীয় ভাবে,
আপনা স্বরূপ যাইবেক জানা।

৯

স্বরূপে সেরূপে মিলিত আনন্দ,
তুচ্ছ তার কাছে যত আয়োজন,
প্রিয় মনসুখে সুধা মকরন্দ;
ফুল চিপে কভু মধু আহরণ।

১০

করিতে যেও না, ভ্রম বুদ্ধি এই;
সহজেতে আছে পরম কারণ,
সহজে মজিলে ধরা দিবে সেই,
সত্য তথ্য এই ব্রহ্মনিরূপণ।

ভূমিকা

প্রথম সর্গ

যেনাহংনামৃতাস্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্ ।

মানুষ মাতৃগর্ভ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া মাতার স্নেহে পিতার যত্নে ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, শৈশবাবস্থায় কোন জ্ঞানই থাকে না; পরে যতই বয়োবৃদ্ধি হইতে থাকে ততই মনোবৃত্তিগুলি ক্রমশঃ প্রস্ফুটিত হয় এবং নানাবিধ ছোট বড় বাসনা কামনা জড়িত ভাবাভাবের দ্বন্দ্ব আমিত্বের দৃঢ়তার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে জাগিতে থাকে ও কেবল ভাবপ্রবণতা বৃদ্ধি হয়, অর্থাৎ নানা উপায়ে শান্তির অনুসন্ধান করে। এমতাবস্থায়-

প্রথমে অর্জ্জিতা বিদ্যা, দ্বিতীয়ে অর্জ্জিতং ধনম্ ।
তৃতীয়ে অর্জ্জিতং ধর্ম্ম, চতুর্থে কিং করিষ্যামি॥

প্রথমে পরা ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা করিবে, ক্রমে ব্রহ্মচৈর্য্য অবলম্বনে আত্মানুসন্ধান করিয়া ধন উপার্জ্জন করিবে? অর্থাৎ এমন জ্ঞান ও শক্তি আয়ত্ব করিবে, যাহাতে ধর্ম্মস্বরূপ ব্রহ্ম ধারণা করা যায়। তারপর ব্রহ্ম ধারণা করিয়া চতুর্থ কালে বিশুদ্ধ ব্রহ্ম জ্ঞানে কর্ম্মসমষ্টির লয়ে মহান ব্রহ্মানন্দ লাভ করিয়া তত্ত্বমসি বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করিবে, ইহাই ধর্ম্মাদি করণে শাস্ত্রাভিমত।

দ্বিতীয় সর্গ

যো বৈভূমা তৎসুখ নাল্পেসুখমস্তি।

মানুষ- তোমরা চাও কি? আমরা চাই কি? এই অতৃপ্ত কোলাহলের উত্তরে ইহাই প্রতিধ্বনিত হয়– শান্তি! শান্তি!! শান্তি!!!

কিন্তু কি যেন এক মহাশক্তিতে এই জীবজগত আত্মহারা হইয়া কোথায় ছুটিয়াছে। কোন পাড় নাই, দেশের দিকে পাড় পাইবে বলিয়া অবিশ্রান্ত গতি; বিশেষ আত্মানুসন্ধান ভিন্ন কিছুতেই তাহা কিছুমাত্রও বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না। কতকগুলি আবহমানকাল চলিত সাধারণ সত্যের দোহাই দিয়া যদিও কতকটা শান্তি আনয়ন করা যায় বটে, কিন্তু প্রকৃত শান্তি উপস্থিত হয় না। মানুষ জীবনের নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্যকলাপে জানিত অজানিত ভাবে যে সকল

অঘটন ঘটনা প্রতিমুহুর্তে ঘটিতেছে, যে সকল অভাবনীয় ভাব আসিতেছে, যে সকল সুখ দুঃখের তরঙ্গ দৃষ্টাদৃষ্টভাবে ছুটিয়াছে, যে সকল সঙ্কল্প বিকল্প ভাঙ্গগড়া হইয়া অনবরত হৃদয়ে অনবকাশে চিত্তের চাঞ্চল্য বৃদ্ধি করিতেছে, যে সকল বাসনা কামনা সর্ব্বদা হৃদয়ের ভিতরে উঠাপড়া করিতেছে, তাহার মৌলিক তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে সকলেরই সাধ আছে বটে, কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলি কর্ম্মের সংগ্রাম নিয়তই তাহাতে বাধা দিয়া কেবল নিয়তির দিকে ঠেলিয়া ফেলিতেছে। এই ছুটাছুটির ভিতর হইতে একবার মানুষ সম্মুখের আয়োজন ঠেলিয়া ফেলিয়া শান্তির প্রত্যাশায় দিগন্তের টানে ছুটিতে চায়, আবার যেই সেই হইয়া বসিয়া থাকে। হাজারের মধ্যে দু' একজন কেবল কতকটা অগ্রসর হইতে সাহসী হয়। সেই সকল সত্যলোলুপ একাগ্রচিত্ত পুরুষের সাধনা সংগ্রামে যে সকল ভাবরহস্য জানিত অজানিত ভাবে আত্ম বিশে- ষণের আনুকূল্যে প্রকাশিত হয়, এই সম্বন্ধে আত্মদর্শী মহাপুরুষগণ যে যতদূর বুঝিতে পারিয়াছেন, তদনুরূপ ভাবে বহুসংখ্যক গ্রন্থাদি আমাদিগকে উপহার দিয়া গিয়াছেন ও দিতেছেন। তাহা পাঠ করিয়া আমরা অনেক আশ্বস্ত হইতে পারি। অনন্ত ভাব সমষ্টি মানবের মন অনন্ত স্বভাবের ক্রম লইয়া ক্রমবিকাশে পূর্ণ অভিব্যক্তির দিকে চলিয়াছে, সকলেরই আশা একদিন পূর্ণ হইবে সত্য; কিন্তু কিছুতেই আমরা সর্ব্বসম্মত সত্য পাইয়াও স্থির থাকিতে পারি না। কেবল কর্ম্মের পর কর্ম্ম, কর্ম্ম অকর্ম্ম, ভাব অভাব আপনা হইতে আসিয়া আমাদের চাঞ্চল্যের পর চাঞ্চল্য বৃদ্ধি করে। যদিও আমাদের বাসনা কামনা অনন্ত মুখে অনন্ত ভাব লইয়া ছুটিয়াছে, তথাপি দু'চারদিন অগ্রপশ্চাৎ এই দ্বন্দ্বসঙ্কুল অবস্থা হইতেই যেন আমরা কোনও নির্দ্বন্দ শান্তিময় ক্রোড়ে পৌহুছিবার আহ্বান শুনিতে পাই। প্রত্যেকের হৃদয়েই ইহার প্রতিধ্বনি আছে। যখন প্রাণে এই মহাসত্যের অভিমুখীন হইবার প্রেরণা জাগিয়া উঠে, তখনই আমাদের সহযোগীতার আবশ্যক হইয়া দাঁড়ায়। এই সময়ের সহযোগীতার জন্য সেই পথের পান্থ কর্ম্ম-উন্নত জীবন আদর্শ সাধুরূপী মানুষের অনুসন্ধানতৎপর হই।

প্রাণের প্রকৃত আবেগ অনুসন্ধিৎসা ভিন্ন যে সকল ব্যবসায়াত্মিক ধর্ম্মভান সমাজের ভিতর দিয়া চলিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে কোনও বিশেষ বক্তব্য আছে বলিয়া মনে করি না; তবে প্রত্যেকেরই নিজ নিজ স্বভাবের ভিতর যে সকল সরল প্রেরণা আছে তাহার দিকে লক্ষ্য করা নিতান্ত আবশ্যক। বুঝিয়া না বুঝিয়া, ধারাবাহিক নিয়মে, কি কোনও কথার উপরে নির্ভর করিয়া অন্ধ বিশ্বাসে জীবন যাপন কিছুতেই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। স্বহৃদয়ের স্বাভাবিক প্রেরণা সকল সম্পূর্ণ মীমাংসিত হওয়া আবশ্যক।

অতএব ক্রমোন্নতির পথে সকলেরই লক্ষ্য রাখিলে ভাল হয়, ও সময়ে প্রকৃত সত্য লাভের আশা থাকে; তাহা না করিয়া কেবল একটা প্রচলিত ধুয়া ধরিয়া থাকিলে প্রকৃত শান্তি লাভ কিংবা প্রকৃত ধর্ম্মজীবন লাভ হইবে কিনা বলিতে পারি না।

সাধুসঙ্গ জীবন সংশোধনের বিশেষ এক কেন্দ্রস্থল। যিনি কিংবা যাহারা এই তরঙ্গে পড়িয়াছেন তাঁহাদের বাস্তবিকই কিছু না কিছু পরিবর্তনের সত্যের আভাস পাইবার কারণ উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু এ স্থলে আর এক কথা না বলিয়া কিছুতেই ক্ষান্ত থাকা যাইতে পারিতেছে না।

সাধু বলিতে কেহ যেন কেবল উপাধিধারী সাধু না বুঝেন; বাস্তবিক উন্নতমনা, উন্নত-স্বভাব, আত্মজ্ঞানী পুরুষের কথাই এ স্থানে বলা হইয়াছে।

এইরূপ সাধু সঙ্গ হইতে যে ব্যাকুলতা হৃদয়ে পাওয়া যায়, তাহার আদর্শ স্থলে সেই সাধুরূপী কোনও মহাপুরুষকে লক্ষ্য করিয়া চলাই ধর্ম্মজগতে সকল মহাত্মদিগের একান্ত অভিমত।

এই সকল ছুটাছুটি ও ব্যাকুলতার টান আরম্ভ হইলেই, তাহার জীবন আরম্ভ হইল বলিয়া বুঝা গেল; ইহাই প্রবৃত্ত অবস্থা। এই অবস্থায় উপরোক্ত ব্যাপারে গুরুকরণ আবশ্যক হইয়া পড়ে; নতুবা আপন হৃদয়েরও ক্রমোন্নতির স্তর নিজে বুঝিয়া চলা কিছুতেই সম্ভবপর নহে। পথ পরিচিতি কোনও ব্যক্তিকে অগ্রগামী রাখিয়া তাহার পশ্চাতে পথ চলা অতিশয় সুগম ব্যাপার বটে।

এই প্রবৃত্ত অবস্থায় হৃদয়ের মধ্যে যে ভাব-ব্যাকুলতা উপস্থিত হয়, তাহাতে সময় সময় নিজেকে নিজে নিতান্ত অপরাধীর ন্যায় বোধ হয়। কখন বা প্রাণ শূন্য শূন্য লাগে, কখন বা সংসারের অসারতা বিশেষ ভাবে আসিয়া মনকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলে, কখন বা অতিরিক্ত বিষয়ে ধাবিত হইয়া নাস্তিকতা আসিয়া পরে, কখন বা কতক আবিষ্ট ভাব আসিয়া কতক সময়ের জন্য হৃদয় স্তম্ভিত করে, কখন বা হঠাৎ অজানিত নূতন জ্ঞান ও ভাব প্রকাশিত হইয়া অপরিসীম আনন্দে মন প্রাণকে পুলকিত করে। এমতাবস্থায় গুরুকরণ প্রয়োজনে দাঁড়াইলে আদর্শ সাধুরূপী গুরুতে আত্মসমর্পণ বিধেয়।

মানুষের পরিমিত স্বভাবে নাই। যে কোন ভাবের তাড়নায় সাময়িক উচ্ছাসের বশবর্তী ইইয়া হঠাৎ কোনও রকম কার্য্য করিয়া ফেলিলে, পরে হয়ত জীবন নিতান্তই বিঘ্নসঙ্কুল হইয়া পড়িতে পারে। অনেক ব্যাকুল জীবন এই প্রকার উচ্ছাসের তাড়নায় পরে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছে ও হইয়া যাইতেছে। অতএব বিশেষ সাবধান- তার সহিত চিত্তের ধৈর্য রক্ষা করিয়া গন্তব্য পথে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইবে।

যেখানে সর্ব্বধর্ম্মের সামঞ্জস্য, সেখানেই প্রকৃত ধর্ম্ম। এজন্য ঈশ্বর হইতে সর্ব্ব তত্ত্ব লাভ করিয়া যে ব্যক্তি সকল ধর্ম্মের ঐক্যে যোগ দিয়া লোকদিগকে প্রকৃত ধর্ম্ম সাধনের পথ প্রদর্শন করিতে সক্ষম, তাঁহাকেই গুরু বলা যাইতে পারে।

এই গুরুতত্ত্বে অবতরণ করিয়া গুরু ও অন্যান্য সাধু মহাজনের উপদেশাবলী পাথেয় লইয়া জীবন সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইবে, ইচ্ছা পূর্ণ হওয়া ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাধীন। ইচ্ছা দিয়াছেন যিনি পূর্ণও করিবেন তিনি; তবে জ্ঞান অজ্ঞানের দ্বন্দ্ব করিয়া হৃদয়ে যে সকল সন্দেহ আনায়ন করে যে সকল অমীমাংসাতে প্রাণ ব্যাকুল হয় এবং প্রতিকূল অনুকূল ব্যাপারের মধ্যে পতিত হইয়া যে ব্যতিব্যস্ততা আসে, তাহাতে স্থির থাকিবার জন্য বিশেষ উপদেশের আবশ্যক হইয়া দাঁড়ায়।

সাধনরাজ্যে প্রবেশ করিয়া অদ্য তের বৎসর পর্যন্ত সাধু গুরু এবং তত্ত্বপথের পথিক, নির্ম্মলাত্মা, পূজ্যপাদ ব্যক্তি সকলের নিকট যে সকল তত্ত্বোপদেশ শ্রবণ করিয়াছি এবং শাস্ত্র গ্রন্থ ও মহাজনের জীবনচরিত পাঠে যে সকল উপদেশ পাইয়াছি, নিজেও নানা অবস্থাতরঙ্গে পতিত হইয়া যে সকল ভাব উপলব্ধি করিয়াছি, কি বিবেক হইতে সময় সময় যে সকল শিক্ষাপূর্ণ আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি, সেই সকল প্রথম হইতেই আমার জীবন যাত্রার পাথেয় স্বরূপ গ্রহণ করিয়া নানা স্থলে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় প্রাণের আবেগে লিখিয়া রাখা হইয়াছে; তাহার মধ্যে শুদ্ধ উপলব্ধিগম্য বিবেকবাণী সকল সংগ্রহ করিয়া 'খনি' নামে একখানা বহি লিখা হইয়াছে। আর অন্য যাহা সংগৃহীত ছিল এযাবৎকাল তাহা পদ্যে গ্রথিত করিয়া গ্রন্থাকারে সন্নিবদ্ধ করার ভাব পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম, কিন্তু নানা কারণে হইতেছিল না। বর্ত্তমান সময় ধর্ম্ম বন্ধুদিগের আগ্রহাতিশয়ে বিশেষতঃ "তাপসমালা" গ্রন্থের মহির্ষিদিগের জীবনী ও উক্তি পাঠ করিতে যাইয়া আমার পূর্ব্ব সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করার জন্য মনের যথেষ্ট ঔৎসুক্য জন্মে, এবং এই প্রেরণা হইতেই, "তাপসমালা" গ্রন্থকেই এক রকম ভিত্তি করিয়া পূর্ব্বাপর যাবতীয় উপদেশ এবং নিজের উপলব্ধি গম্য কোন কোন বিষয় শ্রেণীবদ্ধভাবে সামান্য জ্ঞান ও উপলব্ধির সাহায্যে পদ্যে গ্রথিত করিয়া সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিলাম, ইহাতে যদিও কাহারও কিছু মাত্র উপকার দর্শে, কি মন পরিবর্তন হয়, তবে শ্রম সফল জ্ঞান করিব। আমি এই সকল উপদেশ জীবন যাত্রার পাথেয় স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছি বলিয়াই পুস্তকের নামও "পাথেয়" রাখা হইল। কিমধিকমিতি–

১৩১৬ বাংলা

বিনীত
গ্রন্থাকার।

প্রথম প্রকাশকের নিবেদন

মানুষ মাত্রেই হয় সমজীবনের অধিকারী। অভিন্ন হৃদয় নিয়ে কেহ জন্মগ্রহণ করে না। কর্ম্মময় জীবনে আত্মা বিকশিত হয় নানা ভাবে এবং নানা রূপে। কেহবা বিত্তশালী হন, কেহবা শক্তিশালী, কেহবা দার্শনিক এবং সাহিত্যিক হন। আধ্যাত্মিক জ্ঞানান্বেষণে যাদের আত্মা উদ্বুদ্ধ হয়ে পরে তখন তারা সেই সাধনায় লিপ্ত হন এবং সিদ্ধ লাভ করে ধ্যান এবং জ্ঞানের অধিকারী হন তখনই আমরা মহাঋষি বা মহর্ষি বলি। এই মহর্ষিদের জীবন যাত্রা সাধারণ মানুষ হতে হয় স্বতন্ত্র। কাম, ক্রোধ, মোহ এবং লোভ পরিত্যাগ করে হন সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী এবং বিশ্ব ব্রহ্মান্ডকে ব্রহ্মময় বলে চিন্ড়্র করেন এবং দেখেন।

এই সাধনা ভজনের পথে অনুসরণীয় বিষয় বস্তুগুলি মহর্ষি মনোমোহন তার এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। পাঠকগণের পক্ষে সহজেই তাহা অনুমেয় হইবে বলিয়া মনে করি। মুদ্রাঙ্কনের ভুল ত্র"টীর জন্য ক্ষমা প্রার্থী।

বিনীত-
তদীয় পুত্র-
শ্রী সুধীর চন্দ্র দত্ত

প্রকাশকের নিবেদন

মহির্ষ মনোমোহন বিরচিত আধ্যাত্মিক সম্ভার-সমৃদ্ধ বহুল প্রচলিত সর্বস্ড়রের জনগণের বিশেষত ধর্ম পিপাসু ভক্তদের বহুল আকাঙ্খিত 'পাথেয়' বা পথের সম্বল' গ্রন্থটির ৫ম সংস্করণ ও প্রকাশ করতে পেরে অত্যন্ড় আনন্দিত। প্রসঙ্গতঃ উলে- খ্য যে আমরা পরমারার্ধ্য পিবৃদেব স্বামী সুধীর চন্দ্র দত্ত ১৩৮৪ বাংলায় গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশ করেছিলেন। বর্তমান সংস্করণটি খুব অল্প সময়ে দ্র"ত মুদ্রণ করতে হয়েছে বলে কিছু ভুল-ত্র"টি থাকতে পারে। মুদ্রণজনিত ত্র"টির জন্য আপনাদের ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

পরিশেষে আশা করি পূর্ববর্তী সংস্করণগুলোর মত বর্তমান সংস্করণে গ্রন্থটিও ধর্মজিজ্ঞাসু, যোগজিজ্ঞাসু মানুষের কাছে সমভাবে গ্রহণীয় হয়ে উঠবে। তাহলেই আমাদের যাবতীয় প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

জয় দয়াময়

বিল্ব ভূষণ দত্ত
অধ্যক্ষ ও প্রকাশক
আনন্দ আশ্রম, সাতমোড়া
নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

cv‡_q

cÖv_©bv

ব্রহ্ম সনাতন   নিত্য নিরঞ্জন,
জীবন সংগ্রামে থাক অনুকূলে।
তোমারি সনদে   করিতে গমন
কখন না যাই পথ যেন ভুলে।
অন্ধ আমি নাথ!   দেখাইয়ে পথ,
পাপের সন্ড়পে দিগ্ ভ্রান্ড় হলে,
রাখালের মত   তাকে তাকে থেকে
ডেকে নিও তুমি চরণ তলে।
হলে পূণ্যবান   হৃদয়ে যে আশা
করিতাম আমি সাহসের সহ,
অপরাধী হয়ে   তদপেক্ষা বেশী
আশা করিতেছি,   নাথ অহরহঃ।
বিশুদ্ধ হৃদয়ে   আমি কোন দিন
ডেকেছি তোমারে মনে নাহি পড়ে,
আমি ভ্রষ্টাচার   অতি নীচাশয়,
শুদ্ধ মনপ্রাণ পাইব কি করে!
তবে তাতে এক   করিয়াছি আশা,
ক্ষমাশীল তুমি সত্য অতিশয়,
আমি অপরাধী   কেন ক্ষমিবে না;
নাম শুনিয়াছি প্রভো দয়াময়।
করেছ আদেশ   সাধুদের প্রতি,
দুর্দ্দান্ড় পাষ- পাপীর উপর,
দয়ার্দ্র হৃদয়ে   অতি শান্ড় হয়ে
মিষ্ট ও কোমল ব্যবহার কর।

পাষ-ের প্রতি   বেশী অনুগ্রহ,
চিরকালাবধি শুনিয়া এসেছি;
হৃদয়েতে তাই   আশা করে অতি,
দ্বারের সম্মুখে দাঁড়ান হয়েছি।
চাও যতি তুমি   দিব কি তোমারে,
কি ভাবে যে দিব কিছুই জানি না।
আছে কি সম্বল   অশ্র-জল বিনে,
তাও দিতে নারি হৃদয় গলে না।
অনেক দরিদ্র   পাষ- হৃদয়
আছে বলে ভবে, পাইবে কি ভয়।
অক্ষম হবে কি   তবপরাক্রম
দুর্বল হৃদয়ে এই কথা কয়।
যত অসম্ভব   সকলি সম্ভব
সর্ব্বশক্তিমান তব বিদ্যমানে।
মহান ঈশ্বর   জগতের তুমি,
তোমার কর-ণা জগদ্বাসী জানে।
তুমি বলিয়াছ   যেই তব দ্বারে
কল্যাণ আনিয়া সমর্পণ করে।
অনন্ড় কল্যাণ   তাহার জীবনে
ঢেলে দিবে তুমি সদা মুক্ত করে।
অপরাধী হয়ে   তোমার সম্মুখে
উপস্থিত আমি হয়েছি যখন;
ইহা হতে আর   বেশী কি বলিব,
ইহাই আমার কল্যাণ অর্পণ।
কি দিবে আমারে   তব প্রেম বিনে,
প্রেমময় তুমি, না দিয়ে দর্শন;
কথা না কহিয়ে   না করে সান্ড়্বনা
পারিবে কি তুমি থাকিতে কখন।
যে জন যাহারে   ভালবাসে অতি
সর্বদা সে তার সুখ বৃদ্ধি করে।
তুমি যারে নাথ!   দাও ভালবাসা
দুঃখরাশি দাও মস্ড়কোপরে।

এ সংসারে তুমি যা দিবে আমারে
দাও তাঁহা নাথ! ধর্মদ্রোহীগণে,
পরলোকে তুমি দিবে যদি কিছু
দিও নাথ! তাহা যত সাধুজনে।
স্মরণ মনন দর্শন শ্রবণ,
বঞ্চিত করো না, তা হ'তে কখন,
অহেতুকী ভাবে অন্ড়রের সহ
অনন্ড় বিচ্ছেদে অনন্ড় মিলন।
অপরাধী বলে প্রার্থনা করিতে
কেহ বা নিবৃত্ত হইব এখন?
অপরাধ হেতু তোমাকে যে প্রভো,
দয়াতে কুণ্ঠিত, দেখি না কখন।
যদিও বা আমি করিতেছি পাপ
ঠিক সমভাবে, তোমারি করর্ণা
সদা সর্বক্ষণ দেখিতে যে পাই;
কেমনে রহিব না করে প্রার্থনা?
যে যে অপরাধ আমা হতে হয়
দুই মুখ আছে, দুই দিকে তার,–
এক মুখ আছে করর্ণার দিকে
অন্যে দুর্বলতা প্রকাশে আমার।
হয়তঃ করর্ণা করে নাথ তুমি
সব অপরাধ করিবে মার্জনা,
নৈলে দুর্বলতা দেখে অন্ড়র্য্যামী
আপনা হইতে দিবেই সান্ড়না।
দুষ্কৃতির জন্য করিতেছি ভয়,
দয়াময় বলে আশান্বিত আছি।
পাষর্ড বলিয়া অনুগ্রহে তুমি
বঞ্চিত করো না, ভিক্ষা চাহিয়াছি।
কেন করিবে না তুমি মোরে দয়া,
ভিখারী তো তার অধিকারী ছেলে;
করেছি কুকর্ম্ম তবু চিরদিন
তোমারই আমি কে ফেলাবে ঠেলে।

ওহে প্রভো! আমি কি করিব ভয়
তোমারে, তুমি যে কোমলতাময়,
ভয় করিব না কেন বল নাথ
মহান ঈশ্বর তুমি সর্ব্বাশ্রয়।
বল নাথ আমি কেমনে তোমারে
আহ্বান করিব শত অপরাধী,
কেউ ডাকিব না তুমি দয়াময়
ফুকারিয়ে কয় বেদ শাস্ত্র বিধি।
আমার নিকটে কিছুই তোমার
চাহিবার নাহি, তবু তুমি মোরে
এত ভালবাস; আর মম হৃদে
অনন্ড় অভাব সদা আছে ঘিরে,
তুমি দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু হরি
কেন ভালবাসা দিব না তোমারে?
সত্য সনাতন নিত্য নিরঞ্জন
কি চাহিব আমি তোমারই দ্বারে।
তোমার জন্যেতে হৃদয়ে আমার
যে টান দিয়াছ, উৎকৃষ্ট সে দান–
রসনায় তুমি বাসনা দিয়েছ
নিয়ত করিতে তব গুণগান।
স্বর্গ কামনায় করি না কখন
কোন দিন প্রভো! কোন অনুষ্ঠান
বিশ্বাস হৃদয়ে, গিয়েছে নরক
যে দিন শুনেছি দয়াময় নাম।
নরকান্ড়কারী স্বর্গ কি নরক
আমার ইচ্ছাতে না হইবে কিছু;
কৃপাহি কেবলং সার করিয়াছি
ধেয়ে চলিয়াছি তোমারই পিছু।
যদি তুমি মোরে প্রশ্ন কর কভু
আনিয়াছ কিবা সংসার হইতে,
যুড়ে দুই কর সাহস করিয়া
দাঁড়াইয়া তব চরণ সাক্ষাতে,

নিশ্চয় বলিব   পাপ তাপ দুঃখ
লজ্জা অবসাদ মলিন বসন,
মলিন অন্ড়র   বিষাদে পূরিত
করিয়াছ নাথ! আমি আনয়ন,
ধুয়ে লও তুমি   পরিস্কার করে
নব বস্ত্র দাও নূতন জীবন
কি বলিবে তুমি   উত্তরে তাহা
সত্য নির"ত্তর হইবে তখন।

Av‡`k

অনুতপ্ত হয়ে যদি এস মোর কাছে,
সন্ড়োষ ঢালিয়া দিব হৃদয়ের মাঝে।
দীনতা লইয়া যদি হও অগ্রসর,
অতিরিক্ত ধন দিব যা চায় অন্ড়র।
তাতে যদি করে কেহ আত্ম সমর্পণ,
আত্ম বিনিময়ে করি তাহারে গ্রহণ।
সহজে মিলিত হই পাপীর সনে,
যদি সে একবার ডাকে আমায় কাতর প্রাণে।
দিবা নিশি জেগে থাকি,
কখন কে ডাকে তাই দেখি,
শুনিলে ক্রন্দন ধ্বনি   থাকতে পারিনে;
কে কোন ভাবে চায় আমারে,
আমি জানি সব থেকে অন্ড়রে,
কপট বিলাপে অনুতাপে ভুলিনে।
অহঙ্কারী পাপী যারা
আমার দেখা পায় না তারা,
দীন জনার বন্ধু আমি সকলে জানে।
ভগ্ন হৃদয় বাসী আমি সকলে জানে॥

১
দীনহা, ভগ্নতা আর অবসন্ন মন।
ঈশ্বরের পথে যেতে অগ্রগামী হন॥

২
পরলোক বাজারেতে দেখিছে কিঙ্কর।
দগ্ধ-হৃদয়; ভগ্নমন, এ দুয়ের আদর॥

৩
নিদয় দয়িত কভু নয়,
সবে তাঁরে দয়াময় কর।
নিত্য নিজ জনে ব্যথা দেন,
ফিরে তুলে কোলে নেন,
বিরহ মিলনে হয় লয়।

eªþ, m„wó Ges eY© wePvi|

"ব্রহ্ম বা একমিদগ্র আসীৎ
নান্যৎ কিঞ্চনাসীৎ তদিদং সর্ব মসৃজৎ
তদেব সর্বশক্তিমৎ।"

এক পরব্রহ্ম ব্যতীত অন্য আর কিছুই ছিল না; ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান কালে একমাত্র তাঁহারই সত্তাতে কারণ এবং কার্য্য উভয় নিহিত। তাঁহারই ইচ্ছা কার্য্য করিতেছে এবং সকল শক্তিই তাঁহার।

"আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজনাৎ। আনন্দাদেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্ড়ে, আনন্দের জাতানি জীবন্ড়ি, আনন্দং প্রযাস্ড়ভি সংবিশস্ড়ীতিচ। সৈযা ভার্গবী বার"ণী বিদ্যা পরমে ব্যো¯-া প্রতিষ্ঠিতা।"

আনন্দই ব্রহ্ম, ইতি তত্ত্বজ্ঞানোদয়,
আনন্দ সম্ভূত সর্ব্বভূত সুনিশ্চয়।
আনন্দে সঞ্জাতভূত, আনন্দেজীবিত,
চরমে পরম গতি আনন্দে মিলিত।
ব্রহ্ম বিদ্যা এই বিদ্যা ভার্গবী-বার"ণী,
পরম ব্যোমেতে হন প্রতিষ্ঠিতা ইনি।
"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' তজ্জলানিতি শান্ড় উপাসীত।"
এই সমস্ড়ই ব্রহ্ম, ব্রহ্মতে জনিত,
ব্রহ্মে নিমজ্জিত বিশ্ব, ব্রহ্মেই পালিত।

শান্ড় সমাহিত চিত্তে সাধন যাহার,
ব্রহ্মের উপাসনায় অধিকার তার।

অথ যদতঃ পরোদিবো জ্যোতিদীব্যতে বিশ্রুতঃ পৃষ্ঠেষু সর্বতঃ
পৃষ্ঠে স্বনুত্তমেষু লোকে স্বিদং বাবতদা দিদমো
স্মিন্নন্ত! পুর‍ষে জ্যোতিঃ।"
যে আলো বিকাশে এই আকাশ উপর,
মহল্লোক সর্ব্ব হ'তে যাহা মহত্তর।
যাহার অতীত আর নাহি অন্য লোক,
পুর‍ষের অন্ড়র্জ্যোতি এই সে আলোক।

"সো কাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েঃ
ইতি স তপোহতপ্যত স তপস্ড়প্তা-
ইদং সর্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ।"
(তৈত্তেরিয় উপনিষদ)
বহু হরে জনমিব সেই ইচ্ছা করি,
আত্মতপে তপ্ত হয়ে স্বগুণত্ব ধরি,
এ সমস্ড় যাহা কিছু নিখিল ভুবন,
স্ব-ইচ্ছায় ইচ্ছাময় করিল সৃজন।
২
আপনার শক্তিবীজ করিয়া আশ্রয়,
অনন্ড়রূপেতে ব্রহ্মা অভিব্যক্ত হয়।
প্রকৃতি আশ্রয়ে করে ত্রিগুণ বিকাশ,
কর্ম্ম হ'তে মহত্তত্ত্ব করিল প্রকাশ।
মহত্তত্ত্ব হ'তে সৃষ্টি হয় অহঙ্কার,
আকাশ হইল তার তামসিক বিকার।
আকাশ হইতে বায়ু, তেজ বায়ু হ'তে,
তেজ হ'তে জল সৃষ্টি, পৃথিবী জলেতে।
স্বত্ত্ব অহঙ্কার হতে মন সৃষ্টি হয়,
রাজসিক অহঙ্কার জ্ঞান ক্রিয়াময়,
ক্রমে হল যত যা কিছু জগতে,
নিশ্চয় জানিও সব এক ব্রহ্ম হতে।

"যদাহ্যে বৈষ এতস্মিন্ন দৃশ্যেহনাত্মেহনিলয়
নেহভয় প্রতিষ্ঠাং বিনতে অথ সোহভয়ং
গতো, ভবতি, যদাহ্যে বৈষ এতস্মিন্ন দর
মন্ড়রং বুর‍তে অথ তস্য ভয়ং ভবতি।"
অশরীর অনির্দ্দেশ্য অদৃশ্য অবিশেষ্য
আত্মায় অভয় স্থিতি যার।
সেইত অভয় পায়, কিন্তু ভেদবোধে হায়,
ভয়ের কারণ ঘটে তার।
"আত্মৈ বেদং সর্ব্বং।।"
(ছাদোগ্য)
'আত্মাই এই সমস্ড়।'

"নেহ নানান্ড়ি কিঞ্চন।"
এখানে ভেদ নাই সবই এক।

"দ্বেবাব ব্রহ্মণোরূপে।"
(বৃহদারণ্যক)
ব্রহ্ম জ্যোতির দুই রূপ।

"দ্বেপর ব্রহ্মণী অভিধ্যেয়"
(মৈত্রী)
দ্বিবিধ পরং ব্রহ্ম ধ্যান করা উচিত।
"তদন্ড়রস্য সর্বস্ড়তদো
সর্ব্ব স্যাস্য বাহ্যতঃ–
(ঈশ)
সমস্ড় জগতের তিনি অন্ড়রে বাহিরে
বিশ্ব ব্যাপী স্বত্বা হয়, ব্যাপ্ত চরাচরে।
নিরাকারে নিরাকারা
সাকারে প্রকৃতি পরা।
"ত্বয়োর্ভেদোন কর্ত্তব্যো যদীচ্ছে
দ্বাত্মনং সুখং।

নিরাকারে নিরাকার, প্রকৃতি সাকার,
সমস্ড়ই তিনি বটে, তাঁহারই আকার!
অখ আত্মার সুখ যদি বাঞ্ছা হয়,
ভেদাভেদ করিবে না জেনে সুনিশ্চয়।

'বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারমীশং
তং জ্ঞাতাহমৃতা ভবন্ড়ি।"
(শ্বেতাশ্বতর)
বিশ্বের ব্যাপক যিনি, যিনি মহেশ্বর,
তাঁহারে জানিলে জীব হয় সে অমর।

"জীবঃ শিবঃ সর্বত্রের ভূতে ভূতে ব্যবস্থিত,
একমেবাভিপশ্যন, বৈ জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে।"
জীব মাত্রে শিবরূপ সত্য এই বাণী,
সর্ব্বভূতে অবস্থিত পরং ব্রহ্ম যিনি।
সর্ব্ব ভূতে যিনি দেখে পরমাত্মা রূপ,
জীবন্মুক্ত তিনি ভবে অমৃতস্বরূপ।

"ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা, জীবোব্রহ্মৈবনাপরঃ
ইদমেবতু সচ্চাস্ত্রমিতি বেদান্ড় শাস্ত্র ডি মিঃ।

ব্রহ্ম সত্য জগন্মিথ্যা জীব ব্রহ্মরূপ,
সকল বেদান্ড় শাস্ত্র কহিছে এরূপ।

"কর্ম্ম সর্ব্বত্র আদিষ্টং ন জানামি চ কিঞ্চন।
কর্ম্ম ব্রহ্ম বিজানাতি জীবন্মুক্ত স উচ্যতে।"
কর্ম্মকা জ্ঞানী হয় কিম্বা সে অজ্ঞান,
সর্ব্ব কর্ম্ম ব্রহ্মরূপ থাকে যদি জ্ঞান!
অবশ্যই জীবন্মুক্ত হইবে সে জন।
ফুকারিয়ে কয় বেদশাস্ত্র অগণন।

"সর্ব্বভূতময়ং ব্রহ্ম ভেদাভেদৌ ন বিদ্যতে
একমেবাভিপশ্যন্ড়িঞ্চ জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে।"

সর্ব্বভূতময় ব্রহ্ম জানিবে নিশ্চয়,
ভেদাভেদ নাহি তাতে অখ চিন্ময়,
অনন্ড় ব্যাপিয়া যিনি দেখে একরূপ,
জীবন্মুক্ত তিনি ভবে অমৃতস্বরূপ।

"যশ্চায়ং পুর ষে। যশ্চসা বাদিত্যে।
স একং ত্বং অয়মস্মি ভগবো দেবতে
অহং বৈ ত্বমসি দেবতে।'
পুর ষে আদিত্যে তুমি অবস্থিত যেই,
সেই তুমি সেই আমি, আমি তুমি সেই।

অথবা
বিজুজ্ ইয়াহু ওইয়া মনহু
দিগর কারে নামিদা নম্।

তুমিই আমি আমিই তুমি।
"ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মৈব ভবতি।"
ব্রহ্ম জানে যে ব্রহ্ম হয় সে।

ন বেদং বেদমিত্যাহুর্ব্বেদো ব্রহ্ম সনাতম্,
ব্রহ্মবিদ্যারতো যস্ড় স বিপ্রো বেদপারগঃ।"
বেদকে বলি না বেদ, বেদ ব্রহ্মসনাতন;
ব্রহ্মবিদ্যা রত যে, সে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ।

"ন বিশেযোস্ড়ি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ
পূর্ব্বং হি ব্রহ্মণা সৃষ্টং কর্ম্মভিবণতাং গতম্।
ছিল না বর্ণের ভেদসর্ব্ব ব্রহ্মময়;
ব্রহ্মার এ পূর্ব্ব সৃষ্ট, কর্ম্মে ক্রমে জাতি হয়।

"শূদ্রে চ যত্তবেলক্ষ্যং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে
নবৈ শূদ্রো ভবেচ্ছু দ্রো, ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণে নচ।
শূদ্র বংশে জাত হয় ব্রাহ্মণ লক্ষণ"
জন্মিয়া ব্রাহ্মণ বংশে শূদ্রের মতন।

শূদ্র নহে শূদ্র তবে, ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ,
লক্ষণে ব্রাহ্মণ শূদ্র হইতে গণন।
“তপো বীর্য্য প্রভাবৈস্তুতে গচ্ছন্ড়ি যুগে যুগে
উৎকর্ষ ঞ্চাপকর্ষ মনুষ্যে স্বিহ জন্মতঃ।”
তপবীর্ষপ্রভাবেত উৎকর্ষাপকর্ষ লাভ,
যুগে যুগে মানুষেতে রয়েছে স্বভাব
দোষ গুণে হয় শুধু জাতিগত ভেদ,
নতুবা ব্রহ্মান্ডময় অভেদ অভেদ।

Dw³

বংশগত সাধুতার কিবা কথা আছে,
সদাচারে সাধু হয়, সাধু বলিতেছে।
তুঝ্ সে হাম্নে দিলকো লাগায়া।
যো কুছ্ হ্যায় সব তু'হি হ্যায়।
এক তুঝ্কো আপনা পায়া যো কুছ হ্যায় সব তুহি হ্যায়।
দেল্কী মকা–সব কী মকিতু,
কোন সা–দিল হ্যায় যিসমে নাহি তু,
হরি এক দিলমে তুনে সমায়া, যো কুছ্ হ্যায় সব তু'হি হ্যায়।
কেয়া মুলায়েক, কেয়া ইনসান্
কেয়া হিন্দু, কেয়া মুসলমান,
যৈসা চাহা তুনে বানায়া, যো কুছ্ হ্যায় সো তু'হি হ্যায়।
কাবামে কেয়া, আউর দয়েরমে কেয়া
তেরে পরাস্ড়স্ হা যগী সবজা
আগে তোঃ শির সভোনে ঝোকায়া, যো কুছ্ হ্যায় সো তু'হি হ্যায়
আর্স সেলে ফর্স জমিতক
আউর জমিনসে আর্গ বরীতক্,
যাহা মাই দেখা তুহি নজরমে আয়া,
যো কুছ্ হ্যায় সো তু'হি হ্যায়।
সোচা সম্ঝা দেখা ভালা
তু যৈসান–কুই ঢুঁড় নিকালা
আব ইয়ে সমঝমে জফরকি আয়া
যো কুছ হ্যায় সো তু'হি হ্যায়।”

---

hyMa¤§©

যে যুগ যখনে হয়, যুগে যুগে দয়াময়,
সে যুগের উপযুক্ত বাণী প্রকাশিতে
বহু সাধু মহাজন প্রেরণ করে তখন–
প্রচার করয়ে সত্য তারা এ জগতে।
যুগধর্ম্ম অনুসারে যে জন সাধন করে
সেই কালে সত্য সেই পাইবে নিশ্চয়।
তাতে অবহেলা করে যে চলে সে ঘুরে ফিরে
প্রকৃত জীবন লাভ হইবে সংশয়।
কালেতে প্রকৃতি দোহে সুসংবাদ সদা কহে
সেই মত বায়ু বহে যে কালে যেমন,
তাতে হয়ে অনুরক্ত বুঝহ চতুর ভক্ত
কালের কর্তব্য করহ সাধন।

C_

অহিং পংথি যো সগল জমাতি,
মনি জৈতে জগু জিতু। আদো শুতি
শৈ আদেশ। আদি অনাদি অনাহতি
যু যু প্রকটেষু।
সেই শ্রেষ্ঠ পথ- যেখানে সকল পথের যোগ আছে।
মনকে জয় করিলে জগৎ জয় করা যায়।
নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার; তিনি আদি অনাদি অনাহত স্বপ্রকাশ।

২

বিশষণ ও বিশেষ্যের মধ্যে দিয়া পথ,
বিশেষণ আশ্রয়ে হয় অনন্ড় সম্পদ।
বিশেষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে যে জন,
অনায়াসে হবে তার মুক্ত এ জীবন

৩

বর্ত্ম মুখে রাখিয়া জীবন, জীবন শূন্যের প্রায়
প্রমত্ত বিশ্বাসের বলে প্রেমিক চলিয়া যায়।

৪

এক দ্বারে প্রবেশের উপযুক্ত হলে,
অন্য দ্বার তার তরে যাইবেক খুলে।

৫

যাইতে একান্ত যার থাকে মনোরথ,
সত্য সত্য প্রভু তারে খুলে দেন পথ।

৬

বল করে পথ কভু খোলা নাহি যায়,
পথ ভ্রান্ত হলে, পথ আপনি দেখায়।

৭

এ পথ সে পথ করে, বেড়াইও না ঘুরে ফিরে
যাত্রা করে কর প্রাণে আকুল আহ্বান।
দৃষ্টি রাখি ইষ্ট পদে দাঁড়াইয়া থাক পথে,
ধরে নিয়ে যাবে হাতে করুণা নিধান।
মহাজন যেই পথে গমন করেছে তাতে
রাজপথ লক্ষ্য করি চল পান্থগণ।
অনন্তে পথ অনন্ত হইও না তাতে ভ্রান্ত
যে পথে সকল পথ হয়েছে মিলন।
পাথেয় লইয়া সাথে চল মন সেই পথে
প্রতি পলে ঠিক রেখে দিক্ দরশন।
এ দিক সে দিক করে মন যেন নাহি ঘুরে
সকল দিকের গুরু ব্রহ্ম সনাতন।
থাক নানা ভাগে ভাগে লক্ষ্য রাখ শুধু একে,
চেয়ে থাক এক দিকে মজাইয়া মন।
এক বুদ্ধি করে সার ভব নদী হও পার,
উচ্চৈঃস্বরে বলে যত সাধু মহাজন।

৮

ঈশ্বরের পথ কোথা জিজ্ঞাসিবে যদি,
যেখানে আমিত্ব নাই, সে খান অবধি।

৯

জানিয়া পথের বার্ত্তা চলে না যে জন,
কষ্ট হয় শেষে তার পথ নিরূপণ।

১০

হেতু প্রমাণ আর মধ্যবর্ত্তী যুগে।
পথ অন্বেষণ কর, যদি সাধ্য থাকে।।
কখনও ঠিক হবে, কভু যাবে ভুলে।
দেখো যেন, হারাইও না কখনও মূলে।।
পথমুক্ত, প্রকাশিত সত্য সমুদয়
আহ্বান করিছে প্রভু সদা নিজ দাসে
শুনিছে প্রার্থনা যত সত্যই নিশ্চয়
ভয় নাই সাধু ভাই চলরে সাহসে।
অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং,
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

¸i“

বিদ্যাপ্রতীতিঃ স্বগুরুপ্রতীতি
রাত্মপ্রতীতির্মনসঃ প্রবোধ
দিনে দিনে যস্য ভবেৎ স যোগী–
সুশোভনাভ্যাস মুপৈতি সদ্যম্।

১

যাহার দর্শনে হয় ঈশ্বর স্মরণ,
অহেতুকী ভাবে জাগে এ হৃদয় মন;
যাহার প্রতাপজ্যোতি, করুণা অন্তরে,
সংক্রামিত হয়ে প্রাণ আলোড়িত করে;
কেবল বাক্যই নহে যার উপদেশ,
আত্ম বিনিময়ে করে ভাবের প্রবেশ,
সেই সে পরম গুরু, জীবনের বন্ধু;
শিষ্যের হৃদয়াকাশে পূর্ণ প্রেম ইন্দু।

২

স্বকীয় হৃদয়ে ধ্যায়ে দিষ্ট দেব স্বরূপকং
চিন্তয়েদ্ ভক্তিযোগেন পরমাহলাদ পূর্বকম্
আনন্দাশ্রু পুলকেন দশভাব প্রজায়তে
সমাধি সম্ভবেত্তেন সম্ভবেচ্চগনম্মানী।
আপন হৃদয়ে কর ইষ্টদেব রূপধ্যান।

ভক্তি যোগানন্দে করি আত্ম চিত্ত সমাধান।
আনন্দাশ্রু পুলকাদি হবে তাতে দশভাব।
সমাধি কি মনম্মনী ভাব, ক্রমে হবে লাভ।

৩

ভবেৎ বীর্য্যবতী বিদ্যা গুরুভক্ত সমুদ্ভবা
অন্যথা ফলহীনস্যান্নির্ব্বির্য্যা চাতি দুঃখদা
বিদ্যা বীর্য্যবর্তী হয় গুরু মুখে পেলে
নৈলে হীনবীর্য্যা বিদ্যা ক্ষতি হয় মূলে।

৪

আর্চায্যং মাং বিজানীয়ান্নাব মন্যেত কহিচিৎ
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধা–সুয়েত সর্ব্বদেব ময়ো গুরুঃ।
সর্ব্বদেবময় গুরু আমার স্বরূপ
মনুষ্য জ্ঞানেতে কভু হইও না বিরূপ।
ধর্ম্মের শিক্ষার জন্য ধর্ম্ম গুরু করি মান্য,
সর্ব্বস্ব হৃদয় দিয়া সেবা কর তার।
অকপট শুদ্ধ চিতে, মিলিত হইয়া তাতে,
অন্তরে গাঁথিয়া লও উপদেশ হার।
জ্ঞানবাক্য আচরণ ভাবেতে কর গ্রহণ,
সেবাতে আত্মার জ্যোতি আপন আত্মাতে।
লাভ কর সহবাসে স্বভাবে দৃঢ় বিশ্বাসে
অচিরে পারিবে তবে নিত্যধামে যেতে।
যেই প্রাণে মহাপ্রাণ ক্রীড়া করে রাত্রি দিনে,
তাহার প্রাণেতে প্রাণ কৈলে সমর্পণ।
হলে তার অনুগত আকর্ষণে ক্রমে যুক্ত
হইয়ে আপন চিত্ত হইবে শোধন।
কিন্তু তাতে অভিমান থাকে যার সে অজ্ঞান,
আপনা প্রাণের জ্যোতি হারাইয়া ফেলে।
যদি বা আজ্ঞা পালনে অবহেলা করে মনে
ঈশ্বর হাসিয়া তারে দূরে দেয় ঠেলে।
অনুগত বিনে কভু করুণা করে না প্রভু,
আনুগত্য স্বীকারের প্রথম সোপান।
গুরুজ্ঞানে গুরুপদে অতি সমাহিত চিতে,
জীবন গঠনের জন্য আগে আত্মদান।

হলে পরে উপযুক্ত, হতে পারে প্রভুভক্ত,
ভক্ত হলে মুক্তি তার দ্বারেতে আসিয়া
মিলনের বার্তা এনে দিয়ে যায় ক্ষণে ক্ষণে,
জীবন্মুক্তি পায় জীব শ্রীপদে মিলিয়া।
আপনি পরম প্রভু গুরুরূপ ধরে।
দীক্ষা দিয়ে ফিরে সদা প্রতি ঘরে ঘরে।
সাধু রূপে শিক্ষা দেয় বেড়ায়ে সংসারে।
সাধুগুরু পরমাত্মা কেবা ভেদ করে।।
যে গুরু শিষ্যকে করে জ্ঞান উপদেশ,
না পারে করিতে তার জীবনে প্রবেশ,
তা' হ'তে উন্নতি আশা অল্প অতিশয়,
সদ্ গুরু করিয়া লয় আত্ম বিনিময়।
অযত্নে বর্ধিত তরু প্রসবে কুফল,
বন্যপশু স্বভাবেতে অতিশয় খল,
যত্নে পালিত হলে ফর হয় ভাল
গুরুর গঠিত শিষ্য জগতের আলো।
ধর্ম্মগুরু হয় যেন দর্পণের মত,
অনুরাগ জ্যোতি তুমি পাইবেক যত,
হবে সেই পরিমাণে গুরুযোগে দরশনে
স্মরণে মননে ধ্যানে সদানন্দ চিত।
বহু সাধুসঙ্গ কিম্বা বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন,
হইবে না তত্ত্বলাভ বিনে গুরুর শাসন।
নীতি শিক্ষা দিতে পাছে যদি নাহি থাকে কেহ,
মহুর্মুহুঃ দোষী হবে জেনো ইহা নিঃসন্দেহে।
গুরু ব্যক্তি নিকটেতে থাকিলে বসিয়া
আপনি প্রকৃতি থাকে সংযত হইয়া।
সর্ব্বদ্রষ্টা–গুরুরূপ করিলে স্মরণ,.
তেমনি আপনা হতে স্থির হয় মন।
বিনয় দীনতা আর জেগে উঠে ভয়,
তাতেই স্বভাব ক্রমে ভাবে যুক্ত হয়।
কাজেই প্রথমে চাই শ্রীগুরু করণ,
বিশ্বাসেতে গুরুব্রহ্ম করহ সেবন।
আর্চায্য বৈদ্যের প্রায় নাশে ভবরোগ,
গুরুবাক্য বিশ্বাসেতে হয় মহাযোগ।

বটবীজ পাখী সবে করিয়া ভক্ষণ,
মল পরিত্যাগে করে ভূমিতে ক্ষেপণ,
তা হতে সত্বরে হয় অঙ্কুর তাহার,
সেরূপ যে গুরু আগে করিয়া সাধন,
শিষ্যরূপ মৃত্তিকাতে বীজ দেয় ফেলে,
সহসা অঙ্কুর তার উর্দ্ধে উঠে ঠেলে।
শান্ড়োদান্ড়ঃ কুলীনশ্চ বিনীত শুদ্ধবেশবান।
শুদ্ধাচারঃ সুপ্রতিষ্ঠঃ শুচিদক্ষঃ সুবুদ্ধিমান।
আশ্রমাধ্যাননিষ্ঠশ্চ তন্ত্র-মন্ত্র বিশারদঃ,
নিগ্রহানুগ্রহে শক্তো গুরুরিত্যভিধায়তে।
শান্ড়দান্ড় কুলীন বিনীত শুচিশুদ্ধ,
সুপ্রতিষ্ঠ শুচিদক্ষ ধ্যান-নিষ্ঠ বুদ্ধ,
তন্ত্রমন্ত্রবিশারদ সদয় নিদয়,
সেই সে পরম গুরু বেদশাস্ত্রে কয়।
প্রাণম
ভবপাশবিনাশায় জ্ঞানদৃষ্টি প্রদর্শিনে,
নমঃ সদ্ গুরবে তুভ্যং ভক্তিমুক্তি প্রদায়িনে,
নরাকৃতি পরব্রহ্মরূপায় জ্ঞান হারিণে,
সর্ব্বধর্ম্ম প্রকাশায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

MxZv-wkevevK¨

ন গুরোরধিকং ন গুরোরধিকং।
ন গুরোরধিকং ন গুরোরধিকং।
মম শাসনতো মম শাসনতো।
মম শাসনতো মম শাসনতো।

¸i“wkm¨ inm¨

হে গুরো!
চিনি না, দেখি না, জানি না কারে,
তুমি বিনে আর এ ভব সংসারে।
তুমি ভুখে অন্ন, পিয়াসাতে জল,
রোগে ঔষধ তুমি দেহ বিকারে।

২
কর্ম্মে তুমি শক্তি, হৃদে তুমি ভক্তি
ভ্রমে তুমি জ্ঞান, অজ্ঞানান্ধকারে।
তুমি আমি মাঝে চিনা জানা আছে,
সদায় দেখি কাছে থাকিতে তোমারে।
৩
দেবীদেবা রূপ অনন্ড় স্বরূপ,
শুধু অন্ধকূপ চিনি না তারে,
আছে মুখোমুখী, আছে দেখাদেখি,
তোমার আমার দোহে দোহাকারে।
বলা, কওয়া, শুনা, একত্রে দু'জনা,
তুমি গুরু, আমি শিষ্য তব দ্বারে।
৪
বিশ্ব বহুরূপ একই স্বরূপ,
অনন্ড় কে চাহে পাইলে তোমারে,
তুমি আমি সনে দর্শনে স্পর্শনে,
মিশামিশি প্রাণে টানে দু'জনারে।
৫
সম সম ভাবে যোগেতে স্বভাবে,
ভাব দিছে ভাবে, আনন্দ অন্ড়রে
কাছে কাছে পাই, পাছে পাছে ধাই,
তা হতে কি চাই, চাহি না তারে।
৬
দোহে মিশামিশি কান্দি কান্দি হাসি
ভালবাসাবাসি অন্ড়রে অন্ড়রে,
ছুটে মম প্রাণ, ধরে তব প্রাণ,
গায় প্রীতি গান, সুর সঞ্চারে।
৭
স্থূল সূক্ষ্মময় প্রাণ দয়াময়
মনোমোহন কয়, মম অন্ড়রে
আনন্দস্বরূপ রূপেতে অরূপ,
এ চিত্ত লুলোপ ধরিতে তারে।
৮
ধরি ধরি ধরি, আহা মরি মরি,
মধুর মাধুরী, পীযুষ ঝরে;
পিয়ে মকরন্দ হৃদয় আনন্দ,
সুন্দর অনিন্দ্য নয়নে হেরে।

৯
মিলে মন আখি, করে মাখা মাখি,
খেলে লুকোলুকি অন্ড়রে বাহিরে।
সে ভাবে তুলনা জগতে মিলেনা,
আপনি আপনা দু'জনা পাশরে।

১০
গুর্ সত্যময় নিরঞ্জন হয়, অখ্ ম্ল ব্যাপ্ত চরাচরে
জ্ঞান ভক্তি মিলি করে কোলাকুলি, সেই কৃষ্ণ কালী শিবরূপ ধরে

১১
ত্রিগুণে ত্রিগুণে ক্রীড়য়ে ভুবনে, ত্বংহি পিতা মাতা সম্বন্ধ বিচারে,
যাগ যজ্ঞ জপে সাধ্যায় কি তপে, সে ভাবে না পারে
স্বভাব বিনে তারে।

১২
দিতে ভাব শিক্ষা স্বভাবেতে দীক্ষা রক্ষামন্ত্র সদা জপিছে শিরে,
নিরঞ্জন গুর্ বাঞ্ছাকল্পতর্, মানুষ হইয়া মানসে বিচারে।

১৩
মানুষে মানুষে দরশে পরশে, হরষে সে রস রসের তরে,
ছুটাছুটি করে রসপ্রেমভরে, রসিক মোহন রসিক অন্ড়রে।

১৪
হয়ে রসময় প্রভু দয়াময়, জগত ভরিয়া অমৃত বিতরে
মৃতসঞ্জীবন সে রস ভক্ষণ করে সাধু জন অজস্র ধারে।

১৫
পিয়ে সুধারাশি অফুর্ন্ড় হাসি হাসে দিবানিশি হরষ ভরে
সে রসে রসিক গুর্ প্রাণাধিক হের গুর্রূপ জ্ঞানে দীপাকারে।

১৬
ভ্রমিতে ভ্রমিতে দ্বিদল চক্রেতে।
ফুটে দীপ শিখা কলিকা আকার।
উপলব্ধি প্রীতি রসময় স্থিতি,
দর্শনেতে জ্যোতি নিরাকার সাকার।

১৭
ব্রহ্ম নিরাকার গুর্রূপ সাকার,
অনিত্য সংসার বিবেক বিচারে
গুর্রূপ সেতু, ভক্তি মুক্তি হেতু,
অনায়াসে যেতে ভব সিন্ধুপারে।

পিতা মাতা বন্ধু হৃদাকাশে ইন্দু,
গুর্ সত্য সিন্ধু শ্রীপদ 'পরে
আত্ম সমর্পণ করিয়ে এখন,
নমস্ড়ৈস্য নমঃ বল বারে বারে।

---

wkl¨ j¶Y

শান্ড়ো বিনীতঃ শুদ্ধাত্মা শ্রদ্ধাবান ধারণক্ষমঃ।
সামর্থশ্চ কুলীনশ্চ প্রাজ্ঞঃ সচ্চরিতো যতিঃ।
একমাদি গুণৈর্যুক্ত শিষ্যো ভবতি নান্যথা।

১
শান্ড়, বিনীত, শুদ্ধ, শ্রদ্ধাবান ধারণক্ষম,
সমর্থ কুলীন প্রাজ্ঞ সচ্চরিত্র সক্ষম,
এ সমস্ড় গুণযুক্ত হবে যে জন,
হয় শিষ্য উপযুক্ত বলে মহাজন।

২
পূণ্যবান ধার্মিক শুদ্ধো গুর্ভক্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
শিষ্যযোগ্যা ভবেৎ সোহি দানধ্যানপরায়ণ।
পূণ্যবান ধার্মিক অতিশুদ্ধ চিত্ত,
গুর্ভক্ত জিতেন্দ্রিয় দান ধ্যানে রত,
যার মধ্যে আছে নাকি এসব লক্ষণ
উপযুক্ত শিষ্য সেই বলে মহাজন।

৩
সম্পূর্ণ হৃদয় দিয়া অনুরাগী হবে,
ধন প্রাণ দেহ দিয়া সেবন করিবে,
অন্ড়রে বাহিরে সদা যোগ রক্ষা করে;
তাতেও হতেছে ত্র্টি মনে মনে ডরে,
ইহাতেই হয় ক্রমে দাসত্ব সাধন।
ধীরে ধীরে প্রকাশয়ে প্রেমের লক্ষণ।

৪
যে পর্য্যন্ড় অহঙ্কার কিছু মাত্র রবে,
সে পর্য্যন্ড় শিষ্য হওয়া ঠিক না সম্ভবে।

৫
ঐশ্বরিক প্রতাপ যদি দেখিবারে চাও,
সেবাব্রতে দিয়া প্রাণ দাসত্ব শিখাও।

৬
ভাল শিক্ষা যতদিন না হবে তোমার,
ওস্তাদের গালাগালি কর অঙ্গীকার,
শিক্ষা হয়ে গেলে তাল বেতালে কখন,
পড়িবে না পা তোমার আনন্দিত মন।
সেই মত যে পর্য্যন্ত না হবে শোধন।
গুরুর আদেশে দুঃখ করোনা কখন।

৭-(১)
ব্যাধপুত্র একলব্যে গুরু দ্রোণাচর্য্য
অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দিতে হলে অস্বীকার।
ধ্যান করি গুরুরূপ অতীব আশ্চার্য্য,
শিখিল পরম বিদ্যা অতি চমৎকার।

৭-(২)
শিষ্যের প্রাণেতে যদি আকুল আসক্তি
জাগে, আর মন থাকে অতি দৃঢ় ভক্তি,
পরং তত্ত্ব গুরুরূপ প্রকাশ হইয়ে,
অভীষ্ট পূরায় তবে সর্ব্ববিদ্যা দিয়ে।

৮
মহাত্মা কবীর সেরূপ গুরুর সদনে
মন্ত্র চায়, কিন্তু নাহি দিল নীচ জ্ঞানে ॥
শেষ রাত্রে প্রতি দিন গুরু মহাশয়।
গঙ্গাস্নানে যাইতেন শুনিয়া বিষয় ॥
গভীর রাত্রিতে পথে পড়িয়া রহিল।
চলেছেন গুরু তার চরণে বাজিল ॥
মৃত ভেবে বলিলেন রাম, রাম, রাম।
উঠিয়া কবীর বলে, সিদ্ধ মনস্কাম ॥
পেয়েছি পরম নাম শ্রীপদের ধূলি।
আর্শীবাদ করে গুরু গৃহে যাই চলি ॥
শুনিয়া অবাক হইল ব্রাহ্মণ তখন।
সে মন্ত্রে কবীর হল সিদ্ধ মহাজন ॥

গুরু বাক্য বিশ্বাসেতে করিলে সাধন।
অবশ্য হইবে সিদ্ধ, বলে মহাজন ॥
গুরু মিলে লাখ লাখ, –
চেলা নাহি মিলে এক।

Dc‡`k

সেবাও দাসত্ত্ব শিষ্য শিখ সযত্তনে
সত্য ও বিশ্বাসে নিবে মুক্তি পথে টেনে।

mvaym½

“কা তব কান্তা, কস্তে পুত্রঃ
সংসারোহয়মতীব বিচিত্রঃ।
ক্ষণমিহ সজ্জন-সঙ্গতিরেকা,
ভবতি ভবার্ণব-তরণে নৌকা।”

১
সাধুসঙ্গ উপাসনা হ’তে শ্রেষ্ঠ হয়।
কর্তব্য সে সাধুসঙ্গ সকল সময় ॥

২
সাধুসঙ্গে ঈশ্বরের সহবাস হয়।
ক্ষণকাল সাধুসঙ্গে মোক্ষফলোদয়।

৩
সাধুসঙ্গে লাভ হয় তিনটি বিষয়।
শিষ্টাচার, বদান্যতা আর সে বিনয় ॥

৪
সাধুসঙ্গ করে কিন্তু না রাখে সম্মান।
শুভ ফল পাইবে না হবে না কল্যাণ ॥
সঙ্গগুনে যেই জ্যোতি পাইবে হৃদয়ে।
পৌরুষ বাক্যেতে তাহা থাকে বদ্ধ হ’য়ে।
স্বীয় জ্ঞান স্বীয় ভাব দূরে সরাইয়া।
করিবে সাধক সঙ্গ বিনীত হইয়া ॥

তা' হ'লে পাইবে জ্যোতি সাধক হইতে।
হৃদয়ের বন্ধ দ্বার খুলিয়া নিভৃতে।
নৈলে অভিমান আসি দিবে তাড়াইয়া ॥

৬
ঈশ্বরের সঙ্গে সদা কর সহবাস।
তাহাতে অশক্ত হলে করিয়া বিশ্বাস ॥
ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ রহিয়াছে যার।
হেন সাধুসঙ্গ কর, কি কহিব আর ॥

৭
চিত্তের চাঞ্চল্য আর মনে অভিমান।
থাকিলে সাধুর সঙ্গে না পাইবে কল্যাণ ॥
চিন্ড্রযোগে মৌনভাবে কর জ্ঞান লাভ।
অন্ড্ররে বিচার কর ভাবিয়া স্বভাব ॥

৮
অহঙ্কার অবজ্ঞায় সাধুকে দর্শন।
নিশ্চয় জানিও ইথে আছে বিড়ম্বন ॥

৯
ঈশ্বরের রাজ্যে আছে যাহার সম্মান।
ক'রনা কখনও তুমি তারে অপমান ॥

১০
যাহার চরিত্রে আছে যে কোন কল্যাণ।
ছাড়িওনা তার সঙ্গ, থাক বিদ্যমান ॥
ক্রমেতে স্বভাব তার পাইবে নিশ্চয়।
সদ্ ভাবে ভাবিত হও মহাজনে কয় ॥

১১
সাধুর প্রসঙ্গ যদি করে কোন লোক,
আকাশেতে শুভ্র মেঘ হইয়া উদিত,
অনুগ্রহ বারি বর্ষি দেয় কৃপালোক,
ঈশ্বর প্রসঙ্গে চিত্ত হয় আলোকিত।

১২
যে বনেতে চন্দনের বৃক্ষ নাকি থাকে।
অন্য বৃক্ষ চন্দনত্ব পায় বাতাস লেগে।
আতরের কারবার যেই ঘরে হয়।
ঘরের সকল দ্রব্যে সেই গন্ধ কয় ॥
তেমনি সাধুর সঙ্গ করিলে বিনয়ে।
সাধুর স্বভাব লাভ হইবে হৃদয়ে ॥

১৩
বাহিরে কর্কশ বটে, কিন্তু ভিতরে কোমল।
তেমনি সাধক চিত্ত, যথা নারিকেল ফল ॥

AbywPZ m½

১
অন্ড্র বাহির যার একরূপ নয়।
ক'র না তাহার সঙ্গ মহাজনে কয় ॥

২
করিবে জ্ঞানীর সঙ্গ মূর্খ হতে দূরে।
নিয়ত থাকিবে সাধু একান্ড়ে অন্ড্ররে ॥

৩
মিথ্যাবাদী নির্ব্বোধ আর কৃপণ যে জন।
দুষ্ঠ হৃদয়ের সঙ্গ না করো কখন ॥

৪
দৈবাৎ কাহারো গায় লাগিলে বৃশ্চিক।
অসহ্য যাতনা হয় তাহা জেনো ঠিক ॥
তেমনি অসৎ সঙ্গ বৃশ্চিকের প্রায়।
শান্ড়ি অভিলাষী কভু যাবে না তথায় ॥

mvay

১
দীনতা ঐশ্বর্য্য বোধ হইয়াছে যার
অনশনে তৃপ্তি বোধ, দুঃখে প্রসন্নতা।

বিসর্জ্জন করিয়াছে আত্ম অহঙ্কার,
সেই সে পরম সাধু প্রেমিকের কথা।

২

সত্য পথে থেকে করে প্রতিজ্ঞা পালন,
প্রার্থনা বিনে দান করে সাধুজন

৩

পুনঃ পুনঃ অপমানে বিরক্ত না হয় মনে
হৃদয়ে জাগায়ে রাখে অনন্ড় আলোক।
দুঃখে নহে ম্রিয়মান ভাবে বিধাতার দান;
সেই পরম সাধু সদা হাসি মুখ।

৪

সকল সময়ে দেখে আপনার দোষ,
আপনার দোষে যার বিষম আক্রোশ,
মহত্ব প্রসংশা হৃদে দেয় স্থান,
সেই সে পরম সাধু যার থাকে নীচ জ্ঞান।

৫

ধর্ম্মবন্ধুগণ সহ সম্মিলিত হন,
অন্ড়রে একাকী থাকে এতই লক্ষণ,
আপনাকে দেখে সদা ঈশ্বর ভিতরে,
অনন্ড় ব্রহ্মা ন্ড়ময় অন্ড়রে বাহিরে।

৬

কর্ম্মকর্তা আছে বহু করে না গ্রহণ,
গ্রাহ্যকারী বহু আছে নাহি সমর্পণ,
কার্য্য করে গ্রাহ্য করে, করে যে অর্পণ,
সেই সে পরম সাধু বলে মহাজন।

৭

অভিমানশূন্য সেই সদালাপে রত,
সুশ্চিন্ড় নিয়ত করে সতে অনুগত,
স্পষ্টভাষী সদা খুশী যাহার অন্ড়র,
পর দুঃখে দুঃখবোধ করে নিরন্ড়র,
আত্মাতে অভয় স্থিতি আত্মকর্ম্মে রত,
দীনতা বিনয়ে যার চরিত্র শোভিত,
নিন্দা ঘৃণা নাহি আছে অহিংসু হৃদয়,
সেই সে পরম সাধু মহাজনে কয়।

৮

ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র যিনি দেবতুল্য,
মৃত্তিকা ও স্বর্ণ তার কাছে সমতুল্য
অপমান, অত্যাচার, কষ্ট, উপবাস,
নিয়ত অতিথি তার থাকে বার মাস;
যেহেতু তাতে হয় আমিত্বের লয়,
অনন্ড়-জীবন লাভের উপযুক্ত হয়।

৯

জীবনের লক্ষ্য যার থাকে ধর্ম্মভাব;
কি করিতে পারে তার অনন্ড় অভাব।
সমুদয় সংসারী ভাব লক্ষের আকর্ষণে,
অলক্ষ্যে রঞ্জিত হয় শুদ্ধ সত্ত্ব গুণে,
আর যার লক্ষ্য থাকে অসার সংসার,
ধর্ম্মকর্ম্ম যত কিছু, কিছু নহে তার।

১০

ঈশ্বর যখন করে জীবিকা বিভাগ
সাধুর জন্যেতে রাখে দুঃখ অনুরাগ।

১১

সাধু মৃত্তিকার মত পেয়ে অপমান,
তা হ'তে প্রসব করে অনন্ড় কল্যাণ
প্রত্যহ সাধুর হয় বহু ভাবান্ড়র,
চলি- শ বৎসরে কারো ফিরে না অন্ড়র।

১২

আপন সৌরভে পুষ্প সর্বত্র আদৃত,
ভগবদ পাদপদ্মে সযত্নে গৃহীত,
সর্বাঙ্গে সৌরভ তার স্বভাব কোমল,
নির্ম্মল হৃদয় সাধু, পুষ্প অবিকল।

---

†hvMx

১

বোধ বুদ্ধি হয় যার অহেতুকী ভাবে,
উপলব্ধি রাখে সদা আপন স্বভাবে;
ঈশ্বরেতে যোগ হয় আমিত্ব বিয়োগে,
সেই সে পরম যোগী যার চিত্ত জাগে।

---

†hvMx
১

সুখে দুঃখে সমভাবে থাকে যার মন,
সেই সে পরম যোগী বলে মহাজন।

---

gnr
স্বকীয় কর্তৃত্ব ছাড়ি করে ন্যায় ব্যবহার,
সেই সে মহৎ কভু না চায় অন্য উপহার।

---

gywb
ঈশ্বর মনন যার হয় সদাব্রত,
তাহাকেই মুনি বলি যিনি অনুগত।

ˆeivMx
কিছুই না পেয়ে যার সদানন্দ চিত,
উদ্যম উৎসাহে থাকে নাম গানে রত;
সহস্র দুর্গতি ভোগে যে জন প্রস্তুত,
অনাসক্ত মন যার বৈরাগী মজবুত।

---

gnwl©
অনন্ড়ব্রাহ্মাণ্ডে দেখে ঈশ্বর স্বরূপ,
সংসারের কোন দ্রব্যে নাহি কিছু লোভ
অন্ড়রে বাহিরে সদা ভাসে ব্রহ্মময়,
মহর্ষি বলিয়া তারে মহাজনে কয়।

Fwl
অন্ড়রের ভাণ্ডারে আছে প্রেম নামে মণি,
যে তারে পেয়েছে, তারে ঋষিমধ্যে গণি।

---

dwKi
ইহলোক পরলোক অথবা শরীর
যাহার আসক্তি নাই সেইত ফকির।

`i‡ek
দইরাপ্ত করয়ে যিনি ভাবয়ে বিশেষ,
মহাজনে নাম দেয় তিনি দরবেশ

AvDwjqv
আদরে সর্ব্বদা যিনি বিভু অনুগত,
আউলিয়া বলে তার নাম হয় খ্যাত।

---

mvaK

১

বর্ষাকালে হয় যেন নিত্য বরিষণ,
বায়ু প্রবাহিত হয় বিদ্যুৎ স্ফুরণ,
চোখে জল, ওষ্ঠে হাসি, মস্ড়ক কম্পন,
সাধকের হয়ে থাকে এসব লক্ষণ।

২

যোগেতে করয়ে সদা ঈশ্বর কীর্ত্তন,
মত্ত হয়ে করে থাকে সঙ্গীত শ্রবণ,
শঙ্কিত হৃদয়ে করে আজ্ঞার পালন,
অধীনতায় কর্ম্ম করে সাধক যে জন।

৩

ধর্ম্মবিধি পালনে কষ্ট নাহি যার মনে
সাধনা সহজ বোধ হয় সর্ব্বক্ষণ;
সজ্জনেতে আছে প্রীতি গুরুপদে নিষ্ঠা রতি
ঈশ্বর উদ্দেশ্যে দানে অকুণ্ঠিত মন।
দৃষ্টি আছে সময়েতে সক্ষম সে সাধনাতে
তাহারে সাধক বলে কয় মহাজন।
আত্মোন্নতি প্রতি যার অনুক্ষণ চেষ্টা তার
অনুকুল হয় প্রভু গুরু দয়াময়।
সমগ্র হৃদয় দিয়া দেহ প্রাণ সমর্পিয়া–
সাধনাতে যুক্ত হও বলে সাধুজন;

লোকের সেবাতে দেহ যুক্ত রাখ অহরহ
বিনয় ভক্তিতে কর ঈশ্বর স্মরণ।
অর্চ্চনা মনন ধ্যান, অবিরাম নাম গান
সাদুসঙ্গ, শাস্ত্রপাঠ, সিদ্ধান্ড় শ্রবণ;
হিংসা নিন্দা লজ্জা ভয়, ক্রমে ক্রমে করে লয়
মানবীয় ভাবমুক্ত হতে করে রণ

৪
জমিদার যেখানেতে যাইবে যখন,
আগেই সেখানে তার আসে আয়োজন,
তেমনি বৈরাগ্য দয়া ঈশ্বর কীর্ত্তন,
কাহারো হৃদয়ে যদি হয় উদ্দীপন;
অন্ড়রেতে জাগে আগে দৃঢ় ভক্তি ভাব,
নিশ্চয় জানিও হবে ভগবান লাভ।

Dc‡`k

১
সর্ব্বদা করিও এই আত্মানুসন্ধান।
নিস্কপটে কর কিনা সৎ অনুষ্ঠান।
উপকার প্রত্যাশা ছাড়ি কর কিনা দান।
ঈশ্বরের জন্য কিনা মনন ধ্যায়ান ॥

২
প্রভাত হইতে যিনি বিহিত বিধানে।
সর্ব্বদা সাধনে যুক্ত ব্যাকুল পরাণে ॥
আত্মানুসন্ধান করে সমাহিত মনে।
সাধক বলিয়া তারে কয় মহাজনে।

---

msmvi

১
স্ত্রী পুত্র পরিজন নিয়া যে বাজার,
আমিত্ব বিকারে মন করে অহঙ্কার;
অনিত্য স্বার্থের চিন্ড়া থাকে অনুক্ষণ,
সংসার বলিয়া তারে কয় মহাজন।

২
সাধুকে সংসার যদি করে প্রবঞ্চনা,
লাফ দিয়ে সংসারের ঘাড়ে উঠে চড়ে;
অনন্ড় আশার জ্যোতি যাহার অন্ড়রে,
কি করিতে পারে তারে তীব্র বিড়ম্বনা।

৩
গচ্ছিত বস্তুর ন্যায় সংসারের ভোগ
যাহার অন্ড়রে জাগে নাহি তার রোগ।

৪
ঈশ্বর হইতে দূরে রাখে যে তোমায়,
তাহাই সংসার বলি মহাজনে গায়।

৫
বির“দ্ধাচরণ কর সদা মানবীয় ভাবে,
তবে সে পাইতে পার আপন স্বভাবে।

৬
ঈশ্বর সম্বন্ধ যে করয়ে শিথিল,
করো না তাহার সঙ্গ সে বড় জটিল।

৭
সংসারী সুখের জন্য করয়ে সংসার,
তুমি সাধনের জন্য তারে কর দ্বার;
প্রভুর সম্পদে দাসী করে অহঙ্কার,
কিন্তু সত্য জানে মনে কিছু নহে তার,
এই মত সাধুজন ভাবনা করিয়া,
জীবন সংগ্রাম করে কেল-াতে থাকিয়া

৮
যে জন নির্ভয়ে করে সংসারের কাজ,
অবশ্যই শিরে তার পড়িবেক বাজ।

৯
ক্ষুধার নিবৃত্তি হইলে ভাগাড় হইতে,
শকুন চলিয়া যায় বিভিন্ন দিকেতে,
সংসার ভাগাড়ে কিন্তু মূর্খ যত নর,
আপনার ভেবে ভেবে বাঁধে বড় ঘর।

১০
কেহ পরলোক কেহ বা সংসার,
কেহ বা বিষয়-গৌরব অসার,
কেহ বা বানিজ্য বৃথা আড়ম্বর,
নির্দ্ধারিত করি হয় অগ্রসর,
আপন গন্ড়ব্য পথ নাহি জানে,
ভগ্নমনোরথ হয় প্রতিক্ষণে।

১১
"যো বৈ ভূমা তৎসুখং
নাল্পে সুখমস্ড়ি।"

১২
'ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্য।"
বসনে ভূষণে বিত্তে তৃপ্তি নাহি হয়
অনন্ড় মহান সত্যে না কৈলে আশ্রয়।

১৩
কুলটা রমনী যেমন গৃহকর্ম্ম করে,
অবিরাম উপপতি রূপ চিন্ড় করে,
কচ্ছপ বাঁধিয়া রাখ খাটের উপরে,
মন তার পড়ে থাকে জলের ভিতরে,
সেই মত গৃহী যত করে গৃহকর্ম্ম,
ঈশ্বরে করিবে ধ্যান, রেখে নিজ ধর্ম্ম।

১৪
সংসারে বিরাগ নয়, মহোচ্চ লক্ষণ,
শুদ্ধরাগ উপজিলে মুক্ত হয় মন,
মুক্ত মনে যুক্ত থাক সংসারের কাজে,
তৈল মেখে কাঠাল ভাঙ্গ ভয় কিবা আছে।

১৫
সংসারে প্রবেশ করা সহজ বিষয়,
তা হতে বাহির হওয়া কষ্ট অতিশয়।

১৬
ঈশ্বর ভিন্ন অন্য বস্তু চাহে যার মন,
দুর্ব্বল হৃদয় তার বিমুখ সে জন।

১৭
সংসার ও ধর্ম্ম দুই বিপরীত বিষয়,
সংরক্ষণ করি দোহে চলিবে নিশ্চয়।

১৮
যেই স্ত্রী পুত্র করে ঈশ্বরে বিমুখ,
কিবা কাজ তাদের নেহারিয়েখ মুখ

১৯
এ সমুদ্রে নৌকা রাখা অতীব দুষ্কর
কেবল রাখিতে পারে ঈশ্বর কিঙ্কর।

২০
রঙ্গমঞ্চে মিলে সবে একত্র হইয়া,
নাট্ট অভিনয় করে সম্বন্ধ পাতিয়া,
ক্ষণেকের তরে সবে, ভ্রাতা ভগ্নী হয়,
তার পরে কেবা কার, সত্য কিছু নয়;
তেমনি সংসার, এক মহা নাটকের
অভিনয় দিবা নিশি জীব সকলের;
অভিনেতা ভগবান, সাজিয়া সাজায়
আপনার ইচ্ছামত হাসায় কাঁদায়;
দেখিয়া ভৌতিক লীলা, তত্ত্ব অন্বেষণ,
করিয়া করয়ে জ্ঞানী আত্ম সমর্পণ।

---

we‡eK I ˆeivM¨

"সর্ব্ববস্তুভয়ান্বিতং ভূবিনৃনাং বৈরাগ্যমেবাভয়ম"

১
সৃষ্ট বস্তু পরিহরি স্রষ্টাকে চাহিবে,
সেই সে বৈরাগ্য হয় আসক্তি না রবে।

২
কিছুই থাকে না যখন তখনে সব আছে,
কিছু মাত্র থাকে যার যেতে নারে কাছে।

৩
সুমিষ্ট সুখাদ্য যত যার শৌচাগারে,
পরিচ্ছদ ছিন্নভিন্ন হয় ধীরে ধীরে।

বিয়োগ হইবে সত্য পরিজন সনে,
কেন তাতে আকিঞ্চন বৃথা কর মনে।

৪
বিষয়ান্বেষণে চিত্তের নিবৃত্তি,
যাহাতে ক্ষুধার শান্ড়ি, তাহাতেই তৃপ্তি;
সামান্য বসনে যার আছয়ে সম্মতি,
সেই সে বৈরাগ্য, যার নাহি লোক প্রীতি।

৫
সংসারকে তুচ্ছ তুমি করিবে যখন,
গৌরবে সংসার তোমায় করিবে গ্রহণ।

৬
কোথায় রয়েছে হেন সুন্দর বদন,
ধূলি হয়ে যায় নাই যাহা এ জগতে;
কোথায় রয়েছে হেন সুন্দর নয়ন,
পরিণত হয় নাই যাহা মৃত্তিকাতে

৭
শার্দ্দুল হইতে লোক পলায় যেমন,
তদ্রূপ সংসার হ'তে কর পলায়ন।

৮
এই কথা মনে রাখ নিশ্চয় নিশ্চয়,
যাহা ভালবাস, তাহা তোমাদের নয়।
জীবনে যৌবনে ধনে আছে ভালবাসা,
তোমার তো নয় তাহা এক রতি মায়া!
শান্ড়ি ও আনন্দ দুই কর অন্বেশ্বণ,
না হলে দুর্গতি আছে বলে মহাজন।

৯
কাষ্ঠ লোষ্ট্র সম দেহ মরণের পর,
বন্ধু জনে ফেলে দিয়ে চলে যাবে ঘর;
ধর্ম্মই কেবল সাথী হইবে তখন,
অতএব কর সবে বৈরাগ্য গ্রহণ।

১০
বৈরাগ্য লক্ষণ বলে মহাজন
যেরূপ লক্ষণে বৈরাগ্য হয়,–
প্রথম লক্ষণ আসক্তি বর্জ্জন,
আড়ম্বরশূন্য হইবে হৃদয় ॥
উপাস্যের করে সেবা করে নিশি দিবা,
আত্মস্বার্থত্যাগী নির্ম্মল অন্ড়র।
আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি নাহি এক রতি,
কেহ নাহি ভবে আপনা কি পর ॥
মনে বীত রাগ প্রাণে অনুরাগ
অত্যন্ড় বিশ্রাম নেয় অল্পক্ষণ ॥
শান্ড় সমাহিত ঐকান্ড়িক চিত
অতি দৃঢ়ব্রত সদা সর্বক্ষণ ॥

Dc‡`k

১
ভূত ভাবি ছেড়ে দিয়ে বর্ত্তমানে থাক,
পলক ছাড়িয়ে পুনঃ পলকেতে জাগ।

২
বৈরাগ্য আতঙ্ক যার, না মানে ঈশ্বর,
চতুর্দ্দিকে থাকে তার যমের কিঙ্কর।

৩
আকীট ব্রহ্ম পর্য্যন্ড়ং বিষয়েষ্মনু
যথৈব কাকবিষ্ঠায়াং বৈরাগ্যং তদ্ধি নির্ম্মলং।

`xbZv

১
ঈশ্বরকে সমীপে জানি ভগ্ন মনে রয়,
দীনতার লক্ষণ এই মহাজনে কয়।

২
অনন্ড় ব্রহ্মাণ্ডে যেই করে না কারো আশা,
সেই বটে দীনহীন আর যত ফাসা।
ঈশ্বরের জন্যে যার হয়েছে পিপাসা,
অনন্ড় ঐশ্বর্য্যে তার মিটে না'ক আশা।

৩

এক দিন প্রত্যাদেশ হইল বিশেষ,
শুন মোর প্রিয় ভক্ত শুন উপদেশ;
যা নাই আমার – তাহা সঙ্গে নিয়ে এস,
আর কিছু নয় তাহা-দীনতার বেশ।

৪

ঈশ্বর জানেন যেন তুমি তাঁর তরে,
নিয়ত দাঁড়ায়ে আছে দীনবেশে দ্বারে।

৫

দীনতার গর্ব্ব যদি করে কোন জন,
শ্রেষ্ঠ অহঙ্কারী সেই বলে মহাজন।

৬

প্রাত্যহিক কর্ত্তব্য কর হ'য়ে স্থির মন।
অন্ড়রে দীনতা রাখ, হবে সংশোধন।

`vmË¡

১

দাসত্বের তত্ত্ব ভবে না জানে যে জন,
প্রভুত্বের তত্ত্ব কভু বুঝে না তার মন।

২

যদি চাও প্রভুত্ব তবে দাসত্ব হিসাবে।
সেবা কর শিষ্য হয়ে প্রভু হয়ে যাবে।

৩

অনুগত হয়ে তুমি চল দিন দিন,
অনুগত না হইলে পুরুষত্ব ক্ষীণ।

৪

আদেশের অনুগত   চলিবে প্রতি নিয়ত
হইবে দাসত্ত্ব লাভ প্রভুর সমীপে।
আর যদি নিজ জ্ঞানে   উঠা পড়া কর মনে
হৃদয়-আলোক লাভ কভু না সম্ভবে ॥

৫

আত্ম সুখ নাহি চায়, না চায় অন্য সেবা,
প্রকৃত দাসত্ব এই প্রভুত্বের বাবা।

৬

ঈশ্বরের চিহ্নিত ভৃত্য হয়ে থাক পড়ে,
অন্যের দাসত্ব তবে চাপিবে না শিরে।

৭

প্রত্যেক মানুষে চায় প্রমুক্ত জীবন,
আমি চাই তার কাছে দাসত্ব বন্ধন।

৮

ঈশ্বরের সঙ্গে নাই যাদের সম্বন্ধ,
তারাই প্রভুত্ব লয়ে হয়ে যায় বন্ধ;
যাদের সম্বন্ধ আছে তারা চায় দাসত্ব;
প্রভুকে সমীপে জানি সদানন্দ চিত।

---

†mev

১

জীবনের মূল্য যেই জানে না কখন,
সেবার মিষ্টতা কভু বুঝে না সে জন ॥

২

সেবাতে শরীরের জ্যোতি বাড়ে অতিশয়,
বিশ্বাসে প্রাণের জ্যোতি বাড়িবে নিশ্চয়।

৩

জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম   সেবা আনুগত্য কর্ম্ম,
হৃদয়ের মর্ম্ম যে বুঝিবারে পারে;
যে জন চাহে যাহাকে   সেবাতে সে মত্ত থাকে
সময় বুঝিয়া কর্ম্ম না কহিতে করে।
সেবাতে হইলে বশ   উঠে প্রেমানন্দ রস,
প্রেমেতে হৃদয় গ্রন্থি আপনিই খুলে;
হৃদয়ের জ্যোতি দিয়া   হৃদয় রাখে ধরিয়া,
আনন্দে আনন্দময় তত্ত্ব কথা বলে।

সেবাতে হইয়ে মত্ত সাধকে চাহে দাসত্ব
কি বলিব তার অর্থ অব্যক্ত সেই ঠাই
ইঙ্গিতে কহিছে সাধু প্রিয়ে প্রেম তত্ত্ব মধু,
একান্ডে় করিয়া সেবা শুন সাধু ভাই।

৪
কি কর্ম্ম করিয়া ভবে সিদ্ধলোক পা'বা,
আর কিছু নয় তাহা – জগতের সেবা।

৫
সেবা ধর্ম্ম, সেবা কর্ম্ম, সেবা মোক্ষ মন,
সেবাতে সিদ্ধ হয় দুরারাধ্য ধন।

৬
পরিজন সেবা করে হারাইওনা প্রাণ,
স্বার্থের সম্বন্ধ এই, কর তুচ্ছ জ্ঞান।
জগতের সেবাতরে কর আত্মদান,
মহাজন বলে ইহা মহোচ্চ বিধান।

৭
পুত্র পরিজন প্রতি যে মমতা আছে,
ছড়াইয়া দাও তাহা জগতের মাঝে।
সকলি আত্মীয় বলে হৃদয়ে ভাবিয়া,
যথাসাধ্য সেবা কর প্রভুত্ব ছাড়িয়া।
ব্রহ্মান্ড তোমার যদি হইল স্বজন,
স্বার্থ বুদ্ধি দূরে গিয়ে শুদ্ধ হবে মন।
অসংখ্য হৃদয়ের জ্যোতি নিজ প্রাণে পাবে,
জ্যোতিতে মিশিয়া জ্যোতি বল বেড়ে যাবে।
সে বলে সবল হবে চিত্ত জাগরিত,
আহ্লাদে আহ্লাদিনী শক্তি নিজে বিকশিত।
পাইলে শক্তির কৃপা ভক্তি হবে মনে,
অনায়াসে মুক্ত হবে মনুষ্য জীবনে।

---

eva¨Zv

১
তোমার আমিত্বে যাহা করে আকর্ষণ,
আদেশ জানিয়া তাহা করিবে বর্জ্জন।
ঈশ্বর হইতে তুমি পাইয়াছ প্রাণ,
পুনরায় কর তাই ঈশ্বরেতে দান।

২
অন্ড্রে বিবেক-বাণী যে করে পালন,
বাধ্যতা বলিয়া তারে কয় মহাজন।

৩
জানিয়া করেন যিনি আদেশ লংঘন,
ক্রমে ক্রমে হবে তিনি আত্ম বিস্মরণ।

৪
যে ব্যক্তি করে সদা অবাধ্যতাচরণ,
কশাঘাতে প্রভু তারে করয়ে গ্রহণ।

৫
বাধ্যতা দাসত্বের গৃহ মনোহর,
ধৈর্য্য তার দ্বার, আত্মোৎসর্গ অভ্যন্ড্র,
দ্বারেতে আত্মবিনাশ, আলয়ে প্রমুক্ত,
অভ্যন্ড্রে শান্ড়ি লাভ জীবনেতে মুক্ত।

---

wkóZv

ঋষি কিংবা সাধু আর, রোগী কি রাজন,
তা'দের কাছে শূন্য হস্ডে় না যাবে কখন।

AwkóZv

রাজাকে অমান্য করে সম্পত্তি হয় নষ্ট,
সাধুকে অমান্য করে ঈশ্বর হন রুষ্ট।

---

wbR©bZv

১

নির্জ্জনতা চাও যদি ছাড়ি কলরব,
ঈশ্বরের মধ্যে যাও, হইবে সম্ভব।

২

জীবনের লক্ষ্য যার না হয় ঈশ্বর,
নির্জ্জনতা তার পক্ষে অতিকষ্টকর।

৩

নির্জ্জনে থাকিলে হয় ঈশ্বরত্ব বোধ,
নির্জ্জনে সাধন কর পাইবে প্রবোধ।

৪

লোকসঙ্গ কুতরঙ্গ পরিহরি দূরে,
নির্জ্জনে সাধন কর অন্ড়রে অন্ড়রে।

৫

অবিরাম সাধনা আর নির্জ্জনেতে বাস,
সাধকের থাকা চাই এই দুই প্রয়াস।

৬

দুগ্ধেতে সঞ্চার দিয়ে দিলে নাড়াচাড়া,
নষ্ট হয়ে হয় দধি ছাক্‌রা ছাক্‌রা,
নীরবে একস্থানে যদি স্থিরভাবে রাখে,
ভাল জমা হয় দধি জানে সর্ব্বলোকে।
তেমনি লোকের সঙ্গে বহু আলাপনে,
হৃদয়ের ভাব নষ্ট হয় প্রতিক্ষণে,
এ সমস্ড় বহুভাব করিয়া বর্জ্জন,
নির্জ্জনে সাধন কৈলে শুদ্ধ হয় মন।

---

evn¨f~lv

১

পুরুষ না হয় স্ত্রী বস্ত্র পরিধানে,
সন্ন্যাস না হয় কভু গেরুয়া বসনে।

২

বৈরাগ্য বসনে হয় মনে অহঙ্কার,
লোক প্রতারিত হয় নিকটে তাহার,
অন্ড়রে বৈরাগ্য কর, বাহিরেতে নয়,
নিশ্চয় হইবে তাতে অহঙ্কার ক্ষয়।

৩

বসন ভূষণে কিছু না হইবে লাভ,
অন্ড়রে না থাকে যদি শুদ্ধ প্রেমভাব।

৪

ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন সত্য সত্য হয়
মালা ঝোলা নিয়ে লোকে শুধু বুঝা বয়।

৫

জটা রেখে ফোঁটা দিয়ে কেন এত পরিপাটী,
লাখপতির মরা দেহ, তাও হয়ে যাবে মাটি।

৬

বাহ্য ভাব জীবনেতে যতদিন থাকে,
ততদিন প্রেম লাভ হবে না তাহাতে।
ছাড় কপটতা শুদ্ধ কর মন,
অন্ড়রে পড়িয়ে বৈরাগ্য বসন;
দীনতার ঝুলি কাঁদে লও তুলে,
গুরুমন্ত্র মালা পর পর গলে;
জ্ঞান-জটা শিরে করিয়ে ধারণ;
ভক্তি ফোঁটা দিয়ে সাজাও জীবন;
বাহ্য আড়ম্বর দূরে পরিহরি,
আনন্দ বদনে বল হরি হরি;
নীরবে নীরবে কেহ নাহি জানে;
সাধ আত্মকর্ম্ম পরম যতনে
নিশান তুলিয়া হাটে কি বাজারে,
বিক্রীত হইওনা সাধু মানা করে,
গুপ্ত যেই ধন গোনেই রাখ,
বাহিরের ভাবে বাহিরেতে থাক;
ধনী কি দরিদ্র জানিবেন সাঁই।
আর কারো জেনে আবশ্যক নাই।

---

evn¨c~Rv

১

নাম রূপ নাহি ব্রহ্মে নিত্য নিরঞ্জন,
তত্ত্বজ্ঞানে বোধ হয় করিলে সাধন!
নামরূপ কল্পনাদি বালকের খেলা,
ব্রহ্মনিষ্ঠা হলে হয় আত্মজ্ঞান ভেলা।

২

মনের কল্পিত মূর্ত্তি যদি মুক্তি দিতে পারে,
স্বপ্নলব্ধ রাজ্যে তবে সকলি রাজা সংসারে।

৩

ব্রহ্মভাব অত্যুত্তম, ধ্যান হয় সে মধ্যম,
স্তুতি জপ অধম হয়, বাহ্য পূজা ধমাধম।
ইহা মন, ইহা শিব, ইহা শক্তি বায়ু,
অজ্ঞানী ভাবিয়া চিতে ক্ষয় করে আয়ু।
জ্ঞানী দেখে সকলই এক ব্রহ্মময়,
আত্মজ্ঞানে রত হয়ে জীবন্মুক্ত হয়।

৪

হৃদয়ের দেবতা ছাড়ি অন্য দেব পূজে,
কৌস্তুভ ছাড়িয়া যেন ধন রত্ন খুঁজে।

৫

জপ তপ পূজা সব শৈশবের খেলা,
স্বামী সমাগম হলে কিছু না এ গুলা

৬

বাহ্যপূজা বিধি দেয় চিত্তশুদ্ধি তরে,
চিত্তশুদ্ধি কর শুধু সাধু সঙ্গ করে।
সাধু সঙ্গ নাম জপ নির্জ্জনেতে বাস,
তা' হতেই হয়ে যাবে শুদ্ধ চিদাভাস।

৭

বাড়াবাড়ি হুরাহুরি কিছু কাজ নাই,
হৃদয়ে ধন বিভু, আগে জানা চাই।

৮

হৃদয়ে না হলে ধার্য্য কিছু নহে পূজা কার্য্য,
কভু ইহা নহে ন্যায্য, উপেক্ষা যে হয়।

৯

অনপেক্ষা নাম রতি, সাধনে শুদ্ধা ভকতি,
অহেতুকী ভাবে কর ভাবের সঞ্চয়।

১০

বাহ্যপূজা বাড়াইয়ে অজ্ঞান শিশু হইয়ে,
কর্ম্মযোগে চিত্তশুদ্ধি হবে কি সংস্কারে;
যুদ্ধ করে ভাবাভাবে জ্ঞানী শিশু হতে হবে,
তাই বলি শুদ্ধ হও জ্ঞানের বিচারে।

---

bvg Rc I ¯§iY

১

নাম জপ বেশী হয় না সংখ্যা অনুসারে,
হৃদয়ের যোগে জপ সংখ্যাতীত বাড়ে।

২

রসনায় নাম জপ করে একজন,
হয় না বলিয়া তাহা করিনু বারণ।
তাতে সে উত্তর করে আনন্দ অন্তর,
এক অঙ্গ হক না রত অন্য হবে পর।

৩

গুরু হতে নিয়ে মন্ত্র বিশ্বাসে বিনয়ে,
ন দ্রুত ন বিলম্বিত জপিবে হৃদয়ে;
জপিতে জপিতে অঙ্গ হইবে অবশ,
নয়ন ফুটিবে, পাবে তত্ত্ব ফল-রস;
ক্রমে ক্রমে হবে তবে ধ্যানে অধিকার,
নামেতে হইলে রুচি ছুটিবে আঁধার;
ককারাদি বর্ণক্রমে পাঠাভ্যাস রীতি,
সেই মত ক্রমে হবে তত্ত্বযোগে প্রীতি।

৪

স্মরণ করে করে যবে হবে বিস্মরণ,
দর্শন খুলিবে তবে, প্রকৃত স্মরণ।

৫
ঈশ্বর স্মরণে যবে সব হয় লয়,
তিনিই তাহার সব স্থলবর্ত্তী হয়।

৬
বিশেষণ আশ্রয়ে কর বিশেষ্যেতে লক্ষ্য,
ভাবাভাবে যুদ্ধ করে ভার কর পক্ষ;
ভাবের সংজ্ঞাই নাম মহাজনে কয়,
যে ভাবে যে ভাব জাগে যে ভাবেতে লয়;
যে ভাবের তেজে যেই ভাব হয় ক্ষয়,
যেমন হইলে নিষ্ঠা প্রীতি বৃদ্ধি হয়,
প্রীতি হ'লে ভক্তি ভাব আপনি উদয়,
আবার স্নেহেতে ঘৃণা, হিংসা, নিন্দা, ভয়;
বৈরাগ্যেতে কাম, লোভ, মাৎসর্য্যের লয়।
ভাবুক বুঝিয়া তাহা আপনার চিতে,
নাম যোগে উপাসনা করিবে নিভৃতে;
বরুণ বাণেতে যেন অগ্নিবাণ কাটে,
ভাবাভাবে সদা যুদ্ধ তেমনই বটে।
সর্ব্বাস্ত্র সংহার হয় এক ব্রহ্মবাণে,
তেমনি অনন্ড় ভাব ভাবের সন্ধানে;
ক্রমে ক্রমে কর এনে এক ভাবে লয়,
ভাব যোগে জপ নাম হৃদে দয়াময়।
ঈশ্বরকে এরূপ ভাবে করহ স্মরণ,
কখনও না হতে হয় যেন বিস্মরণ।

D‡c¶v

যে জন না লয় নাম জীবনে কখন,
সে জন উপেক্ষা করে বলি না এমন।
কিন্তু যেই নাম নেয় নামীরে ভুলিয়া,
সেইত উপেক্ষাকারী জগত ভরিয়া।

D”PviY

শুদ্ধ উচ্চারণে হয় না , শুদ্ধাভাব চাই,
ভাবে তুষ্ট ভগবান জগতের সাঁই;
তবে যদি ভাব সনে শুদ্ধ উচ্চারণ।
একত্রে মিলিত হয় অপূর্ব মিলন।

---

cÖv_©bvi fve

১
দীনতার বাক্যে সদা প্রার্থনা করিবে,
আদেশের বাক্যে কভু কিছু না বলিবে।

২
প্রার্থী হইয়া কর প্রার্থনা সতত;
ব্যাকুল আবেগে নিষ্ঠা রাখিও জাগ্রত।

---

j¶¨

১
লক্ষ্য যত উচ্চ হবে ততই উন্নতি,
হ'ক্ বা না হ'ক্ সিদ্ধ পাইবেক তৃপ্তি।

২
বাধা বিঘ্ন নাহি মানে চলে নিজ লক্ষ্যে,
প্রভু বলে তারে স্থান দেহ মম বক্ষে।

৩
পুনঃ পুনঃ উচ্চৈঃস্বরে বলে মহাজন,
উচ্চ লক্ষ্য না থাকিলে হবে না সাধন;
লক্ষ্য মূলে অনুষ্ঠান জীবনের কর্ম্ম,
শান্ড় সমাহিত চিত্তে রাখ নিজ ধর্ম্ম।

---

msKí

১
সত্য সংকল্পেতে হয় সাধনার সিদ্ধি,
সঙ্কল্প শিথিল যার, লুপ্ত হয় বুদ্ধি,
সঙ্কল্প অভাবে কর দুঃখ অতিশয়,
অন্যান্য অভাবে রাখ সন্তোষ হৃদয়।

২
অর্জ্জুনের মত দৃষ্টি রাখ লক্ষ্যমূলে
একলব্য মত ভক্তি গুরুপদতলে।

wek¦vm

১
বিশ্বাসেতে খর্ব্ব হয় কামনার ধ্যান,
তারপর বৈরাগ্য আসি দেয় আত্মজ্ঞান।
বিশ্বাসের বাক্যে অন্যে করে দুঃখ বোধ,
জ্ঞানীর তাহাতে কিছু নাই উপরোধ।

২
বিশ্বাসে সহিতে নারে মক্ষিকার ভর,
আবার ব্রহ্মাণ্ড রাখে নখের উপর।

৩
যাহা কিছু হইতেছে ঈশ্বর হইতে,
হইবে এরূপ জ্ঞান বিশ্বাস ভূমিতে।

৪
সিদ্ধির আদৌ লক্ষণ বিশ্বাসই মূল,
বিশ্বাস হইলে বন্ধ তরী পায় কূল?

বিশ্বাসেই ছিদ্র শূন্য হয়ে থাকে মন,
সন্দেহ পরম শত্রু করয়ে নিধন;
বিশ্বাসেই বিশ্বে যত সাধু মহাজন,
অমানুষী কর্ম্ম করে প্রমুক্ত জীবন।

৫
ইহা উহা করে কেন ঘুরে ঘুরে মর,
ইহাই উহা বলে খুব দড় করে ধর।

৬
দর্শনে বাণীতে যাহা হইবে প্রত্যক্ষ;
নিশ্চয়াত্মক বিশ্বাসেতে তাহা হইবে লক্ষ্য।

`vX©¨Zv

১
বিশ্বাসেই দৃঢ়ভাব আরো দৃঢ় হয়,
দৃঢ়তা হইতে সিদ্ধি অবশ্য নিশ্চয়।

২
যে পর্য্যন্ত না হইবে কর্তব্য সাধন,
মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।

৩
লোক অত্যাচারে যিনি ব্যথিত না হন,
না ছাড়ে আপন সত্য তিনি মহাজন।

৪
"প্রাণেভ্যোহপি প্রিয়ং সত্যং" সদা যার মনে,
নির্ব্বিঘ্নে পহুঁছিবে সেই গন্তব্য স্বস্থানে।

---

mZ¨

১

সত্যবাদী সত্য পায় অন্ড়্র-আলোকে,
সত্যের অভয় বাণী হৃদে লেখা থাকে।

২

তুষ্ট কিংবা রুষ্ট হ'ক বল সত্য কথা,
অলঙ্ঘ্য ঈশ্বরবাণী কে লঙ্গিবে বৃথা।

৩

অসত্য বলিলে যা'তে হইবে বিপদ,
তাতেও যে সত্য বলে, সেই সে মহৎ।

৪

পরম ঈশ্বর ভিন্ন অনুকূল নাই,
সাধুগুরু বিনে কভু পথ নাহি পাই।
বিষয়নিবৃত্তি ভিন্ন না আছে সম্বল,
ধৈর্য্য বিনা বল নাই সত্য এ সকল।

৫

সত্যভাষী হ'লে হয় তত্ত্বজ্ঞান লাভ,
তত্ত্ব জ্ঞানে হয়ে থাকে ঈশ্বরীয় ভাব।

৬

প্রকৃত জ্ঞানেতে হয় যাহা নিরূপণ,
তাহাকেই সত্য বলে কয় মহাজন।

৭

সত্য নিষ্ঠা হলে হয় যে সব লক্ষণ,
মন দিয়া শুন তাহা বলে মহাজন।
মনে মুখে হয় ঐক্য, এক হয় কার্য্য বাক্য
কর্তৃত্ব গ্রহণে ক্ষান্ড় থাকিবে হৃদয়,
সদা রত পরহিতে প্রশংসা না চাহে চিতে,
কর্ত্তব্য করণে দৃঢ় নাহি লজ্জা ভয়।
"হিরন্ময়েণ পাত্রেন সত্যস্য নিহিতং মুখম"
তত্ত্বং পুষন্নপাবৃণু সত্য ধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে।

Ávb

১

আমিত্ব আধারে সদা মোদের নিবাস,
জ্বলিলে জ্ঞানের দীপ সকল প্রকাশ।

২

আন্ড়্রিক জ্ঞানে হয় সাধন ভজন,
জ্ঞানেই সামীপ্য লাভ স্মরণ মনন।

৩

সমুদয় কর্ম্মের আগে জ্ঞান মহোজ্যোতিঃ
জ্ঞানের অগ্রেতে কৃপা ঈশ্বরীয় দ্যুতি।

৪

বেশী কিছু জানা আর আবশ্যক নাই।
ঈশ্বরে তোমাতে মাত্র যোগ থাকা চাই।

৫

প্রিয় হইতে প্রিয় আত্মা সকলেই জানে,
অতএব মজ সবে শুদ্ধ আত্মজ্ঞানে।

৬

জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতা ধ্যান ধ্যায় ধ্যাতা,
একত্বে হইবে লয় লইলে আত্মজ্ঞান।
নাহি পাপ পূণ্য নাহি স্থুল শূন্য
আমিত্ব অজ্ঞানে মাত্র এ সমস্ড় ভান॥

৭

যে জ্ঞান নাহি হয় কার্য্যে পরিণত,
সেই জ্ঞান সেই জ্ঞানী নিশ্চয়ই সে মৃত।
"জ্ঞানং চাপা দ্বিতীয় স্বরস মুখ খনানন্ড় চিন্মাএরূপ
ব্রহ্মাত্বৈকত্ববোধঃ স ভবতি সুমতে তত্ত্বমস্যাদি বাক্যাৎ।"

---

we¨v

১

বিদ্যা মধ্যে আছে বিদ্যা এমন গোপন,
বিদ্যানে করিতে নারে তত্ত্ব নিরূপণ;
যবনিকা বাহিরেতে নানা তাড়ম্বর
ভিতরে নিস্ড়দ্ধ বিদ্যা, প্রশান্ড় অন্ড়র।

২

বিদ্যার উদ্দেশ্য কি না জানে যে জন,
অযথা করেছে সে বিদ্যা উপার্জন।

৩

যত কিছু আলোচনা কর রাত্রি দিবা;
শ্রেষ্ঠ আলোচনা তার জগতের সেবা;
আত্ম পরিচয়ে দৃষ্টি, দৃষ্টি বলি তারে,
ধ্যানহীন, মনশূন্য, মৃত সে অন্ড়রে।

৪

চতুর্ব্বিধ বিদ্যা মাত্র সাধ্য সাধনাতে,
উপার্জ্জন কর শিষ্য শিক্ষক হইতে;
প্রথমেতে সেবা বিদ্যা, তার পরে দাসত্ব,
তৎপরে অর্চ্চনা বিদ্যা, তার পরে তত্ত্ব,
এই বিদ্যা – যদি বিদ্যা শিখিবারে পার,
কোলে নিবে সিদ্ধি বিদ্যা বাড়াইয়ে কর।

৫

ব্রহ্মজ্ঞানে হয়ে থাকে সর্ব্ববিদ্যা স্থির,
ব্রহ্মজ্ঞান বিনা বিদ্যা, বিদ্যা নয় সুধীর।

৬

দেহেতেই সর্ব্ব বিদ্যা সকল দেবতা,
সর্ব্ব তীর্থ বিরাজিত আছে মাতা পিতা।

৭

ধ্যানে ও বিজ্ঞানে বিদ্যা শান্ড় সমাহিত চিতে
লাভ কর হৃদয়েতে, বসিয়া অতি নিভৃতি
"বিদ্যাঞ্চা বিদ্রাঞ্চশন্ড় দ্বেদোভয়ং সহ
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতশ-ুতে।
"যাবানার্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ-ুতোদকে,
তাবান্ সর্ব্বেয়ু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ।"
শ্রীগীতা।

---

kv¯¿

১

যে শাস্ত্র শ্রবণে হয় না আত্মার শোধন.
সেই শাস্ত্র পাঠে জ্ঞানী কিবা প্রয়োজন;
পাঠে কি শ্রবণে ফল কিবা তাতে হয়,
না করিলে জ্ঞান সহ আত্ম বিনিময়।

২

যেখানেতে আমি তুমি শাস্ত্রবিধি তথা,
আমি না থাকিলে বিধি পড়ে রবে কোথা।

৩

সাধকের তত্ত্ব কথা বিপরীত হয়,
যেহেতু হয়েছে তার আমিত্বের লয়।

৪

সাধুতে পন্ডিতে হয় সমতা কিমত,
করিয়া বুঝেছে সাধু পড়িয়া পন্ডিত।

৫

সাধারণ লোকে পড়ে কোরাণ পুরাণ,
মহাজন করে শুধু বসে আত্মধ্যান।

৬

ঈশ্বরের স্ড়্ব স্তুতি ঈশ্বর স্মরণ,
হ'তে যারা ভালবাসে শাস্ড় আলাপন।
নিশ্চয় তাহারা অন্ধ, অসার জীবন,
অল্পজ্ঞানী বলে তারে বলে মহাজন।

৭

শাস্ত্রেতে শাসন করে উশৃঙ্খল বৃত্তি,
অনুকূল হয় ক্রমে ভজনে প্রবৃত্তি;
অতএব তত্ত্বশাস্ত্র পাঠ কর কিছু,
আত্মজ্ঞান হৃদে বেঁধে চল পিছু পিছু;
হবে যবে সত্য বোধ অধ্যাত্ম বিজ্ঞান,
শাস্ত্রগ্রন্থে কাজ নাই বসে কর ধ্যান।

৮

শাস্ত্রগ্রন্থ পড়ে পড়ে প্িত হইল ভূত,
এক অক্ষর জানিতে পেয়ে সাধক মজবুত।

৯

শুক্তি ধরিতে থাক মুক্তা পেতে পার,
আগে মুক্তা কোথা পাবে অজ্ঞানান্ধ নর।

১০

সারা রাত্রি শাস্ত্র কথা করে আলাপন,
প্রভাতে প্রসঙ্গ করে প্িত দু'জন।
বড় সুখে গেল রাত্রি শুন মহাশয়,
তত্ত্ব প্রসঙ্গেতে হল আনন্দ হৃদয়।
প্রেমিক হাসিতেছিল দাঁড়াইয়া কোণে,
সন্দেহ হইল দুই প্িতের প্রাণে।
জিজ্ঞাসিল – কেন তুমি হাসিলে এখন,
বলিলেন– তোমাদের শুনিয়া বচন।
তত্ত্ব কথা বিসম্বাদ রাতি কাটাইয়া,
হৃদয়ে করিলে দ্বন্দ্ব জয়াকাঙ্খা নিয়া,
সুন্দর প্রাঞ্জল ভাষা সুমৃদু মধুর,
প্রকাশিলে দুইজনে যে যত চতুর।

তত্ত্ব কথা এই কথা বলে পুনর্ব্বার,
আনন্দ হয়েছে দোহে হৃদয়ে বিকার।
তত্ত্ব কথা হ'ত ইহা আত্মকথা হলে,
আত্মকথা হয় মাত্র নির্জ্জনে আড়ালে।
ভক্ত আর ভগবানে আলাপন করে,
মত্ত হয়ে আত্মতত্ত্বে, তত্ত্ব বলি তারে।
নতুবা অযথা তত্ত্বশাস্ত্র আলোচনা,
নিরোধে হৃদয় বৃত্তি সকল কামনা।
ফুটে সেই মহাতত্ত্ব নীরব গম্ভীর,
আপনা আপনি তুষ্ট থাকয়ে সুধীর।

১১

মন্দিরের কাছে এলে পথের কি মূল্য,
সাধকের শাস্ত্রগ্রন্থ সেই মত তুল্য।

---

cÖK…Z Rv‡b

প্রমাণ প্রয়োগে চায় ঈশ্বরে জানিতে;
তার মত মূর্খ নাই অনন্ড় জগতে;
ঈশ্বরে ঈশ্বর দ্বারা জানে যদি কেহ,
সেইত প্রকৃত জানে, জানে নিঃসন্দেহ।

---

webq

১

সাধকের যে সময়ে না থাকে বিনয়।
সকল কল্যাণ তার হয়ে যায় লয় ॥

২

বিনয়ীর হ'য়ে থাকে যে সব লক্ষণ,
মন দিয়া শুন তাহা বলে মহাজন।–
যে যাহা বলিবে ভাবিয়া নীরবে,
তা' হতে করিবে সত্যকে গ্রহণ।

নীচ ব্যক্তি সনে শুদ্ধ শান্ড় মনে,
বিনীত ভাবেতে কর আচরণ।
যিনি শ্রেষ্ঠ হবে সম্মান করিবে,
অপদস্থ হ'লে ধৈর্য্যকে ধারণ।
যা কিছু পাইবে কৃতজ্ঞ হইবে,
ক্রোধকে সংযত রাখ সর্ব্বক্ষণ।
ঐশ্বর্য্যগর্ব্বিত যিনি অহঙ্কৃত,
উপেক্ষার চক্ষে করিবে দর্শন।
যখন যে ভাব, থাক সেই ভাবে,
সর্ব্বদা করিবে ঈশ্বর স্মরণ।

৩
বহু বিদ্যালাভ হ'তে প্রধান বিনয়,
বিনয় প্রত্যাশা থাক সকল সময়।

৪
দীনতা নিস্পৃহ আর ধ্যান ও বিনয়,
হৃদয়ের কল্যাণ এই মহাজনে কয়।

Avmw³ I Abvmw³

১
মদমত্ত হাতী যেমন অঙ্কুশ মানে না,
আসক্ত তেমনি ধর্ম্মের কথাটি শুনে না।

২
যদি তুমি হয়ে থাক মানুষে আসক্ত,
হইতে নারিবে কভু ঈশ্বরের ভক্ত।

৩
নিবৃত্ত না হইলে মানবীয় ভাব,
হয়না কখনও তার শুদ্ধ প্রেম লাভ।

৪
মাতালের ভাব যেন গোর নিশা খেয়ে,
আসক্ত তেমনি ধারা এ সংসার পেয়ে।

৫
ঈশ্বর ছাড়িয়া মজে মানবীয় প্রেমে
অন্ড়র আচ্ছন্ন তার হয় ক্রমে ক্রমে;
হতে হতে হয় যদি লোভ পরবশ,
অন্ড়রে না থাকে তার ঈশ্বরীয় রস।

৬
আসক্তির পিতা বটে হয় অবিশ্বাস,
সীমানা নাহিক তার পুত্র হয় নিরাশ।

Abvmw³

১
ঈশ্বরকে অন্ড়রে রাখ হস্ড়েতে সংসার
নির্লিপ্ত হৃদয়ে থাক কি ভয় তোমার।

২
এক বিন্দু অনাসক্তি যদি হয় অন্ড়রে,
সহস্র বৎসরের তপ পড়ে থাকে দূরে।

৩
অষ্টাদশ সহস্র ভুবন দিলে উপহার,
তাতে যদি হয় কিছু চিত্তের বিকার;
উচিত না হয় তার ঈশ্বর প্রসঙ্গ;
শোধিতে অন্ড়র আরো কর সাধুসঙ্গ।

৪
অনাসক্তি, নির্জ্জনতা, সত্যতে সংযুক্ত
হয়েছে যাহার মন, তিনি নিত্য মুক্ত।

ˆah©¨ I mwnòzZv

১
সহিষ্ণুতা দুই মত হয় এ জগতে,
কর্ত্তব্য পালন এবং দুঃখ ও বিপদে ।

২
ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লেশ, গ-ানি, যন্ত্রণা সতত
যে জন সহিতে পারে, সে হয় মহৎ।
ঈর্ষাকে করিলে ত্যাগ প্রেম লাভ হবে,
ধৈর্য্যকে ধারণ কর, শুভ ফল দিবে।

৪
বিপদে ধৈর্য্যধারণ এ নহে আশ্চর্য্য,
সন্ড়্রষ রাখিতে পারে, তবে সে মাধুর্য্য।

৫
প্রেমিকের হয় ইহা প্রধান লক্ষণ।
সহস্র বিপদে করে ধৈর্য্যকে ধারণ।

৬
দুঃখে পড়ি আর্ত্তনাথ করে যদি কেহ,
ঈশ্বরের সঙ্গে যুদ্ধ করে নিঃসন্দেহ।

৭
অসহ্য দুঃখেও যদি না দেয় ঈশ্বরের দোষ।
প্রকৃত বিশ্বাসী সেই, ঈশ্বর তারে সন্ড়্রষ।

৮
ধৈর্য্য অবলম্বনের হয় যে সব লক্ষণ,
শুন মন দিয়া তাহা বলে মহাজন।
নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি যাহা আবদ্ধ রাখিবে তাহা,
সুদৃঢ় আয়ত্ত করে অধীত বিষয়।

অন্বেষণে ধৈর্য্য ধরে ব্যস্ড়তা নাহি অন্ড়রে;
সাত্ত্বিকের অনুগত সতত হৃদয়।
কর্ত্তব্যে সম্পূর্ণ চেষ্টা আচারেতে সত্যনিষ্ঠা।
সাধনায় অতি দৃঢ় লক্ষ্যমূলে স্থির।
অশুদ্ধতা সংশোধনে সর্ব্বদা বিচার মনে,
বিপদে উপেক্ষা করে ধীর মহাবীর।

GKwbôZv

১
এক স্ত্রী বলিয়াছিল স্বামী সম্বোধনে,–
সহিব সকল দুঃখ কিন্তু এক বিনে;
করো না আমাকে ছাড়ি, অন্যকে ঈক্ষণ।
সাধকের ইষ্ট প্রতি এমন লক্ষণ।

২
বজ্র ও কড়কা পড়ে করে মার মার,
তবুও চাতক চিত প্রিয়কে তাহার
ছাড়িয়া করে না কভু অন্য কিছু আশা,
যথার্থ প্রেমিক, যার হেন ভালবাসা।

৩
বৎসরান্ড়ে এক ঋষি কুটীর হইতে
বাহির হইয়া দৃষ্টি করিত চৌভিতে;
সেই দৃষ্টি মাঝে যেই পড়িত তখন,
যতেক অসাধ্য ব্যাধি হইত মোচন;
তা' জেনে অনেক রোগী, সেখানে যাইয়া,
মহর্ষি-কুটীর দ্বারে থাকিত পড়িয়া।
অনুরাগী যুবা এক ভ্রমিতে ভ্রমিতে,
উপনীত হল সেই কুটীর দ্বারেতে;
দেখিল অনেক লোক র্ণ্গ্নভগ্ন মন,
মাটীতে পড়িয়া তারা করিছে রোদন;

জিজ্ঞাসিয়া সেই যুবা জানিল কারণ,
মহর্ষির কৃপাদৃষ্টি তবে উচাটন;
বাহির হইবে কবে ভাবিয়া ভাবিয়া,
অগনিত লোক তথা রয়েছে বসিয়া;
যুবক শুনিয়া তাহা আনন্দিত মনে,
অপেক্ষায় বসিলেন সাধু দরশনে;
যেই মাত্র বসিয়াছে যুবক সুধীর,
এমন সময়ে সাধু হইল বাহির,
বাহির হইয়া দৃষ্টি করিল যখন,
অনায়াসে রোগ মুক্ত হইল সর্ব্বজন;
অমনি ফিরিয়া পুনঃ যাইতে কুটীরে,
মহর্ষি পায়ে যুবা শক্ত করে ধরে,
বিনয়ে কাতরে বলে শুন তপোধন,
আমার এ ভবরোগ কর হে মোচন;
শুনিয়া মহর্ষি বলে অতি তাড়াতাড়ি,
ছেড়ে দাও, দেখে প্রভু, তাহারে যে ছাড়ি
ধরেছ আমারে তুমি দ্বিচারিণী প্রায়,
এক নিষ্ঠা বিনা ভবে কে তাঁহারে পায়।
স্বাতী নক্ষত্রের জল শুক্তি যদি পায়,
গভীর সাগর বক্ষে লুকাইয়া যায়,
যত দিন মুক্তা নাহি হইবে অন্দ্ড়রে,
সাধক তাহাতে নেও নীতি শিক্ষা করে।

---

wbf©i

তুমি যা দিবে তাই আমার ভাল, সাদরে করিব গ্রহণ,
সুখে দুঃখে সমভাবে করিব তাই নাম সাধন।
যে দিন দয়া করে প্রকাশ,
দিবে তুমি উপবাস,
সে দিন জানব আমি স্বাস্থ্যের জন্য উপবাসই প্রয়োজন।
যে দিন প্রচুর অন্নব্যঞ্জন,
করবে আমায় পরিবেশন;
সে দিন আনন্দে তাই ভোজন করে, করিব নাম কীর্ত্তন।

যে দিন হ'য়ে প্রসন্ন
দিবে আমায় শাক অন্ন
সে দিন তাই খেয়ে, আনন্দ মনে করব্ ওই চরণ সেবন।

১

যখন যা মিলে তাতে তুষ্ট রাখ মন;
নির্ভরের ভাব এই, বলে মহাজন।

২

আমি তুমি দুই কথা সংসারের সার,
"আ তু" ছাড়িয়া দাও হীন পশ্বাচার;
বিড়ালছানার মত, ডাক মি মি করে,
যখন যেখানে রাখে, সেখানেই পড়ে।

৩

জীবিকার জন্য কভু না কর যতন,
যে জ্ঞান পেয়েছ প্রাণে' করহ পালন।
বিচলিত হইওনা তীব্র যাতনায়,
কিছুই অভাব তার রহে না ধরায়

৪

অনন্ড় ঐশ্বর্য্য পেলে হলে হর্ষিত হইও না,
উপেক্ষি অনন্ড় দুঃখ করহ সাধনা।

৫

কারো কাছে কিছু মাত্র না করে প্রার্থনা
চেষ্টা ত্যাগ করিলে হয়, নির্ভয় স্থাপন;
হক্ বা না হক্ তাতে নাহি কিছু ভয়,
অন্দ্ড়রে সতত জপে অভয় অভয়।

৬

অতিথির ন্যায় তুমি নির্ভর করিয়া
সংসারে পড়িয়া থাক ঈশ্বর স্মরিয়া।

৭

হৃদয়েতে চিন্ড়া কর নয়নে রোদন
একান্ড় নির্ভর কর অভয় চরণ।

৮

অনায়াসে সহজেতে যা পাও যখন,
তাতেই সন্তুষ্ট থাক বলে মহাজন।

৯

উপায় কৌশল ছাড়ি সহস্র বিপদে,
জীবন ঢালিয়া দিয়া ঈশ্বরের পদে;
নিশ্চিন্ড়ে বসিয়া থাক হইয়ে নির্ভয়,
নির্ভর বলিয়া তাহা মহাজনে কয়।

১০

অন্যকার পরে যদি করহ নির্ভর,
কখনও লবেনা ভার পরম ঈশ্বর;
যখন হইবে তব আর কেহ নাই,
নিশ্চয় ঈশ্বর আছেন, জেনে রেখো ভাই।

১১

নির্ভরের ভাবে হবে যে সব লক্ষণ।
মন দিয়া শুন তাহা বলে মহাজন।
প্রভুকে প্রতিভূ জেনে   সতত সন্তুষ্ট মনে
যা কিছু যখন আসে তাতেই তখন।
ভবিতব্য করি মনে   দাসত্বে পদস্থাপনে,
আমিত্ত্ব বর্জ্জনে রবে আনন্দিত মন।
আত্মশক্তি পরিহারে   সত্যকে গ্রহণ করে
মানুষের উপরে আশা কভু না রাখিবে।
সংসারের বিনিময়ে   বৈরাগ্য রেখে হৃদয়ে,
সতত আনন্দময়ে অন্ড়রে ভাবিবে।

১২

কাহারো কাছে কিছু করোনা প্রত্যাশা
অনন্ড় জগত তোমার করিবেক আশা।

১৩

কল্যকার জন্য তুমি ভাবিও না অদ্য
প্রভাতে প্রভাত ভাব ফল পাবে সদ্যঃ।

১৪

ইচ্ছামতে করে যিনি জগত পালন,
তাহ'তে জীবিকা আসে, বলে মহাজন।

---

wbwÏ©ó

১

নির্দ্দিষ্ট হয়েছে যাহা বিধির বিধানে।
তাহাই ভুগিতে হবে আনন্দিত মনে।
তার বিপরীত যদি যত্ন কর যেতে।
প্রার্থনায় ফিরাতে চাহ, সাধ্য কি ফিরাতে।
সুখ দুঃখ ভাল মন্দ, যা আসে যখন।
জানিয়া বিধির লিপি সুখে থাক মন।

২

আপন ইচ্ছায় কিছু করিতে নারিবে,
ঈশ্বরের ইচ্ছা হ'লে আপনি হইবে।

৩

চেষ্টা যত্ন কিছু নয়, ঈশ্বর প্রসাদে
সকলি হইয়া থাকে জীবনের পথে;
চলিতে চলিতে কেহ, পায় রত্ন ধন
নির্দিষ্ট যাহার জন্য রয়েছে যেমন।

৪
ইহা কর উহা কর, আমিত্ব বিকার
আমিত্ব ছাড়িয়া দিলে যা ইচ্ছা তোমার।

৫
তোমার নিমিত্ত যাহা আছে নির্দ্ধারিত,
আপনা আপনি তাহা হবে উপনীত।

৬
যখন যা ঘটে তাহা ঈশ্বর ইচ্ছাতে,
জানিয়া আনন্দ রাখ আপন মনেতে।

৭
নিশ্চয় তোমার যাহা, হইবে তোমার,
অন্য বেশী নাহি পা'রে, চেষ্টা কেন আর
৮
যখনে যা হইতেছে সকলি নির্দিষ্ট,
জানিয়া মনেতে কভু করিওনা কষ্ট।
যাতে তব হিত হয়; যা আছে বিহিত,
তাহাই উপস্থিত হবে, যাহা নির্দ্ধারিত।

১০
মনুষ্য নির্জীব কিন্তু কার্য্য নির্দ্ধারিত,
আমিত্ব-অজ্ঞানে আছে দ্বার আবরিত;
নির্দ্দিষ্টই ভাবে, কিন্তু নাহি ভাবে কর্ম্ম,
নিশ্চয় হবে না তার লাভ কভু ধর্ম্ম।

১১
অজ্ঞানী সতত বলে, যা করে অদৃষ্ট;
কর্তা নাই, কোথা হ'তে হয় ইষ্টানিষ্ট
অদৃষ্ট ন দৃষ্ট, যাহা দেখা নাহি যায়,
নির্দিষ্ট প্রভুর ইচ্ছা সাধুজনে গায়।

কর্মকেই ভাবে কর্তা বলে কেহ কেহ,
অবিশ্বাসে নাহি যায় মনের সন্দেহ।
বিশ্বাসী প্রত্যক্ষ নেত্রে দেখিতেছে তাই;
যন্ত্র যেন ঘুরে জীব ঘুরাইতেছে সাঁই।

"অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে।"

KË…©Ë¡

কার্য্য কর বা না কর, ঠিক জেনো ভাই,
কর্ম্মেতে কর্তৃত্ব তোমার কিছু মাত্র নাই।

---

wbK…ó AvPvi

নিকৃষ্ট আচার ভবে এই দুই কথা,
কার্য্যেতে কর্তৃত্বজ্ঞান মূর্খের বন্ধুতা।

Abw¯—Z¡

আপনাকে যত দিন করিবে স্বীকার,
তত দিন জ্ঞান লাভ হয় নাই তোমার।
যে দিন আপনাহারা হইবে যখন,
তখনি জানিবে ঠিক সত্যের বোধন।

---

cÖ_g Ávb

প্রথমে কর্তৃত্ব জ্ঞানে আরম্ভ সাধনা,
যতই উন্নতি হবে ভুলিবে আপনা।
অধীনতায় স্বাধীনতা বুঝিবে যখন,
সত্যলাভ হইয়াছে জানিও তখন।

Ck¦i I gvbyl

১
ঈশ্বরের কাছে নাই মানবীয় ভাব,
মানুষের কাছে নাই ঈশ্বর স্বভাব।

২
ঈশ্বরত্ব প্রকাশেতে জীবত্বের লয়।
জীবত্ব থাকিতে নাহি ঈশ্বরত্ব হয়।

---

we‡ivax

ধর্ম্মের বিরোধী হয় অধর্ম্ম অজ্ঞান,
একত্ত্বের বিরোধী হয় অংশিত্ব প্রমাণ
বিশ্বাসের বিরোধী হয় সন্দেহ নিশ্চয়,
সাধকের সাবধান তাতে হ'তে হয়।

---

we‡”Q`

১
"কবির হাসি খেলনে পিয়া মিলে,
যিন্ যিন্ পায়া তিন্ তিন্ রোয়
হাসি খেল যো পিয়ামিলে,
তো কোন দোহাগিনী হোয়।"
হাসিয়া খেলিয়া প্রিয় পাওনা নাহি যায়,
পাইতে কাঁদিতে হবে প্রেমিকে জানায়।

২
বিরহ বিহনে প্রাণ থাকে শূন্য প্রায়,
বিরহ সুলতানা বলি মহাজনে গায়,
যে ঘটে বিরহ কভু না হয় সঞ্চার,
শ্মশানের প্রায় তাহা বিকট আকার।

৩
একদা শ্মশান ঘাটে শব নিয়ে যায়,
পুত্রের বিচ্ছেদ বলি কাঁদে তার মায়;
ফকির ফুকারি কহে মরি কিবা খেদ,
হায়! হায়! ফুরাল না ঈশ্বর বিচ্ছেদ।

৪
আকুল প্রিয়াসে প্রাণ থাকিলে মগন,
না চায় প্রেমিক কভু অনন্ড় মিলন।
কি হলো অন্ড়রে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহার কথা।
সদাই ধ্যানে চাহে মেঘ পানে;
না চলে নয়ন তারা
বিরতি আহারে বাসনা সম্বরে;
যেমন যোগিনীপারা

৬
সদাই রোদন বিরস বদন
না বুঝি কেমন ধারা
মুরছি পড়িয়া কাঁদয়ে ধরিয়া
হয়েছে বাউল পারা ॥
কাঁপি কাঁপি উঠে কহিলে না টুটে,
হৃদয়ে বিষমজ্বালা
জ্বলিয়া পুড়িয়া হল ভস্ম ছাই,
ভিতর হইল কালা ॥

৭
বাতাসে করিছে খেলা
হতাশে গাইছে গান,
আখিভরা চাহনিতে
টানিয়া ধরিছে প্রাণ।

নয়নে রেখেছি রূপ,
হৃদয়ে রেখেছি ভাব,
গোপনে গেঁথেছি মালা,
বিচ্ছেদ করেছি লাভ।
মিলন চাহি না প্রাণে,
তা হলে ফুরায়ে যাবে;
কি লয়ে খেলিব খেলা,
কি আশে থাকিব ভবে।
যুগান্ড়় চলিয়া যাক,
আকুল পিয়াসা প্রাণে;
সতত জাগিয়া থাক,
নিত্যই নূতন গানে।

---

kªxivM

এ ধ্বনি এ ধ্বনি বচন শুন।
নিদান দেখিয়া আইনু পুনঃ ॥
না বাঁধে চিকুর না পরে চীর।
না খায় আহার না পীয়ে নীর ॥
দেখিতে দেখিতে বাড়ল ব্যাধি।
যত তত করি ন হিয়ে সুধি ॥
সোনার বরণ হইল শ্যাম।
সোঙরি সোঙরি তোহারি নাম ॥
না চিনে মানুষ নিমিখ নাই।
কাঠের পুতুলী রহিছে চাই ॥
তুলাখানি দিলে নাসিকা মাঝে।
তবে সে বুঝিনু সুয়াস আছে ॥
আছয়ে শ্বাস না রহে জীব।
বিলম্ব না কর আমার দিব্ ॥
চন্ডীদাস কহে বিরহ ব্যথা।
কেবল মরমে ঔষধ রাধা ॥

১
হিয়া দগ্ দগি
পরাণ পোড়নি
কি দিলে হইবে ভাল।

†cÖg I †cÖwgK

সম্যক্ষ সৃণিত স্বান্ড়্র, মমত্বাতিশয় শঙ্কিত
ভাব স এর সান্দ্রাত্মা, বুধৈ প্রমাণি গদ্যতে।"

১
প্রেম যদি না থাকে মনে,
তার কি হবে সাধন ভজনে।
হাজার থাকুক জ্ঞান গরিমা,
কর্ক সীমা অধ্যয়নে।
বারিযুক্ত না হলে কি
শক্ত হয় শক্ত ভক্ষণে।
প্রেমে যদি পাষাণ পূজে,
প্রেমে যদি শ্মশান ভজে,
যার প্রেম সে নিবে বুঝে, সে কি পাষান শ্মশান গণে

২
প্রসন্নতা স্রোতে যেয়ে ভেসে ধীরে ধীরে,
নির্ম্মলতা সাগরেতে ডুব দিয়া পরে।
প্রেমরূপ রত্নধন করহে উদ্ধার,
পাবে না সে ধন, যার আছে অহঙ্কার।

৩
অদ্বিতীয় এক বলে জানে জন,
সম্পূর্ণ বিশ্বাস তাতে কররে স্থাপন।
নাহি রাখে আপনার কিছু অহঙ্কার,
সত্য সত্য প্রেমলাভ হইবে তাহার।

৪

সহস্র বৎসরের তপ বালুকার কণা,
এক বিন্দু প্রেম সহ না হয় তুলনা।

৫

মৃত্যুকেও তুচ্ছ জ্ঞান করে যেই জন,
যথার্থ প্রেমিক সেই বলে মহাজন।

৬

ঈশ্বরের প্রেম যিনি যত বেশী চায়,
অপমান ক্লেশ দুঃখ তত বেশী পায়।

৭

অতিশয় মমতাতে ভগবদাকর্ষণ,
তাহাকেই প্রেম বলি কয় মহাজন।

৮

সম্পূর্ণ আত্মোৎসর্গ প্রেমের লক্ষণ,
ফুকারিয়া বলে ইহা সাধু মহাজন।

৯

প্রেম কেন হইয়াছে বিপদসঙ্কুল,
মূর্খ লোকে নারে যেন পারিতে সে ফুল

১০

প্রেমিকের হ'য়ে থাকে যে সব লক্ষণ,
মহাজন বলে তাহা শুন দিয়া মন।
সংসারেতে নাহি আশ সতত নিভৃতে বাস,
সাধনায় সুখবোধ, সদা অনুগত;
নাহি চায় নিজ স্বার্থ গুণগানে সদা মত্ত
বিগলিত চিত হয়, বিনয়ী, ভক্ত।

১১

"পিরীতি পিরীতি কি রীতি মুরতি,
হৃদয়ে লাগল সে।
পরাণ ছাড়িলে পিরীতি না ছাড়ে,
পিরীতি গড়ল কে?

১২

"সুখি কহে সার এ কিবা আকার,
স্বরূপ কহিবে কে?
অনুরাগ ছুরী বসে মনোপরি,
জাতির বাহির সে;
মন তার বাহন রক্ষক মদন,
ভাবগণ তার সঙ্গে;
সুজনের সঙ্গে হইলে পিরীতি
বাড়য়ে কৌতুক রঙ্গে;

১৩

"কাহারে কহিব মনের মরম
কেবা যাবে পরতীত।
হিয়ার মাঝারে মরম বেদনা
সদাই চমকে চিত।
গুরুজন আগে দাঁড়াইতে নারি,
সদা ছল ছল আঁখি।
পুলকে আকুল দিক নেহারিতে,
সব শ্যামময় দেখি

১৪

পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর,
এ তিন ভুবন সার।
এই মোর মেন হয় রাতি দিনে,
ইহা বই নাহি আর।
বিধি এক চিতে ভাবিতে ভাবিতে
নিরমাণ কৈল "পি"

রসের সাগর মন্থন করিয়া,
তাতে উপজিল “রী”
পুনঃ যে মথিয়া অমিয়া হইল,
তাতে ভিয়াইর “তি।”
সকল সুখের এ তিন আখর,
তুলনা দিব যে কি।
যাহার মরমে পশিল যতনে
এ তিন আখর সার।
ধরম করম সরম ভরম
কিবা জাতি কূল তার ।

১৫

পিরীতি উপরে পিরীত বৈসয়ে,
তাহার উপরে ভাব।
ভাবের উপরে ভাবের বসতি,
তাহার উপরে লাভ।
প্রেমের মাঝারে পুলকের স্থান,
পুলক উপরে ধারা।
ধারার উপরে ধারার বসতি,
এ সুখ বুঝয়ে কারা।”

১৬

প্রেম প্রেম প্রেম, প্রেমের কথা বলে কি আর হয়,
জ্বাললে হয় রে প্রেমের আগুন অমাবস্যায় চন্দ্রোদয়।
প্রেমের মজাটী পৃথক
তাতে দুই মিলে হয় এক;
তথায় দ্বিধা দাঁড়ায় সিধা হ’য়ে;
পেলে প্রেমের পরিচয়।

১৭

প্রেমের পূর্ণতা হয় না, না হলে দর্শন,
প্রেম বিনা বৃথা এই জীবনধারণ।

Uvb&

১

সংসারে বিষয়ে আছে যতটকু টান ॥
স্ত্রী, পুত্র পরিজনে সেরূপ ধ্যায়ান।
সতীর পতির পদে,
কুলটা উপপতিতে,
গাভীর বৎসের প্রতি যেই করে প্রাণ।
মিলায়ে সকল টান্ অনন্য অন্ড়রে ॥
ভাবে যেই ভগবান হৃদয মাঝারে।
আপনি অধরচাঁদ হাসিয়া আসিয়া।
সাধাসাধি করে তারে ভক্তি মুক্তি দিয়া ॥

২

যার হয়েছে টান।
সে পেয়েছে প্রাণ।

৩

টানে টানে প্রাণে প্রাণে এক মিল।
মিলে মিশে দু’জনাতে এক ইচ্ছা, এক মিল এক দিল।

AbyivM I iwZ

১

অনুরাগে হ’য়ে থাকে যে সব লক্ষণ,
মন দিয়া শুন তাহা বলে মহাজন।
সুখের সময়ে মৃত্যুকে হৃদয়ে
ধারণা করিয়া জাগরিত রবে।
ঈশ্বর প্রসঙ্গে পিরীতি তরঙ্গে,
নয়নেতে অশ্রু আপনি বহিবে।

২

বৈরাগ্য হ'লে হয় শুদ্ধ অনুরাগ
অনুরাগ হ'তে হয় সর্ব্ববিধ ত্যাগ।

৩

অনুরাগ যেন বাঘ, প্রবৃত্তি জানোয়ার,
খপ্ খপ্ ধরে এনে করয়ে সংহার।

৪

শুদ্ধ রাগ উপজিলে হয় ভক্তি ভাব,
ভক্তিতেই হ'য়ে থাকে ভগবান লাভ।

৫

শুদ্ধ সত্ব রতি হয় শুদ্ধ হয় মন,
তবে হয় শুদ্ধ বলে মহাজন।

৬

রাগ হ'তে হয় নিষ্ঠা, নামে হয় রুচি,
অন্তর বাহির সব হ'য়ে যায় শুচি।

৭

অবিকার রাগ রতি নাহিক বিকার,
অখণ্ড অকাম বৃত্তি সর্ব্ব সারাৎসার।

৮

আত্মারাম সঙ্গে আত্মা রতির বিলাস,
তাহা হ'তে পরমাত্মা আনন্দ প্রকাশ।

৯

গুঞ্জাফলে রতি হয় সে ফল লতাতে,
লাল কালা দুই মুখে নিজ স্বভাবেতে;
রতিকে ধরিয়া আগে পরে পরে মন,

এই ভাবে মহাজনে করয়ে ওজন;
প্রীতিলতা হ'তে রাগ রতির জনম,
হাসি কান্না ভাব মুখে এইত ধরম;
রতিতে টানিয়া আনে ষোল আনা মন,
এ রতি সে রতি নহে বড়ই বিষম।
অকৈতব রতি হয় কৈতবেতে দূর,
প্রেমরতি সাধিবারে পারে মহাশূর।
জীবরতি হতে হয় আত্মার বিলাস,
আত্মারাম রতিক্রমে করে অভিলাষ
ষোল কলা পূর্ণ রতি শ্বেত বর্ণ হয়,
সাধিয়া সাধক তাঁরে শিবত্ব লভয়।

১০

রাগ রতি আত্মারামে করিলে বিহার,
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ পুত্র হয় তাঁর।

১১

পরংব্রহ্ম বিরাজিত অখণ্ড মণ্ডলাকারে,
যোগমায়া আশ্রয়েতে, স্থূল ভুতে খেলা করে।
বাজাইয়া ভাব বংশী, টানে করে আকর্ষণ।
প্রাণতত্ত্ব রাধাবীজ তাতে হয় উদ্বোধন।
রাধিকা আহ্লাদিনী শক্তি, পরমানন্দ বিলাস,
তাতে হয় নিত্যানন্দ, পরমাত্মা স্বপ্রকাশ।
অচৈতন্য চৈতন্যেতে চৈতন্য করে উদয়,
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ পরমাত্মা ব্রহ্মময়।

১২

প্রেমের সাগরে প্রভু নিত্য বস্তু হয়
আছয়ে অমৃত কুণ্ড তাহার আশ্রয়।
প্রেম সরোবর হয় অমৃতের কুণ্ড,
যাহা লভিবারে জীব প্রতি দণ্ড।

১৩
অনন্ড় ব্যাপিয়া যার শুদ্ধ পরিব্যাপ্তি,
রাগ ধর্ম্ম না হইলে কভু নহে প্রাপ্তি।

১৪
ভাবের সাগরে র ূপের জনম,
ভাব রূপ এক আত্মা জানহ ধরম।

১৫
রাগ রতি রস প্রেম তত্ত্ব নিরূপণ
বিনা গুর ু উপদেশে হবে না কখন।
প্রভো! অনুরাগে তুমি কেনা,
বিনে অনুরাগে করে যজ্ঞ যাগ,
তোমারে কি যায় চেনা।

---

fve

"শুদ্ধ সত্ব বিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাং শুসাদ্যভাক্
র ুচিভিঃ চিত্তমাসৃণ্য কৃদসৌ ভাব উচ্যতে।"

১
ভাবে লাভ ভাবে লাভ জগত ভরিয়া,
চীৎকারে জগতবাসী, শুন মন দিয়া;

২
মানুষে করে না কর্ম্ম, শুধু ভাবে করে খেলা,
ভাবাভাবে লেগে দ্বন্দ্ব, পাগল বানায় মানুষগুলা।

৩
ব্রহ্মা ু ভাবের গোলা,
ভাবাভাবে করে খেলা,
ভাবে সাধন সিদ্ধি অভাবেতে কিছু নয়।

ভাবুকে ভাবের টানে,
যুক্ত হয় মহাপ্রাণে,
ভাবাগ্রাহী জনার্দ্দন, গুর ু ব্রহ্ম ভাবময়।

৪
নামাশ্রয় হ'য়ে, পরে হয় ভাবাশ্রয়;
ভাবাশ্রয়ে রাগ হ'লে শ্রদ্ধা ভক্তি হয়।

৫
সত্ত্বঃ রজঃ তমঃ গুণে অনন্ড় বিকার,
অনন্ড় ভাবের খেলা, নাহি অন্ড় তার।
রজঃগুণে যে যে ভাব, অহঙ্কার বাড়ে;
তমঃগুণে যে যে ভাব, আয়ুপ্রাণ হরে
সত্ত্বঃগুণে যে যে ভাব স্বভাবেতে হয়,
ভাবাবেশে মহাযোগে, জীবযুক্ত হ।

৬
জ্ঞান শূন্য ভাব কভু শুদ্ধ ভাব নয়
এ ভাবেতে লাভ নাহি বিনে অপচয়।

৭
শুদ্ধ সত্ব আত্মাতে যে একান্ড় ভগবদ রুচি,
তাহাকে ভাব বলে, চিত্তবৃত্তি হলে শুচি।

৮
সাত্ত্বিক ভাবেতে হয় যে সব লক্ষণ,
মন দিয়া শুন তাহা, বলে মহাজন।
সন্দেহ যাহাতে হবে তাহা হ'তে দূরে রবে
বিচারিয়া করিবেক সত্যকে গ্রহণ।
দৃঢ় হবে আত্মব্রতে চিন্ড়া না করিবে চিতে,
সর্ব্বদা পবিত্র ভাব করিবে রক্ষণ।
লজ্জা ঘৃণা নিন্দা ভয় তাহাতে আসক্ত নয়,
একান্ড় অন্ড়রে কর বিভুগুন গান।

যদৃচ্ছালাভেতে তুষ্ট অক্রোধী বিনয়ী শিষ্ট,
সর্ব্বদা শান্ড়িতে করে শান্ড়রূপ ধ্যান।

৯
ভাবকে হৃদয় ছাঁচে যে রূপে ঢাল,
সেরূপ দেখিবে প্রাণে হয়েছে উজ্জ্বল।

১০
পূর্ণ পুরাতন প্রভু দয়াময়
ভাবনাতে নিত্য নূতনত্ব হয়।

---

f³ I fw³

সা (ভক্তিঃ) পরাণুরক্তিরীশ্বরে।

১
সর্ব্ব ভাবে ঈশ্বরেতে, যেই অনুরক্তি,
মহাজনে তাহাকেই বলে থাকে ভক্তি।

২
মূখ্য আর গৌণ দুইবিধ ভক্তি হয়,
গৌণ বেদমাতা, মূখ্য বেদাতীত হয়।

৩
অনর্থ নিবৃত্তি হ'লে, ভক্তি নিষ্ঠা হয়।
নিষ্ঠা ভক্তি হ'লে শুদ্ধা ভক্তি উপজয়।

৪
বৈধ ভক্তি শাস্ত্রশাসন মতে যজে
নিষ্ঠা ভক্তি ঈষ্টদেবে আপনিই মজে।

৫
রতিরাগ ভক্তি আর সত্য ও বিশ্বাস,
একত্রে হইলে যোগ, ফুটে চিদাভাস।

৬
হেতু হ'তে ভক্তিবৃত্তি প্রাণে জেগে উঠে,
অহেতুকী ভক্তি যদি কারো ভাগ্যে ঘটে।
জীবন্মুক্ত সেই জন সর্ব্বশাস্ত্রে কয়,
নিস্কাম হৃদয়ে ভক্তি, অহেতুকী হয়।

৭
আগে বিধিমতে কর্ম্ম, পরে কর্ম্মার্পণ,
তার পরে জ্ঞান লাভ বলে মহাজন।
প্রকাশিয়ে জ্ঞান জ্ঞানরবি, নাশিলে আঁধার,
সেই তেজে ভক্তি বীজ, হৃদয়ে ফুটে তার।
জ্ঞান ভক্তি মিলে করে আমিত্ব বিনাশ,
তার পরে ফুটে হৃদে, স্বতঃ স্বপ্রকাশ।

৮
ঈশ্বরের সঙ্গে যিনি সম্বন্ধ করেছে তিনি,
মানবীয় ভাব হতে গিয়াছেন দূরে।
দেবতার সিংহাসনে বসিয়া আনন্দমনে;
কুটুম্ব আলাপ করে প্রিয় সম্মিলনে।
ঈশ্বরের ভক্ত যত গুণ গানে হ'লে রত,
হৃদয়ের স্রোত চলে অনন্ড়প্রবাহে
ভক্তি প্রীতি শিষ্টাচার আনন্দ অন্ড়রে তার
অনন্ড় মাধুরী নিয়া দশ দিকে বহে।

৯
ভক্ত হ'লে হয় তার অমানুষী ভাব
ব্যক্ত হয় চারিদিকে বিভিন্ন প্রভাব।
সাধকের অভিমান তাতে যদি হয়,
হারাবে প্রাণের জ্যোতি নিশ্চয় নিশ্চয়।

---

mnevm

১
ঈশ্বরের সঙ্গে হলে মুহুর্ত্ত মিলন,
জীবনের সর্ব্বভাব হবে শোধন।

২
সহস্র বৎসর যদি সন্ধ্যা পূজা কর,
একপল সহবাস তা হতেও বড়।

---

fq I Avkv

১
যে ব্যক্তি যা হ'তে ভীত তাহা হতে দূরে,
যে হয় ঈশ্বরে ভীত সেত ঈশ্বরে পলায়।

২
পাখীর দুইটি পাখা পাখা যোগে উড়ে,
একটি বিনষ্ট হ'লে উড়িতে না পারে।
ভয় ও আশা দুই সাধকের পাখা,
একটি হইলে শূন্য, হ'বে পড়ে থাকা।
সমান দুইটি পাখা যাহার নড়িবে,
অনায়াসে সেই জন উর্দ্ধে উড়ে যাবে।

৩
ভয় ও আশার মধ্যে বিশ্বাসীর পাপ,
পড়িয়া আপনি পায় কঠোর সন্ড়াপ।

৪
হউক না অনন্ড় ক্ষতি, ভয় করিও না,
আশা করে বসে থাক, নিরাশ হইও না।
আশা ও বিশ্বাস হয় ঈশ্বর সন্ড়ান,
প্রত্যক্ষ জানিয়া তাহা, কর আত্মদান।

৫
আশা কর, আশা কর, আশাই সুসর,
প্রবল আশার টানে পাইবে নিস্ড়ার।
মুহুর্মূহু ভাঙ্গে আশা, সেইত দুর্বল,
সবলের আশা হয় নিত্যই প্রবল।

৬
স্মরণে মননে তার শক্তি নাকি আছে যার।
বিপন্ন কি নিরুপায় নহে সেই জন।
সত্য গুরু নিরঞ্জন স্মরণে নাহি মরণ,
অনন্ড় বিপদমুক্ত বলে মহাজন।
সাধক সাধনা কর, না হও নিরাশ,
একটু আলোকে হয় অনেক প্রকাশ।

৮
হইবে আনন্দ লাভ আশা যদি থাকে,
ঠেকিয়া র'বে না তুমি কোনও বিপাকে।

AvnŸvb

১
অন্ড়রের জিহ্বা দিয়া ব্যাকুল আবেগে
প্রচ্ছন্ন রয়েছে যিনি তোমাতেই জেগে,
তাঁহাকে আহ্বান কর, তাহারই তরে,
দেখিবে অনন্ড় দীপ্তি হৃদয় ভিতরে।

২
রাখালের শব্দ শুনি ছাগ পশু ফিরে,
মূর্খ সে বিবেক বাণী গ্রাহ্য নাহি করে,

৩

আবশ্যক কার্য্যে যেন ভূত্য প্রয়োজনে
পুনঃ পুনঃ ডাকে প্রভু ক্রমোচ্চ আহ্বানে;
সেই মত প্রভু তার ডাকে নিজ দাসে,
ডাক শুনে মন্দিরেতে, আনন্দে প্রবেশে।

৪

জাগ্রত জীবন্ড় আমি দাঁড়ায়ে রয়েছি,
অনন্ড় ভাার যত খুলিয়া রেখেছি;
দাসত্ব লইয়া যদি হও অগ্রসর,
নিশ্চয় তাহাই দিব, যা চায় অন্ড়র।

---

gb

মন ব্রহ্মেত্যুপাসিতঃ।

১

কায়ার মধ্যেতে আছে, নাম তার মন,
তাহারে সাধিলে হয় চৈতন্য চেতন।
সেই মন সকলের হয় সর্ব্বাধার,
দেহ মধ্যে যত কিছু সকলি তাহার।
সেই মন সাধনাতে, বশ হয় যার,
ঈশ্বর আপনি তারে, করে অঙ্গীকার।

২

মনরূপ বাহনেতে চলে যেই জন,
বৈরাগ্য নিবৃত্তি সন্ড়োষ পায় প্রেমধন।
আত্মার মন্দিরে পুনঃ চলিলে ধাইয়া,
আমিত্ব বিনাশে থাকে অমর হইয়া।

৩

দরজাতে দাঁড়াইয়া সদা
পাহারাতে রইও।
মনিতে মনবিহঙ্গ
উড়ে নি যায় চাইও।

৪

আত্মার প্রভাব ব্যক্ত মন মাঝে হয়,
মনের প্রভাবে দেহ হয় প্রভাময়।

KcUZv I mijZv

১

বিবেক বাণীর লিপি করিও না জালে,
পদে পদে হবে তাহে বিষম জঞ্জাল।

২

ছেড়ে দাও কপটতা হইয়ে সরল,
ঈশ্বর হইতে তুমি পাবে মহাবল।

৩

কপটতা চতুরতা ঈশ্বরের দ্বারে,
যাইতে স্বর্গীয় দূত নিবারণ করে।

৪

কপটতা চতুরতা যাহার অন্ড়রে,
যায় না স্বর্গীয় বায়ু তাহার ভিতরে

৫

অযথা সত্যের ধ্বংসে কপটতা করে,
হৃদয় সরল সূত্রে দেয় কত গিড়ে।

খুলিতে না পারে, পরে হয়ে নির‍ুপায়.
করাঘাত করে শিরে করে হায় হায়!

৬
সরলতা জীবনের সত্য ব্যবহার;–
যে জন সরল তার মুক্ত স্বর্গদ্বার।
ন্যায় সরলতার ভূমি পরিপাটী করে,
রোপিলে ধর্ম্মের বীজ শান্ড়ি ফল ধরে।
কপটতা চতুরতা ছাড় অপলাপ,
আপনি আনন্দময় হইবে স্বভাব।

---

†R¨vwZ

"তমের ভান্ড়মনুভাতি সর্ব্বং,
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।

১
জ্যোতির্ম্ময় দয়াময় সাধকের প্রাণে,
আপনি প্রকাশে জ্যোতি নিত্যানন্দ দানে।

২
এক বিন্দু জ্যোতি যদি লাভে কোন নর,
অনন্ড়ব্রহ্মান্ড দেখে বালুকা সোসর।

৩
"অন্ড়র্জ্যোতি বহির্জ্যোতি
প্রত্যক্ষ জ্যোতি পরাৎপর।
জ্যোতি জ্যোতি স্বয়ং জ্যোতি
রাত্মজ্যোতি শিবোস্মহং।"
৪
হিরন্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলং
তুচ্ছভ্রং জ্যোতিযাং জ্যোতি স্ড়দ্‌যদাত্ম বিদোবিদো।"

¸ß mvabv

১
যে পর্যন্ড় গুপ্ত থাকে সাধকের সাধনা,
সেই সে পরম সুখ প্রকাশ্যে লাঞ্ছনা ॥

২
চারা গাছে বেড়া দিয়া রাখায়ে ঢাকিয়া,
নতুবা ছাগল, গর‍ু ফেলয়ে ভাঙ্গিয়া;
বড় হলে হাতী ঘোড়া তাতে বেঁধে রাখে,
তেমনি, সাধনা পুষ্ট, যদি গুপ্ত থাকে।

৩
হাড়ির মুখেতে যদি দেয় ঢাকা দিয়া
শীঘ্র শীঘ্র হয় ভাত ভিতরে ফুটিয়া।
ঢাকা নাহি দিলে শুধু ফট ফট করে,
সিদ্ধ হতে দেরী হয় কাঠ বেশী পুড়ে।
তেমনি প্রথমে যদি সাধনার কালে,
গুপ্ত থাকে, সিদ্ধ হয় সকালে সকালে।
নতুবা হইলে ব্যক্ত ঘটায় যন্ত্রনা,
ভাব নড়ে, লোকে দেয় বিষম লাঞ্ছনা।

---

wmw×

আপনাকে ঈশ্বরেতে দেখিলে পূর্ণতা,
ঈশ্বরকে আপনাতে দেখিলে নির্ব্বাণ
আপনাকে না দেখিয়া দেখিলে ঈশ্বরে,
মহাজন বলে তাহা নিয়ত নিত্যতা।

---

mvaviY I gnvb

সেবার ভাবেতে তাঁরে চায় সাধারণে,
ঈশ্বর স্বরূপে মত্ত হয় মহাজনে।
সামান্য সত্যের প্রকাশ বহিতে না পারে,
তাই সে আপনা হ'তে থাকে তারা দূরে।
অনন্ড় পূর্ণতা চায় মহান অন্ড়র,
মহত্ত্বের সেবা লোকে করে অতঃপর।

¯^vaxbZv

১
দেহ কারাগার বটে, হও দেহ মুক্ত,
স্বাধীনতা লাভ কর হয়ে যোগযুক্ত।

২
স্বাধীনতা চায় যদি কাহারও অন্ড়র,
সে যেন আসক্তিশূন্য থাকে নিরন্ড়র।

৩
ঈশ্চরেচ্ছা সনে যার হয়েছে মিলন;
সে মাত্র পেয়েছে ভাবে স্বাধীন জীবন।

¯^vgxZ¡

দেশের স্বামীত্ব চায় মূর্খ নরগণ,
মনের স্বামীত্ব চায় যত জ্ঞানী জন।
মনের স্বামীত্ব ভবে পেয়েছে যে জন,
অনন্ড়ব্রহ্মা— পদে করয়ে লুণ্ঠন।

Awfgvb

১
ঈশ্বরে মানুষে দোহে করিয়াছে ভেদ
অহঙ্কার; নৈলে দোহে অভেদ অভেদ।

২
অভিমানযুক্ত তপ পাপ মধ্যে গণ্য,
অহঙ্কারশূন্য হলে সেই হয় ধন্য।

৩
আধিপত্য প্রিয় নাকি যার প্রাণ মন,
কখনও হবে না মুক্ত তাহার বন্ধন।

৪
অনন্ড়ব্রহ্মা— যদি করে গুণগান,
তথাপি না সাধকের হবে অভিমান।

৫
সমুদয় কর্ম্মেতে লুপ্ত আত্মাভিমান,
লুপ্ত দোষ দূর কর হয়ে যত্নবান।

৬
অহঙ্কারী নর হ'তে পাপী শ্রেষ্ঠ এ জগতে
যেহেতু পাপীর আছে অন্ড়রেতে ভয়।
অহঙ্কারী গরিমায় বুদ্ধি ভ্রংশ ঘটে তায়,
পাপীর হৃদয়ে জাগে নীচতা বিনয়।

৭
যে সব সৎ কর্ম্ম মনে অহঙ্কারে আনে টেনে,
তা হ'তে সে পাপ ভাল যাহাতে হৃদয়
ভয় ব্যাকুলতা ভরে ঈশ্বর স্মরণ করে
অনুতাপে করে পরে দীনতা আশ্রয়।

৮
আমিত্বে গুর—ত্ব হয় বংশের গৌরবে
অহঙ্কার বিকারে যায় নরক রৌরবে।

`wi`ª I abx

১
দরিদ্রে যাহার ভয়, সুখী হয় মানে,
তোষেনা ঈশ্বর তারে নিজ কৃপা দানে।

২
দরিদ্রের সঙ্গ ছেড়ে ধনী সঙ্গ করে,
হৃদয়ের মৃত্যু তার হইবে অচিরে।

৩
দীনাত্মা যে পথ পাবে একটি হুঙ্কারে,
ধনী পেতে পারে তাহা শতবর্ষ পরে।

৪
আপনাকে অবনত কর যদি কভু,
নিশ্চয় উন্নত তবে করিবেন বিভু।

৫
ধনবান প্রতিবেশী, আর যে পিতগণ,
তা হতে সাধক দূরে, থাকিবেক সর্ব্বক্ষণ।

৬
বিধাতার দানে যিনি সদা তুষ্ট র'ন,
তাহাকেই ধনী বলে কয় মহাজন।

---

wb›`v I cÖksmv

১
ফকির ফুকারি কহে শুন সাধু ভাই,
লোকনিন্দা শুনে মোর কিছু কাজ নাই;
প্রিয় সনে বন্ধুভাব, প্রিয় সনে কথা,
লোকের আলাপে কেন কান দিব বৃথা।

২
ধর্ম্মের জন্যেতে যদি সহে উৎপীড়ন,
স্বর্গ হতে পুষ্প বৃষ্টি করে দেবগণ।

৩
অপরের দোষ চর্চ্চা করে যেই জন,
আত্ম জীবনের ক্ষতি করে অনুক্ষণ।

৪
তোমার নিকটে করে অন্যকে অগ্রাহ্য,
অন্যের নিকটে তোমায় না করে সে গ্রাহ্য।

৫
স্ড়ন্যপায়ী শিশুর কাছে জননী যেমন,
সৌজন্য চাহে না কভু, সহেন পীড়ন,
সেইমত ভাবি আমি লোক সমুদয়,
চাহিনা তাদের কাছে, সৌজন্য বিনয়।

৬
নিন্দা প্রশংসাতে যেই না হয় অধীর,
সেই সে পরম সাধু, শুনহ সুধীর।

৭
নিন্দা প্রশংসাতে দৃষ্টি রাখিবে যে জন,
স্রষ্টাকে বুঝিতে সাধ্য না হয় কখন।
লোকের প্রশংসা যিনি ভালবাসে অতি,
ঈশ্বর করেনা কভু সেই জনে প্রীতি।

৮
অধিক প্রশংসা কারো করোনা কখন,
তা' হতে হইতে পারে, তাহার পতন।

৯

হস্ড়ী চলিয়া যায় ধরে কোন গলি,
পাছে পাছে লোক সব দেয় করতালি,
সে দিকে ফিরিয়া কভু, না চায় কখন,
আপন গন্ড়ব্য পথে করয়ে গমন;
এই মত সাধকের গতি অনুক্ষণ,
এ কথা সে কথা কাণে করেনা শ্রবণ।

---

i“Mœ gb

রুগ্ন মনের হয় চারিটী লক্ষণ,
শুনিয়া করে না তার মর্ম্মাবধারণ,
শিক্ষার নয়নে বস্তু দেখে না কখন,
উপাসনায় নিরানন্দ সঙ্কুচিত মন।

---

i“Mœ g‡bi Jla

রুগ্ন মনের আছে চারটি ঔষধ।
ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ আর আলোচনা সৎ।
অল্পহারে অনাহারে কাতর প্রার্থনা,
সৎসঙ্গ অতিরিক্ত জপেতে সাধনা।

---

cvc I c~Y¨

১

সন্ড়াপের কার্য্য হয় পাপ মধ্যে গণ্য,
কামনাতে বিভু কর্ম্ম তারে বলি পূণ্য।

২

পাপে না করিও মন অধম সে পাপী জন।
তারে মন দূরে পরিহরি
পূণ্য যে সুখের ধাম তার না লইও নাম
পাপ পূণ্য দুই ত্যাগ করি।

প্রেম ভক্তি সুধানিধি তাহে ডুব নিরবধি
আর যত ক্ষারনিধি প্রায়।
নিষ্কাম হৃদয়ে লয়ে, বিশ্বাস ভক্তি বিনয়ে
ঈশ্বরীয় ভাবে মজ বলিহে তোমায়।

৩

যে কোন সৎ কার্য্য করিবে যখন;
ঈশ্বর আর তুমি মাত্র থেক দুই জন।

৪

যে পূণ্যের আরম্ভেতে নির্ভয় হৃদয়,
পশ্চাতে গৌরব বৃদ্ধি তাহা পূণ্য হয়।

৫

যে পাপের আরম্ভেতে প্রাণে ভয় হয়,
ক্ষমার প্রার্থনা শেষে জাগে অতিশয়।
ঈশ্বরের নিকটস্থ করে সেই পাপে,
অনন্ড় মঙ্গলময় মঙ্গল স্বভাবে।
প্রার্থনাতে হয় পাপী সাধু মধ্যে গণ্য,
সেই সে উত্তম, যিনি অহঙ্কার শূন্য।

৬

রোগ ভয়ে ক্ষান্ড় হয় ভোজন করিতে,
পাপ ভয়ে ক্ষান্ড় হয় না কুকর্ম্ম করিতে।

৭

পাপের পরেই যার শান্ড়ি উপনীত;
নিশ্চয় জানিবে সে ঈশ্বরানুগৃহীত।

৮

ক্ষণমাত্র যদি তার জ্যোতি কেহ দেখে,
সর্ব্ব পাপ মুক্ত হয় শাস্ত্রে ইহা লেখে।

৯
যে সময়ে মুক্ত করে দেন ক্ষমাদ্বার,
পাপীর হৃদয়ে ছুটে প্রার্থনা ধিক্কার।

১০
মনেতেই করে পাপ, পাপে লিপ্ত হয় মন,
তদ্ভাবে হইলে যুক্ত, পাপ পুণ্য নাই তখন।

১১
জীবনের পাপ যেই ভুলে যেতে পারে,
ক্রমেই আনন্দ তার আসিবে অন্ড়রে।

১২
পাপ করে প্রতিফলে জ্ঞান বৃদ্ধি হয়,
পাপও মঙ্গল তরে জানিবে নিশ্চয়।

১৩
মন দিয়া শুন তাহা বলে মহাজন,
পাপ নিবৃত্তির হয় যে সব লক্ষণ ॥
পাষ— হইতে দূরে থাকিবে সদা অন্ড়রে,
সাবধানে করিবেক অসত্য বর্জ্জন।
অহঙ্কৃত লোক সনে ক্ষান্ড় হবে আলাপনে
কল্যাণের দিকে সদা করিবে গমন ॥
সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা করি অবৈধতা পরিহরি,
বৈধ ভাবে কর বিভুপ্রেম আলাপন।
হইলে পাপ নিবৃত্ত সুস্থির রাখিবে চিত্ত,
অত্যাচারে প্রতিশোধ না লবে কখন ॥

১৪
পাপের প্রসঙ্গে যদি মনে সুখ হয়,
পাপ হতে বটে তাহা গুর—তর বিষয়।

---

wek¦vmxi cvc
এক দিন জিজ্ঞাসা করিল একজন,
বিশ্বাসী কেন বা হয় পাপেতে মগন।

১৪
ঈশ্বরের দৈববানী হইল তাহাতে,
চিত্ত শুদ্ধি হবে তার ব্যাকুলাবেগেতে।
পিপাসায় জল চায় ভুখে চায় অন্ন।
ধার্মিকের অধর্ম্ম গতি উন্নতির জন্য।
এই কৌশলেতে হয় চরিত্র শোধন
কি বুঝিবে তার মর্ম্ম অজ্ঞ যেই জন।

---

cÖv_©bv
হৃদয় নিভৃতে যাহা লুকায়ে আমার,
বাধা যেতে প্রভু নিকটে তোমার।
কেড়ে লও তাহা তুমি কান্দায়ে আমারে,
পরম আনন্দ জ্যোতি প্রকাশ অন্ড়রে।

---

mva‡Ki `ytL

১
যখন ঈশ্বর যারে করিবেন প্রীতি।
নিকৃষ্ট মানুষ (সমাজ) দিয়া ঘটায় দুর্গতি।

২
দুর্গতি হইতে হয় অহঙ্কার নাশ,
হৃদে প্রকাশিত হয় স্বতঃ স্বপ্রকাশ।

৩
ঈশ্বর যখন করে জীবিকা বিভাগ,
সাধকের জন্য রাখে দুঃখ অনুরাগ।

৪

অপমান দুঃখ ক্লেশ সহিতে না পারে,
পঁহুছিতে সমর্থ নয় ঈশ্বরের দ্বারে।

৫

যাতনার মধ্য দিয়া পথ কেন তায়?
আমিত্ত্ব বিকার যেন সঙ্গে নাহি যায়।

৬

তুমি বুঝ কিরে মন আমার,
তুমি জান কিরে মন আমার;
কর্ম্মকার লোহা পোড়ে, তিন পোড়াতে সারা করে,
কত রঙ্গ রসে রেতে ঘসে,
ঘসায় ঘসায় উঠে ধার।
কুড়ি দিন পর্য্যন্ড় যদি যে কোন বিষয়ে
কুকর্ম্মে বিরত মন থাকে শান্ড় হয়ে
সে বিষয়ে হয় তবে প্রায়শ্চিত্ত তাতে
অনুতপ্ত প্রাণে যদি থাকে সাধনাতে।

---

cweÎZv ¯^fve

১

জ্ঞান বৈরাগ্য তপস্যাদি রাখিয়া তফাতে,
ঈশ্বরের কাছে যাবে সুপবিত্র চিতে।

২

শুচি অশুচিকে লয়ে দিব্য ঘর করে শুবি;
যখন দুই সতিনে প্রীতি হবে,
তখন শ্যামা মাকে পাবি

৩

পবিত্র না হয় কভু জলেতে ধুইলে,
পবিত্রতা লাভ হয় জ্ঞান নিষ্ঠা হ'লে।

৪

পবিত্র অন্ড়র হয় দর্পণের প্রায়,
ঈশ্বরের শুদ্ধ জ্যোতি তাহে দেখা যায়।

৫

নির্ম্মল পবিত্র চিত্ত হইয়াছে যার
ভগবচ্চরণে সেই প্রিয় অলঙ্কার।
জ্ঞান কি বৈরাগ্য নয় সাধকের ধর্ম্ম,
জ্ঞান হ'লে শিক্ষা দ্বারা লাভ হয় মর্ম্ম।
তা নয় তা নয় কভু পরম পবিত্র,
সাধকের অভিজ্ঞান সুন্দর চরিত্র।

---

cÖxwZ

মানুষের প্রতি নাই প্রীতি ভাব যার,
ঈশ্বরের প্রতি প্রেম কিছু নাই তার।

Aš—i½

১

অন্ড়রঙ্গ লোক হ'লে কুলবধু সনে
আলাপ করিতে পারে, পারে না তা' বিনে
সেইরূপ অন্ড়রঙ্গ চিনে মহাজন,
সাধ্য কি অপরে তারে বুঝিবে কখন।

২

প্রদীপের নীচে কভু না যায় আলোক,
সাধুকে চিনে না কভু নিকটের লোক।

AbyZvc I cÖvqwðË

১

অনুতাপ-তরু আগে কররে রোপণ.
তাহার মূলেতে বসি কররে ক্রন্দন।
পরিণামে ফল পাবে চাহিবে যেমন,
আগাছা কাটিয়া দিও করিয়া যতন।

২

পাপ করে অনুতাপ করে যেই জন,
তপস্যা হইতে শ্রেষ্ঠ বলে মহাজন।

৩

অনুতাপ ভিন্ন হয় না যথার্থ সাধনা,
দগ্ধ হয় হৃদয়ের তা'তে আবর্জনা।

৪

যে পাপীকে প্রভু যবেকরিবে গ্রহণ,
অনুতাপ দিয়া প্রাণে করেন ক্ষালন।
অবৈধ চিন্ড়া ত্যাগে, মনের প্রায়শ্চিত্ত,
অবৈধ দর্শনে ক্ষান্ড়, চক্ষের প্রায়শ্চিত্ত,
অসত্য শ্রবণে ক্ষান্ড়, কর্ণের প্রায়শ্চিত্ত;
নিষিদ্ধ গ্রহণে ক্ষান্ড়, হস্ড়ের প্রায়শ্চিত্ত;
এই চারি প্রায়শ্চিত্তে শুদ্ধ হয় মন।
শুদ্ধ মন হলে হয় আত্ম দরশন।

৭

মাটি দিয়া কুম্ভকারে বানায় কত কি,
সামান্য পিটাতে হয় না কার্য্যোপযোগী।
লাথি পিটা চক্রপাক আগুনেতে পোড়া,
টিকিলে আদর আছে নৈলে ভাঙ্গাচোড়া।
এত কষ্ট স'য়ে পড়ে মাটি হয় সোনা,
তাইতো সাধক প্রাণে এত বিড়ম্বনা।

৮

দুঃখ শব্দে প্রবৃত্তির উপরে আঘাত,
প্রবৃত্তি থাকিতে কোথা পাইবে সাক্ষাৎ।

৯

অনন্ড় দুঃখের ভাণ্ডার সাধুর হৃদয়,
অনন্ড় সুখেতে দুঃখ হয় বিনিময়।

১০

সহস্র সহস্র দুঃখে রাজি আছে যিনি,
পরিণামে সেই হয় প্রেমধনে ধনী।

Avmw³i exR

মৃত্যুকালে বলিলাম বল দুর্গা শিব,
সে বলে তিন টাকা দিছি, আর নাহি দিব।
বিজ্ঞাসিলাম জন্মাবধি করেছ কি কর্ম্ম,
হিসাবনবিশ ছিল, বুঝিলাম মর্ম্ম।

---

a¤§©gZ

জিজ্ঞাসিনু কহ ঋষি কিবা ধর্ম্ম মত,
উত্তম অধম তাহে, কহে দুই পথ।
পাপত্যাগ কৈলে হয় সামান্য সে গতি,
সর্বস্ব ত্যাগেতে হয় অসামান্য প্রীতি।

Db¥Ë

১

যখন আমারে লোকে পাগল বলে কয়,
তখনি আমাতে প্রভু হয়েন উদয়।

২

উন্মত্তের নাহি কোন আচার বিচার,
জ্ঞানী করিয়াছে দূর চিত্তের সংস্কার।

---

wbqg cÖYvjx

১

ঈশ্বরত্ব হবে যবে অন্ড়রে বিকাশ,
আচার পদ্ধতি যত হইবে বিনাশ।

২

“তত্ত্ব পথি বিচরতাং কো বিধি কো নিষেধ।”

৩

নিয়মিত অবস্থার মধ্যে দিয়া মন,
সংযত হইলে পরে হইবে শোধন।
শুদ্ধ চিত্তে আমিত্বের হইলে বিনাশ,
নিয়ম প্রণালী শূন্য স্বতঃ স্বপ্রকাশ।

৪

যাহার হৃদয়ে আছে নীতির সম্মান,
সহজেই হয় তার আধ্যাত্মিক জ্ঞান।

৫

নীতি ও সাধনা যার একযুক্ত নয়,
তাহার জীবনে আছে অনেক সংশয়।

K…cY

১

প্রার্থনার কালে করে যে আত্মগোপন,
যথার্থ কৃপণ সেই না হয় শোধন।

২

ঈশ্বরের দত্ত ধন না করে যে দান,
তাহাকে কৃপণ বলি করিবেক জ্ঞান।

৩

বদান্যতা মহাগুণ পায় ভাগ্যবানে,
কার্পণ্য দোষেতে নষ্ট আত্ম অভিমানে।

৪

তোমার বলিয়া যাহা বলে থাকে মন,
ঈশ্বরের বলে তাহা চিন্ড়্ অনুক্ষণ।

¯^v_©

১

রাখিতে আপন স্বার্থ বিবাদ করো না ব্যর্থ
তা' হলে আমিত্বের বাড়িবে পসার;
প্রভুকে জানিয়া সত্য চিন্ড়্র কর পরমার্থ,
আপনি লইবে প্রভু জীবনের ভার।

২

আমিত্ব অজ্ঞানে জন্মে স্বার্থের বিকার,
পরার্থ ভাবিয়া জ্ঞানী ঈশ্বরের দ্বার
অক্লেশে খুলিয়া সদা করয়ে প্রবেশ,
অন্ড়রে আনন্দ সদা দীনহীন বেশ।

৩

যত দিন স্বার্থজ্ঞান থাকিবে অন্ড়রে,
আনন্দ আশ্রমে যেতে দ্বারী মানা করে।

AwZw_

১

অতিথির আগমন আপনা উপর,
যেন কোন ভার বোধ না হয় কখন।

সতত অতিথি প্রতি ভাব নিজ জন।
অতিরিক্ত ক্লেশ, ব্যয়, অতি সমাদর,
অভ্যাগত প্রতি কভু না হয় উচিত,
তা’ হলে গমনে তুষ্ট হইবে নিশ্চিত।

২
যে সব কর্তব্য কর্ম্ম মানুষে নির্দিষ্ট,
নৃ–যজ্ঞ অতিথি সেবা সকলের শ্রেষ্ঠ।

৩
অতিথির রূপ প্রভু নিজে নারায়ন,
ফুকারিয়া কয় তাহা যত মহাজন।

৪
অতিথির সেবাতে যার বিরক্ত হৃদয়,
অনন্ড় কল্যাণ তার হইবেক লয়।

gvb Acgvb

১
কাহারও নিকটে যদি না পাও সম্মান,
তাতেও ভেবনা কভু স্বীয় অপমান।
অন্ড়রেতে স্থির থাক প্রার্থনার যোগে,
পাইবে পরম কৃপা মেতোনা হুজুগে।

২
মান অপমান তুচ্ছ কর, ছাড় হৃদয় কামনা,
আর কি আছে জীবন সাধন, জীবন মরণ নাম লহনা।

৩
মান অপমান জ্ঞান নিতান্ড় বিকার,
তুচ্ছ কর খুলে যাবে হৃদয়ের দ্বার।

৪
ঈশ্বরের কাছে যেতে ছোট বড় নাই,
মান অপমান ভেবে ফল কিরে ভাই।
বরঞ্চ ইহাতে হয় মনের বন্ধন,
যদি পেতে চাও তুমি প্রমুক্ত জীবন,
সর্তকে ছেদন কর জীবনের পাশ,
আপনি প্রকাশ হবে স্বতঃ স্বপ্রকাশ।

---

gnv myLx

সাধনাই থাকে যার জীবনের লক্ষ্য,
মনে মুখে হইয়াছে যার এক ঐক্য।
মরণ স্মরণ করে প্রভাতে উঠিয়া,
নিয়ত আকাঙ্ক্ষা করে ঈশ্বরের দয়া।
সন্ড়োষ হৃদয়ে যার থাকে অনুক্ষণ,
মহাসুখী বলে তারে কয় মহাজন।

Kvgbv

১
ঋতু হয় নারী যবে, অশুচি শরীরে,
পুরুষের অঙ্গ কভু পরশিতে নারে।
সাধকের ঋতু বটে বাসনা কামনা,
অশুচি অন্ড়র ল’য়ে বিফল সাধনা।

২
সহস্র কামনা যদি ছেড়ে দিতে পার,
বিনিময়ে পাবে তুমি পরম ঈশ্বর।

৩
কামনাতে সাধনা বাণিজ্যের প্রায়,
লাভালাভ চিন্ড়া করে জীবন ফুরায়।

৪
হইলে বিশুদ্ধ চিত্ত নিষ্কাম হৃদয়,
ভগবানের প্রিয় পাত্র মহাজনে কয়।

cÖe„wË

১

প্রবৃত্তিকে নীতি পথে রাখিতে আদেশ,
বুঝিয়া করহ কর্ম্ম, সত্য ও বিশেষ ৷৷

২

প্রবৃত্তির স্বাভাবিক গতি প্রকৃতিতে
টেনে যে রাখিতে পারে, পুরুষ সে জগতে।

৩

প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি।
বিবেক নামে জ্যেষ্ঠপুত্র, তত্ত্ব কথা তায় শুধাবি ৷৷

৪

প্রবৃত্তি অনন্তমুখী প্রকৃতির দিকে,
টানিয়া আনিয়া ফেলে ঘোর ঘূর্ণিপাকে;
চড়িয়া জ্ঞানের তরী বিবেকের হাল,
শক্ত করে ধরে রাখ সামাল সামাল।

৫

সতত ডাকিছে প্রভু সস্নেহ আহ্বানে,
মানুষ যাইতে নারে প্রবৃত্তির টানে।

৬

লাঙ্গল ধরিয়া চাষা পাছে ফিরে চায়।
দুর্বৃত্ত বলদে বক্র পথে নিয়ে যায় ৷৷

৭

আপন অধীনতায় আসিলে প্রবৃত্তি,
পরম আনন্দে হয় ঈশ্বরেতে স্থিতি ৷৷
"ইন্দ্রিয়াণাং প্রসৃষ্টানাং হয়ানামিব্বর্ত্মসু,
ধৃতিং কুর্ব্বিত সারথ্যে ধৃত্যাতার্নি ময়েদ্ব্রবং।"

wicy I cvk

১

কাম, ক্রোধ, মোহ, লোভ, মদ ও মাৎসর্য্য,
ছয়টি প্রবৃত্তি দেহে, প্রকাশয়ে বীর্য্য;
টেনে টুনে করে সদা হৃদয় চঞ্চল,
সন্তোষ হরণ করে, হত করেবল;
তেজেতে টানিয়া নিয়া নিস্তেজ করয়,
এই জন্য মহাজনে ষড় রিপু কয়।

২

ঘৃণাসূয়া ভয় লজ্জা,
অষ্ট পাশে বদ্ধ জীব।
ছুটিয়া যাইতে নারে ঘুরিয়া ফিরিয়া,
হ'য়ে যায় আত্মহারা আপনা ভুলিয়া।
নির্গুণ আনন্দময় পরমাত্মা পাখী,
ধরেছে জীবত্ব ভাব, নিয়ে আট সখী।
অহঙ্কার তরঙ্গ' পরে বানাইয়া বাসা,
আপনি আপনা ভুলি করিছে তামাসা।
বে'ড়ে বে'ড়ে আট সখী সদা ঘুরে ফিরে,
তাদের তাড়ায়ে দিলে দেখিবে অন্তরে,
পরম আনন্দময়, নিন্দানন্দরূপ,
পাশমুক্ত মহাদ্যুতি স্বয়ম্ভু স্বরূপ।

৩

যে বৃত্তি দমন হয় যে বৃত্তিকে দিয়া,
বিপরীত বৃত্তি তার প্রাণে জাগাইয়া।
ভক্তিগুণ লাগাইয়া জ্ঞান ধনুকেতে,
হুঙ্কারিয়া তীব্র দৃষ্টি কর হৃদয়েতে।
মহামন্ত্র হরির নাম কর জপ ধ্যান,
লক্ষ্যবিদ্ধ করিবারে তুচ্ছ করে প্রাণ।
বিচার বৈরাগ্য অস্ত্র সাহসে জুড়িয়া,
উপাসনা সাধু সঙ্গ, গুরুবাক্য দিয়া;
সাধনা সমরে কর আত্ম সমর্পণ,
অনায়াসে হবে জয় বলে মহাজন।

"তমেবৈকং জানথ আত্মানং অন্যাবাচোবিমুঞ্চথ।"

mshg

১

সমাধি ধারণা ধ্যান এক যোগ হলে,
সংযম বলিয়া তারে পাতঞ্জল বলে।

২

ভাবিয়া না কইলে কথা পড়িবে বিপদে,
দৃষ্টিকে না কইলে রোধ লইবে বিপথে।
সুচিন্ড়য় না করিলে বাক্য সংযমন,
কামনা আলস্য এসে করিবে তাড়ন।
হৃদয় না কহিলে কথা, আপনা হইতে,
মৌনী হয়ে বসে থাকে, সমাহিত চিতে।

ব্রহ্ম আদি পাঁচ ব্যক্তি ডাকিন্যাদি ছয় শক্তি;
ক্রমে বাস পদ্মের উপরে।
গজেন্দ্র মকর আর মেষবর কৃষ্ণসার;
আরোহণ দ্বিতীয় কুঞ্জরে ॥
অজপা হইলে রোধ তবে জন্মে তার বোধ,
গুঞ্জে মত্ত মধুব্রত স্বরে।
ধরাজল বহ্নিবাত লয় হয় অচিরাৎ,
যং বং রং লং হং হৌং স্বরে ॥
ফিরে কর কৃপা দৃষ্টি পুনর্ব্বার হয় সৃষ্টি,
চরণ যুগলে সুধা ক্ষরে।
তুমি নাদ তুমি বিন্দু সুধাধার যেন ইন্দু,
এক আত্মা ভেদ কেবা করে।
উপাসনা ভেদাভেদ ইথে কোন নাহি খেদ
মহাকালী কালপদ ভরে।
নিন্দ্রা ভাঙ্গে যার ঠাঁই তার আর নিন্দা
থাকে জীব শিব কর তারে ॥
মুক্তিকন্যা যেই ভজে সে কি আর বিষা
পুনর্পি আসিয়া সংসারে।
আজ্ঞাচক্র করি ভেদ ঘুচাও ভক্তের॥
হংসীরূপে মিল হংসবরে ॥

চারি ছয় দশ বার ষোড়শ দ্বিদল আর
দশ শতদল শিরোপরে।
স্রীনাথ বসতি তথা শুনি প্রসাদের কথা
যোগী ভাসে আনন্দ সাগরে ॥

"অন্ধং তমঃ প্রবিশন্ড়ি যেহ বিদ্যামুপামতে।"

K¤§©

১

জনম হইতে জীব কর্ম্ম হয় আরম্ভ।
ক্রমে ক্রমে কর্ম্ম বাড়ে, বাড়ে অহং দম্ভ ॥

২

কর্ম্মের মূল জীবে শুধু অহঙ্কার।
শুভাশুভ ফল দিয়ে গেঁথে লয় হার ॥

৩

করিতে করিতে কর্ম্ম তবে হয় জ্ঞান।
জ্ঞানে ভ্রান্ড়ি নাশ হ'লে তবে পরিত্রাণ ॥

৪

শুভাশুভ কর্ম্ম জীবে না হইলে ক্ষয়।
কখনও হবে না মোক্ষ জানিবে নিশ্চয়।

৫

সহস্র কর্ম্মেতে কষ্ট না হবে মোচন।
জ্ঞান বিনা মোক্ষলাভ হবে না কখন ॥

৬

বহুবিধ কর্ম্ম জীব, কর্ম্মভূমি বক্ষে,
স্বার্থ পরার্থ আর, ঈশ্বরের লক্ষ্যে,
সর্ব্বদা বিব্রত হ'য়ে করিছে সাধন,
কিন্তু হায়! কিছুতেই অভাব পূরণ
করিতে না পেরে শেষে দেখিয়াছে চেয়ে,
পূর্ণত্বের দিকে শুধু জ্ঞানে নেয় বে'য়ে।
তাতেই মহাত্মা সবে জ্ঞান উপার্জ্জন
করিবারে উপদেশ দেয় প্রতিক্ষণ।
"যথা লৌহময়ৈঃ পাশৈঃ পাশৈঃ স্বর্ণময়ৈরপি
তাবদ্ধদ্ধো ভবেজ্জীবঃ কর্ম্ম ভিশ্চ শুভাশুভৈঃ।

লৌহময় পাশ আর স্বর্ণময় পাশ,
শুভাশুভ কর্ম্ম হয় জানিও নির্য্যাস।
অতএব শুভাশুভ দুই করি ত্যাগ,
ব্রহ্মজ্ঞান লাভ কর বিষয় বিরাগ,
জপ যজ্ঞ উপবাসে মুক্তি নাহি হয়।
ব্রহ্মজ্ঞান বিনা মুক্তি সত্যই সংশয় ॥

"যাহা রাম তাহা কাম, নহি যাহা কাম তাহা রাম
নাহি মিলে রবি রজনী এক ঠাম।"

"যেখানে আলোক আছে নাহি অন্ধকার।
অন্ধকারে আলো নাই সত্য সারাৎসার ॥
যেখানেতে আছে রাম, কাম নাহি আছে।
যেখানে রয়েছে কাম, রাম নাহি বিরাজে ॥

"ন কাষ্ঠে বিদ্যতে দেব ন পাষাণে ন মৃন্ময়ে
যাদৃশী ভাবনার্যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।"

কাষ্ঠ কি পাষাণ মূর্ত্তি নহে ভগবান।
ভাবনার যোগে শুধু হয় বিদ্যমান ॥

যে ভাবে যে ভাবে, সে ভাবে সে পাবে;
ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন মহাজনে গান।
কল্পনা যাইবে দূরে হ'লে ব্রহ্মজ্ঞান ॥

"ন কর্ম্মণা বিমুক্তঃস্যান্নমন্ত্রারাধনেনবা
আত্মনাত্মানমজ্ঞায় মুক্তো ভবতি মানবঃ।"
জপ যজ্ঞ মন্ত্র কর্ম্ম মুক্তি দিতে নারে,
আত্মজ্ঞানে মুক্তি হয় সত্যই সংসারে।
হৃদয় না হ'লে শুদ্ধ, শুদ্ধ হয় না কর্ম্ম
চিত্তশুদ্ধি কর আগে, জীবনের ধর্ম্ম।
ফলেচ্ছান্ড় পরিত্যাজ্য কৃতংকর্ম্ম বিশুদ্ধকৃৎ।

---

†cŠËwjKZv

যে যে বিষয়ে মন বদ্ধ থাকে মহাজন
তাহাকেই পুত্তলিকা পূজা বলে কয়।
যখন সম্পূর্ণ মন আত্মাতে হবে মগন,
তখনি অদ্বৈতবাদ হইবে উদয়।

"একোদেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ় সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্ড়রাত্মা
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্ব ভূতাদিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলোনির্গুণশ্চ ॥"
শ্রুতিঃ।

---

eûZ¡ I GKZ¡

১

আমার আমিত্বে পূর্ণ জ্ঞানরোধ,
কাম ক্রোধ আদি তাহে আছে বহু যোধ;
বহুতে আকৃষ্ট চিত্ত একেরে ছাড়িয়া,
সেই সে বহুত্ববাদ, আমিত্ব জড়িয়া।

২
সমস্ড় জগত যদি হয় সে কম্পিত,
সেই সে একত্ববাদী না হয় বিচলিত।

৩
একত্ববাদের বিধি সূর্য্যসম হয়,
বহুত্ববাদের বিধি দীপতুল্য তায়।
সামান্য বাতাসে তাহা অমনি লুকায়,
নাহি নিভে রবিকর যাবত প্রলয়।

৪
বহু ঈশ্বরের ভাব না রাখিবে মনে।
অদ্বৈত পরমজ্ঞান রাখ সযতনে ॥
দাসত্বশ্রেণীতে কর নিজকে স্থাপন।
ছাড়ি দেহ কপটতা উপায়ান্বেষণ।
নির্ভরের শুদ্ধভাব মহাজনে কয়।
সত্যের আশ্রয়ে লও আত্ম পরিচয়।

৫
এক হ'তে হইয়াছে অনন্ড় সৃজন।
অনন্ড় করিয়া এক লভ সত্য ধন ॥
হৃদয়ে যখন হ'বে তত্ত্বজ্ঞানোদয়।
অনন্ড়ে বলিবে শুধু একের পরিচয় ॥

৬
যাবতীয় কর্ম্ম হয় ঈশ্বর হইতে,
যে জন দর্শন করে সত্য হৃদয়েতে;
একেশ্বরবাদী সেই জ্ঞানী মহাবীর;
বুঝহ আপন মনে, ভাবুক সুধীর।

৭
একেশ্বরবাদ হয় বিভক্ত তিন ভাগে,
সময় নির্দ্দিষ্ট মাত্র দেখে কোন লোকে।
পরিনাম চায় তার কোন কোন জন,
সত্য প্রতি দৃষ্টি রাখে সাধু মহাজন।

———

Askxev`

১
বিষমিশ্র সরবতের ন্যায় অংশীবাদ,
কেহ কেহ পাইয়া থাকে কোনও খেলাত।
অহঙ্কার বাড়ে তাতে আসক্ত হইয়া,
লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নর সে পথে চলিয়া।

২
দ্বৈতভাব অন্ড়রেতে করোনা পোষণ।
অদ্বৈত তত্ত্বেতে কর জীবন ধারণ ॥
তত্ত্বজ্ঞান হ'লে হয় বিশ্বাস উদয়।
বিশ্বাসেতে তত্ত্বজ্ঞান সমুজ্জল হয় ॥

———

Ck¦i

ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্রতারকং
ন মা বিদ্যুতো ভান্ড়ি কুতোহয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্ড় মনোভাতি সর্ব্বম
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।
কঠোপনিষদ-৫ম বল-ী

১
প্রতিহতনাহি হয় যাঁর ইচ্ছা কভু।
তিনিই ঈশ্বর বটে, জগতের প্রভু ॥

২
যাহারা সাক্ষাতে কিছু যাইতে পারে না,
যাহা হইতে লুক্কায়িত হইতে পারে না,
তিনিই ঈশ্বর যিনি আপনা অচেনা,
অথচ জগতে নাই তাঁর মত চিনা,
যা' হতে উৎপন্ন বিশ্ব যার মধ্যে লয়,

সর্ব্বশক্তিমান যিনি অনন্ড় আশ্রয়,
বিশ্বব্যাপী সত্ত্বা যার আর নাই কেহ,
তিনিই ঈশ্বর বটে, সত্য নিঃসন্দেহে।

৩
তিলে তৈল, দুগ্ধে ঘৃত, আছে যেই ভাবে,
অবস্থিতি করে কভু, জীবেতে সে ভাবে।

৪
আমার কর্ম্মেতে হয় তুষ্ট র্ষ্ট যিনি,
পরম ঈশ্বর বাচ্য নহে কভু তিনি।
আমিত্বের ভাবাভাবে বদ্ধ যেই জন,
তেমন ঈশ্বরে কভুনাহি প্রয়োজন।

৫
এই ভুত গ্রাম যাঁ হতে জনিত,
জন্মিয়া রয়েছে যাহাতে জীবিত,
লয়ে হয় পুনঃ যাহাতে নিহিত,
তিনি ব্রহ্ম, তুমি হও হে বিদিত।

৬
যিনি বিশ্বরূপ যিনি বিশ্বরূপ,
দৃশ্যাদৃশ্য বিশ্ব যিনি;
বিশ্বজীব আত্মা জীবাত্মা পরমাত্মা,
ব্রহ্মবাচ্য বটে তিনি।

৭
স্বর্গ পৃথিবী অন্ড়রীক্ষ আর,
অনুস্যূত সত্তায় যাঁহার,
মন প্রাণ সমস্ড়ই যিনি,
জান তাঁরে, পরমাত্মা তিনি।
অপর প্রসঙ্গ পরিহারে
অমৃতের সেতু জান তাঁরে।

Ávb I eªþÁvb

"ঈশাবাস্য মিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাংজগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম ॥
শোপনিষৎ–১

১
মানবীয় ভাব হইতে মুক্তি অন্বেষণ,
করে যেই মহাজ্ঞানী বলে মহাজন।

২
যে যত পাইয়াছে সামীপ্য সাধন,
সে তত হ'য়েছে জ্ঞানী বলে মহাজন।

৩
সংসারেতে নাই যার আসক্তি কখন,
তাহাকেই জ্ঞানী বলে, কয় মহাজন।

৪
একাকী নিস্পৃহ শান্ড় চিন্ড় নিদ্রা নাহি যার,
তারে বলি ব্রহ্মজ্ঞানী; বালক–স্বভাব তার।

৫
তত্ত্বমসি মহাবাক্য উপলব্ধি যার,
হইয়াছে, ব্রহ্মময় দেখ হে সংসার।
সঙ্কল্প বিকল্পহীন নির্ম্মল হৃদয়,
দ্বন্দ্বাতীত চিত্ত ব্রহ্মে হইয়াছে লয়।
একাকী নিস্পৃহ চিত্ত প্রমুক্ত অন্ড়র,
সেই হয় ব্রহ্মজ্ঞানী জীবন্মুক্ত নর।

১
অব্যক্ত হইতে সৃষ্টি, অব্যক্তেই লয়,
অব্যক্ত সে ব্রহ্মজ্ঞান তত্ত্বজ্ঞানোদয়।

২

ব্রহ্মপুরী এই দেহ সূক্ষ্ম হৃদয়পদ্ম গেহ,
তাহে সূক্ষ্ম অন্ড়্র আকাশ;
আশ্রয় সে সূক্ষ্মধাম যে তত্ত্ব বিরাজমান,
যিনি সত্য স্বতঃস্বপ্রকাশ।
যা হ'তে দেখে না অন্য শুনেনা জানেনা অন্য
যিনি পূর্ণ পরমাত্মা হন।
যাহা হ'তে দেখে অন্য শুনে অন্য জানে অন্য,
অদ্বিতীয় যিনি নিরূপণ।
মনোময় জ্যোতিরূপ সত্যসঙ্কল্পস্বরূপ
প্রাণ আত্মা বিশ্ব সত্ত্বাময়,
সর্ব্বকাম সর্ব্বাবাস সর্ব্বরস স্বপ্রকাশ,
তার মধ্যে হৃদয়ের লয়।
জলে জল ঘৃতে ঘৃত দুগ্ধে দুগ্ধ সংমিলিত
যেই ভাবে অভেদে মিলয়।
প্রকৃতির অভিজ্ঞান আমিত্ব ভেদজ্ঞান,
সেই ভাবে ছাড়িয়া আশ্রয়।
নিরালম্ব অনাশ্রয় যবে ব্রহ্মে লীন হয়,
অনন্ড় মিলিয়া এক প্রাণ।
অভেদে হইয়া বোধ জীবত্ব হইলে রোধ,
তাহাকেই বলে ব্রহ্মজ্ঞান।

Aw¯—Z¡

আপন অস্ড়িত্বে যদি দৃষ্টি কর তবে,
প্রভুর অস্ড়িত্ব কভু চক্ষে না দেখিবে।
প্রভুর অস্ড়িত্ব দেখে ভুলে যাবে নিজ,
প্রস্ফুটিত হবে প্রাণে সত্য মহাবীজ।

ZË¡

১

ঈশ্বরের তত্ত্ব হয় ত্রিবিধ প্রকার,
প্রথমে একত্ব তত্ত্ব জ্ঞানীর অধিকার।
প্রমাণে যুক্তিতে মানে বিজ্ঞানে পন্ডিত,
প্রেমিক আনন্দে ভাসে বিশ্বাসের সহিত।

২

দ্বৈত অদ্বৈত আর বিশিষ্ট অদ্বৈত,
এই তিন ভাবে তত্ত্ব আছে প্রচলিত।

৩

আমি তুমি ভেবে করে সাধনা ভজন,
দ্বৈতবাদ বলে তারে কয় মহাজন।

৪

আমি তুমি এক কথা হৃদে ভাবে যেই,
অদ্বৈত পরম জ্ঞান প্রাপ্ত হয় সেই।

৫

সৃষ্টি স্রষ্টা এক জ্ঞান হইবে যখন,
বিশিষ্ট অদ্বৈত বলে কয় মহাজন।

৬

ঈশ্বর ব্যতীত কেহ চাহে না ঈশ্বরে,
কে আছে ঈশ্বর ভিন্ন দ্বিতীয় সংসারে।

৭

ঈশ্বরই করে থাকে ঈশ্বরান্বেষণ,
ঈশ্বর ঈশ্বরে ডাকে করিয়া রোদন,
ঈশ্বর জানিতে চাহে আপনে ঈশ্বর,
হইলে ঈশ্বর জ্ঞান শুদ্ধ একেশ্বর।

৮

ঐশ্বরিক তত্ত্বে যার না হবে বিশ্বাস।
নিশ্চয় জানিও তার জীবনে বিনাশ

৯

ঈশ্বরের তত্ত্ব লয়ে, করোনা বিবাদ,
তোমাদের (ও) প্রভু তিনি, আমাদের (ও) প্রভু,
যার যে নির্দিষ্ট কর্ম্ম তাহা দিন রাত,
কর সবে এই কথা ভুলিও না কভু।

১০

তত্ত্ব অনুসন্ধানে যার ব্যাকুলতা বাড়ে,
অনুসন্ধান করে যেন জ্ঞানের প্রান্ড়রে।
তাহাতে না হ'লে প্রাপ্ত, প্রজ্ঞার উদ্যানে
প্রবেশ করেন যেন সমাহিত মনে।
তাহতেও যদি কিছু লাভ নাহি ধরে,
ডুবে যেন যায় তিনি অদ্বৈত সাগরে।
তাতেও অপ্রান্ড়ি যদি বুঝে কোন জন,
নিশ্চয়ই তত্ত্বলাভ হ'বে না কখন।

১১

অন্ন জল বিনে রোগী সকালে না মরে,
তত্ত্বজ্ঞান অভাবেতে মরয়ে অচিরে।

১২

ঈশ্বরের তত্ত্ব শুধু অন্ড়রঙ্গ হয়,
জ্ঞানেতে নিখিল কর্ম সম্পন্ন করায়।

ZË¡Ávbx

কোনও বিষয়ে যিনি না হন বিস্মিত।
তত্ত্বজ্ঞানী বলে তিনি জগতে বিদিত।

---

mvabv

১

সাধনাতে শ্রেষ্ঠ হয় কিরূপ সাধন?
ঈশ্বরের চিন্ড়া করা সদা সর্ব্বক্ষণ।

২

প্রথমেতে ব্যাকুলতা, তার পরে নির্জ্জন,
তার পরে সন্ড়রূপ হয়, তার পরে দর্শন।
তার পরে চৈতন্য লাভ নিত্যানন্দময়,
সাধনের এই বিধি মহাজনে কয়।

৩

আরম্ভ ও শেষ কি সাধনার ক্রমে,
আরম্ভেতে তত্ত্বজ্ঞান, একাত্মা চরমে।
ঈশ্বরের সেবা করে স্বর্গভোগ তরে,
নহে সে ঈশ্বর সেবা নিজ সেবা করে।
ঈশ্বর লাগিয়া করে ঈশ্বর পূজন,
তাতেও রয়েছে দোষ, বলে মহাজন।
তাঁর কাজ করে বলি ভাবে ভগ্ন মন,
উন্নত জীবন ভাবে কর্তব্য পালন।

---

†mvcvb

১

ঈশ্বরের কাছে যেতে জীবত্বকে ছেড়ে,
অনেক সোপান পথে আছে স্ড়রে স্ড়রে।
প্রথম সোপান তার, ঈশ্বর স্বীকার,
শেষের সোপান এই–যা' ইচ্ছা তোমার।

২

আধ্যাত্মিক নদীর তীরে কোদাল হইয়া,
ঝুর ঝুরে কর মাটী, খুড়িয়া খুড়িয়া,
সংসারে নিরাশা দিয়া, তাতে দাও চাষ;
রোপ সত্য বীজ তাহে, করিয়া বিশ্বাস,
অচিরে উঠিবে বৃক্ষ ব্রহ্মা‍ বেড়িয়া,
কল্পতরু মূলে বস আনন্দ হইয়া,
প্রার্থনা ব্যতীত যদি পাও কিছু দান,
অগ্রাহ্য করিও না ঈশ্বর বিধান।

৩

প্রবৃত্ত হইয়া কর মন পরিবর্ত্তন,
আত্মগ-ানি কামনার মূল উৎপাটন।
কদাচার ছেড়ে কর, সদাচার পালন,
সাহসে সতর্কে কর বাক্য সংযমন।
নির্জ্জন আশ্রয় কর, ক্রমে তার পরে,
ইন্দ্রিয় সংযম কর ধীরে ধীরে ধীরে।
কিন্তু ইহা ঠিক জেন নিশ্চয় নিশ্চয়,
না হ'লে ঈশ্বর কৃপা কিছু নাহি হয়।

৪

দীনতা সাধনার প্রথম সোপান,
দ্বিতীয় সিড়িতে তার আকুল আহ্বান,
তৃতীয় মিলন যুদ্ধ, চতুর্থে আনন্দ,
পঞ্চমে আমিত্ব নাশ, ঘুচে সব দ্বন্দ্ব।

৫

উন্নতির প্রথম সিড়ি নিশ্চয়তা লাভ,
তার পরে ক্রমে ক্রমে সিদ্ধ হবে তার।
যতই হইতে রবে বিশ্বাসী তৎপর,
একান্ড় হইলে হ'বে ঈশ্বর নির্ভর।
নির্ভরের অবস্থায় হয় এই মত
ঠিক যেন জীবন শূন্য জীবনেতে মৃত।

৬

প্রথমেতে নাম জপ গুরু উপাসনা
ইষ্টপ্রতি দৃষ্টি রাখি হৃদয়ে ধারণা।
শুদ্ধ ভাব ক্রমে ক্রমে তাহে উপজিলে,
নামেতে সংযোগ চিত্ত কর অবহেলে।
নামে চিত্ত যোগ যবে হইবে তখন,
নামীরে তালাশ কর হ'য়ে একমন।
সাধু সঙ্গ গুরু সেবা কর নাম গান,
সিদ্ধান্ড় শ্রবণ কর, শিক্ষা কর ধ্যান।
নামী আত্মা পরংব্রহ্ম বিশ্বাসী হইয়া,
যুক্ত হও তা'রি মাঝে মন প্রাণ দিয়া।
হৃদয়ে যে ভাব তব জাগিবে যখন,
তাহাই একত্ব তত্ত্বে দিবে বিসর্জ্জন।
অস্থির না হবে কভু হ'য়ে শান্ড় মন,
আত্মাতে মিলায়ে আত্মা আত্মসমর্পণ।
করিয়া আনন্দ মনে ব'সে থাক ধীর,
ক্রমে ক্রমে হ'বে ভাব, সে বড় গভীর।
তখন যেখানে তব হইবে সঞ্চয়,
আপনি জানায়ে দিবে বিভু দয়াময়।
স্থিরতা কি বাণী লাভ না হবে যাবৎ,
গুরুবাক্য অনুসারে চলিবে তাবৎ।
হইলে আত্মচৈতন্য, আত্মাকে দর্শন,
চিদানন্দ নীরে চিত্ত, হইবে মগন।
ক্রমে ক্রমে হ'লে তবে তন্ময়তা ভাব,
তন্ময়তা হ'তে হবে একাত্মতা লাভ।

৭

জ্ঞানে নিরূপণ আর প্রেমে আকর্ষণ,
বিশ্বাসে স্থাপন কর, ভক্তিতে মিলন।

৮

জ্যোতি রেখা, চন্দ্র সূর্য্য দেবীদেবাগণ,
প্রথম সাধনে হয় ক্রমেতে দর্শন।
অস্ফুট মন আকাশে মাঝে মাঝে কথা আসে,
অজানিত রাজ্য ভাসে হৃদয়ে তখন।
ক্রমে হ'লে যোগযুক্ত হয় ব্রহ্ম অভিব্যক্ত,
মাঝে মাঝে হইয়া থাকে বাণীর শ্রবণ।
যত হয় স্বপ্রকাশ অন্ধকার হয় নাশ,
অদ্বৈত আদিত্য হবে হৃদয় গগন।
আত্মজ্যোতি ফুটাইয়া অন্তরে আনন্দ দিয়া।
উঠিবে আপন তেজে আমিত্ব তখন।
ব্রহ্মানন্দ সিন্ধু জলে ডুবে যাবে কুতূহলে,
জ্যোতিঘন রূপে ডুবে থাকিবে নয়ন।

৯

সাধকের সাধনাতে বহুবিধ ভাব তাতে,
যার যার স্বভাবের ভাবানুকরণে।
ফুটে ছুটে উঠে নামে পাগল বিহ্বল ক্রমে
শান্ত হয় সিদ্ধভাব আত্মানুশীলনে।
যতই বাড়িবে প্রীতি ততই আত্মার জ্যোতি,
বাড়িয়া যাইবে ঘন সচ্চিদ্ আনন্দ।
নাহি রবে আত্মবোধ হারাইবে শোধ বোধ
শিব শব জীব কায় নির্মুক্ত নির্দ্বন্দ্ব।

১০

যবে হ'য়ে কৃপালাভ নুতন হ'বে স্বভাব,
সে ভাবে আত্মার ভাব করিবে বর্দ্ধন।
বাড়িবার কালে কালে ঘেড়িবে বিপদ জালে,
হইবে পরীক্ষা তাতে সংশয় জীবন।
উঠা পড়া নানা ভাবে জীবন গড়িয়া লবে,
মাঝে মাঝে অলৌকিক দর্শন শ্রবণ।
অন্তরে নয়ন খুলি জ্যোতির্ম্ময় দীপকলি,
প্রথমে দেখিবে পরে অনন্ত ভুবন।

ব্যাপিয়া অনন্ত জ্যোতি দেখিয়া পাইবে তৃপ্তি।
দেবী-দেবা খেলা করে তাহে অগণন।
কত উঠে কত ভাসে কত ডুবে কত হাসে,
কত কথা বলে তারা অনন্ত বদন।
অনন্তে অনন্ত মিশি করে শুধু হাসাহাসি।
নিত্য সত্য পূর্ণমাসী সদা সর্ব্বক্ষণ।
যোগমায়া ভেদ করি পরমাত্মা রূপে ভরি,
রয়েছে অনন্ত বিশ্ব কার্য্য ও কারণ,
ক্রমে হবে যোগযুক্ত মানবীয় ভাব মুক্ত,
বিচলিত হইবে না সাধক কখন।
নির্ভর প্রার্থনা যোগে সর্ব্বদা থাকিবে জেগে,
ধ্যানে ধারণায় করি শ্রীপদ স্মরণ।

১১

আপনাকে কর আগে বিশেষ তৈয়ার,
আপনি খুলিয়া যা'বে ঈশ্বরের দ্বার।
তা বিনে ঝঞ্ঝাটে পড়ি করে হা হুতাশ,
কিছুই হবে না লাভ বরং সর্বনাশ।
প্রথম স্বপ্নেতে হয় বাণী ও দর্শন।
যে ভাবে স্বভাবে স্বপ্নে যাহা উদ্দীপনা।
বুঝিয়া তাহার অর্থ জানিয়া তখন,
ক্রমে ক্রমে যোগ পথে কর আরোহণ।
সম্মুখে রাখিবে সদা চারিটি বাহন,
সম্পদে কৃতজ্ঞতায় কর আরোহণ।
অর্চ্চনার কালে কর ভক্তিকে বাহন,
ধৈর্য্যকে বাহন কর বিপদ যখন।
পাপে অনুতাপ অশ্ব সাহসে যুড়িয়া,
ঈশ্বরের পথ লক্ষ্যে দাও ছুটাইয়া।
ক্রমে ব্যাকুলতা যত বাড়িবে হৃদয়ে,
আনন্দ পাইবে তাতে নির্জ্জন আশ্রয়ে।
ক্রমে ক্রমে ধ্যান যোগ লাভ হবে যবে,
জাগ্রত স্বপ্নেতে তত্ত্ব আপনি খুলিবে।

কিন্তু ইষ্টপ্রতি সদা রাখিও বিশ্বাস,
নতুবা যে কোন কালে হঠাৎ নিরাশ।
করিয়া ফেলিয়া দিবে সম্ভব পতন,
ভাব ব্যভিচার তাই করোনা কখন।
মহাজন বলে এই সাধনের বিধি,
সদ্ গুর ুউপদেশে, তর ভবনদী।

A‡nZzKx mvabv

প্রকৃতিতে আছে প্রেম অহেতুকী ভাবে,
ভাবের টানেতে মিলে স্বভাবে স্বভাবে।
নাহি তাতে কঠোরতা সাধন ভজন,
জীবনের যত কর্ম্ম যাহা নিরূপণ।
হ'তেছে হইবে তাহা তারি আয়োজন,
অহেতুকী ভাবে সব হ'তেছে পূরণ।

---

wbtm½Zv

১
মনুষ্য ছাড়িয়া কর প্রভুকে স্মরণ,
অবশ্যই প্রভু তবে করিবে গ্রহণ।

২
প্রথমেতে চায় সাধু লোকের সাহায্য
ঈশ্বরীয় ভাব হ'লে ঐশ্বর্য্যও তুচ্ছ।

৩
ঈশ্বরেতে হয় যদি শুদ্ধ অনুরাগ,
আপনিই হয়ে যায় লোকসঙ্গ ত্যাগ।

Av‡`k

১
স্বীয় করুণায় আমি যারে ইচ্ছা করি,
শিবত্ব ইন্দ্রত্ব দেই, রাজত্ব নেই কাড়ি!
মিছে খুঁজে মর তার হেতু কি কারণ,
কি বুঝিবে তার মর্ম্ম হে মানবগণ।

২
আমি সর্ব্বশক্তিমান যেই জানিয়েছে,
ভক্তিতে কাতরে সেই, যেই ধন যাচে।
সত্য কথা এই কথা ছেড় না বিশ্বাস,
নিশ্চয় তাহার পূর্ণ করি অভিলাষ।

---

†U‡b jq

কভু আশা কভু ভয় কবু বা কর্ত্তব্যজ্ঞান,
জীবনের লক্ষ্য পথে জোরে ধীরে ধীরে মারে টান।
টানে টানে ছুটে প্রাণ, তরঙ্গে তরঙ্গে ভেসে
যেখানে সমাপ্তি হয় সত্য মিথ্যা অবশেষে।

Dcvmbv

হস্ড় পদ মুখ জলে কর প্রক্ষালন,
অনুতাপে শুদ্ধ কর অন্ড়ঃকরণ।
গুরুপদে নমস্কার করি সবিনয়ে,
দীনহীন ভগ্নমনা কাতর হইয়ে।
বামেতে নরক রাখি স্বরগ দক্ষিণে,
সংসার পারের সেতু রাখ পদনিম্নে।
হৃদয়ে করিয়া আগে মরণ স্মরণ,
শমনকে পশ্চাতে রাখ ভ্রূমধ্যে নয়ন।
সংকল্প বাঁধিয়া মনে ঈশ্বরের পথে,
হৃদয়কে উৎসর্গ কর হৃদয়ের নাথে।

শ্রদ্ধাসহ স্তব পাঠ কর সাবধানে,
সভয়ে প্রার্থনা কর ধৈর্য্যসহ ধ্যানে।
বসিয়া মনন কর ব্রহ্ম সনাতন,
ভুবনমোহনরূপ, নিত্যনিরঞ্জন।
কৃতজ্ঞতাসহ পরে হ'য়ে অবনত।
জয়ধ্বনি দিয়া হৃদে হও আনন্দিত।

১ (ক)
উপাসনায় প্রেমার্দ্রতা না হ'লে হৃদয়,
উপাসনা মধ্যে তাহা গন্য নাহি হয়।

২
কার্য্য করিবার কালে চিন্তা কর মনে,
ঈশ্বর দেখিছে তাহা আপন নয়নে।
কথা বলিবার কালে রাখ সদা মনে,
শুনিছে ঈশ্বর তাহা আপন শ্রবণে।
উপাসনা কালে সদা মনে রেখ স্থির,
জানিছে ঈশ্বর তুমি কি কর সুধীর।

৩
উপাসনায় মগ্ন যবে হইবেক মন,
বেত্রাঘাতে দুঃখ বোধ হবে না তখন।

৪
সর্ব্বদা রাখিও দৃষ্টি হৃদয়ের মাঝে,
দেখিবে আপনি প্রভু স্বভাবে বিরাজে।

৫
সৃষ্টির শোভা দেখ বাহিরে চাহিয়া।
স্রষ্টার শোভা দেখ, হৃদয়ে ডুবিয়া।

৬
ঈশ্বর হইতে জ্যোতি পাইয়া তখন,
ঈশ্বরেই কর তাহা, পুনঃ সমর্পণ।
এমন প্রতিভূ নাই, এ জগতে কেহ,
রক্ষা পাবে জীবনের ধন নিঃসন্দেহ।

৭
শুধু হৃদয়ের যোগে ঈশ্বরের কর্ম্ম,
যা হতে ধারণা হয়, জ্ঞান প্রেম মর্ম্ম।

৮
তুমি উপাসনা কর দেখে সব লোক,
দেখে যদি মনে তব হয় কিছু সুখ।
নিশ্চয় জানিও তাহা ব্যর্থ উপাসনা,
অহেতুকী চিন্তাস্রোত উত্তম ভাবনা।

৯
কান যেন থাকে শুধু অন্তরের দিকে;
শুনিতে ঈশ্বরবাণী অভয় অভয়।
চক্ষু যেন রূপে তার মজে থাকে অনিবার;
মন যেন বলে শুধু বিভু দয়াময়।

১১
প্রভাত সমীর বহে স্বর্গলোক হ'তে,
প্রত্যুষে জাগিয়া কর, আরাধনা চিতে,
বহিয়া লইয়া যাবে, প্রাতঃসমীরণ,
সখার নিকটে তাহা বলে মহাজন।

K…cv

ঈশ্বর করুণা যবে অবতীর্ণ হ’বে,
কামনার স্ড়্র গুলি নিজ হাতে নিবে।
আমিত্বের অস্ড়িত্ব তত্ত্ব, আপন অস্ড়িত্বে,
ডুবাইয়ে ধরিবেন, আপন সামর্থ্যে।
শক্তির প্রান্ড়রে তুমি লাটীমের মত,
খেলোয়ারের হাতে পড়ে খেলিবে নিয়ত।
এক বিন্দু কৃপাবারি হ’লে বরিষণ,
অনন্ড়ব্রহ্মাণ্ড ভুলে যাইবে তখন।

---

a¨vb I aviYv

১

সচ্চিন্ড়া টানিয়া আনে ধ্যানের অবস্থা,
ধ্যানেতে আনিতে প্রেম, খুলে দেয় রাস্ড়া।

২

আধ্যাত্মিক যোগে সদা রাখিলে অন্ড়র,
মননেতে ধ্যান ধ্যান হয়, অতি সূক্ষ্মতর।
বিড়াল ও বকের কাছে ধ্যান শিক্ষা কর,
মহাজন বলে যদি, ভাব নিতে পার।

৩

স্থূল জ্যোতি তথা সূক্ষ্ম তিন রূপ ধ্যান,
সব রূপ একরূপ মনে করি জ্ঞান।
যে সব রূপ স্মরণে মনে করি জ্ঞান।
যে সব রূপ স্মরণে প্রাণে শান্ড়ি আসে যবে,
ধ্যান কর সেই রূপ, তা’রি রূপ ভেবে।
সাকার কি নিরাকার, সূক্ষ্ম জ্যোতির্ম্ময়,
এক আত্মা বিনে ভবে অন্য কেহ নয়।

যে ভাব স্বভাবে যার করয়ে রমণ,
সে ভাবে সেরূপে তার কর্তব্য মনন।
তার পরে ক্রমে ক্রমে হইলে উন্নতি,
দেখিবে অনন্ড় বিশ্ব, একেরই বিভূতি।

৪

অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডময় ভিতরে বাহিরে,
এক ব্রহ্ম পূর্ণ জ্যোতি ভাসিলে অন্ড়রে।
ধ্যানে অধিকার হয়, খুলিলে দর্শন,
সত্যই দেখিবে বিশ্ব, শুধু একজন।

৫

শূন্যে লয় হ’লে মন ধ্যান বলি তারে,
ধ্যানযুক্ত হ’লে হয় আনন্দ অন্ড়রে।

৬

যবে থাকিবেন তুমি তখনি থাকিবেব।
ধ্যানেতে নিদ্রিত হ’লে তখনি জাগিবে।

৭

ধারণার মূলে হয় যে সব লক্ষণ,
মন দিয়া শুন তাহা, বলে মহাজন,
মনে প্রাণে করে ঐক্য সর্ব্বদা রাখিবে লক্ষ্য
বিনীত প্রশান্ড় ভাবে ঈশ্বরের জ্যোতি।
লোকসঙ্গ না করিবে অন্ড়রঙ্গ ভাবে রবে
নিবৃত্তির অনুযায়ী রবে দিন রাতি।
যেখানে যেখানে মন ভ্রমন করে যখন
যেরূপে আকৃষ্ট হয় বাহিরে নয়ন।
সকল বিভুতি মাঝে দেখ তাঁরে মনে মাঝে
আনন্দ অন্ড়রে কর তত্ত্বকে গ্রহণ।
(প্রবৃত্তি তরঙ্গেঁ নাহি হবে উচাটন)

---

†hvM

১
যোগ হয় ঈশ্বরেতে রাখিলে দর্শন
আমিত্বে আসিলে দৃষ্টি ভগ্ন হয় মন।

২
জীবাত্মার পরমাত্মার ঐক্যে হয় যোগ
তা' বিনে আর যত কিছু ভাল মন্দ ভোগ।

৩
ঈশ্বরের পথে যে মন হারায়েছে
সেইত পরম যোগী যোগ হইয়াছে।
হারাইয়া পুনঃ তাহা করয়ে তালাশ,
আমিত্ব আনিয়া দেয় বাড়ে অভিলাষ।

৪
ইচ্ছায় কি অনিচ্ছায় হ'ক যে প্রকারে পার
আপন প্রভুর সহ যোগ রক্ষা কর।

৫
"সর্ব্বচিন্ড়্র পরিত্যাগো নিশ্চিন্ড়্রে যোগ উচ্যতে।"

`k©b

১
তত্ত্বজ্ঞানে খুলে যাবে জ্ঞানীর দর্শন।
অলৌকিক ভাবে রূপে যুক্ত হয় মন।

২
কে করেছে বল দেখি ঈশ্বর দর্শন?
যে দেখেছে, জীবন্মুক্ত তাহার লক্ষণ।

৩
সাধকের হাতে আছে অপূর্ব্ব দর্পণ,
তাতে দৃষ্টি করে, করে ঈশ্বর দর্শন।

৪
গুপ্তি লণ্ঠনের মুখ থাকে এক দিকে,
আলোধারী সব দেখে, অন্যেরা তাহাকে
না পায় দেখিতে, দেহ আঁধারে ঢাকিয়া
সম্মুখে আলোক তার দেয় ছড়াইয়া,
কিন্তু যদি সেই আলো ধরে ফিরাইয়া,
অন্য বস্তু যার সব আঁধারে ডাবিয়া।
আপনি আপন রূপ হয় নিরীক্ষণ,
স্ব আলোকে আলোধারী দেয় দরশন।
তেমনি আত্মার জ্যোতি ব্যাপৃত বাহিরে,
ভাসে বিশ্ব দৃক্ দৃশ্য তাঁহার ভিতরে।
সংযত করিয়া রশ্মি স্থির করি মন,
ফিরায়ে ধরিলে হয় আত্ম দরশন।

---

mvwbœa¨

ঈশ্বরের সন্নিধানে পৌঁছিলে সাধক,
তাহার অন্ড়্র হয় অনন্ড় ব্যাপক।
বিস্মৃত হইয়া পড়ে অনন্ড় ভুবন,
সকলের আগে হয় আত্মবিস্মরণ।
যদি কেউ জিজ্ঞাসে তারে বল পরিচয়,
তুমি কে? কি নাম তব বল মহাশয়?
তবে সে বলিতে নারে রসনা তাহার
অন্ড়্রের ভাবে টানে অতি চমৎকার।
অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সব ঈশ্বর সত্বাতে
পরিপূর্ণ হ'য়ে যায় সম্পূর্ণ সত্যেতে।
জগতের যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর,
একমাত্র কথা স্ফুরে ঈশ্বর ঈশ্বর।

A‡jŠwKKZv

১

জ্ঞানলাভ চিত্তবৃত্তি সংযমেতে জয়,
অলৌকিক কর্ম্ম ইহা মহাজনে কয়।
জলের উপরে কিম্বা আকাশে গমন,
অলৌকিক কর্ম্ম নহে বলে জ্ঞানী জন।

২

সাধনে না হয়ে স্থির শোন সাধু মহাবীর
অলৌকিক কর্ম্মের আশা করোনা কখন।
যদি কর তাহা তবে নিশ্চয় মূর্খতা হ'বে
নিশ্চয় পাইবে তুমি মূর্খের আসন।

৩

স্থিরতার জন্য সদা প্রার্থনা করিবে,
অলৌকিক শক্তি কভু ভ্রমে না চাহিবে।
ঈশ্বর ঈপ্সিত ভাব স্থিরতা প্রধান
অলৌকিক শক্তি হ'তে বাড়ে অভিমান।

৪

উপযুক্ত হও যদি ঈশ্বরের কাছে,
যাহা চাও তাহা পাবে, বাধা কিবা আছে।
ঈশ্বর ছাড়িযা অন্য চায় ঈশ্বরের কাছে
ফুরাবে না পথ তার পড়বে অতি পাছে।

¯^M© I biK

১

স্বর্গ নরক দুই, সুখ দুঃখ ভোগ
কেহ ভাবে ইহলোক, কেহ পরলোক।

২

নিরাপদ আকাঙ্ক্ষা যদি থাকে অন্ড়রে,
স্বর্গ নরক, ইহলোক দাও দূর করে।

৩

পরলোক ছাড়িয়া যেবা ইহলোক চায়,
ইহলোক পরলোক কিছুই না পায়।

৪

স্বর্গ লাভ জন্য করে ধর্ম্ম আচরণ,
জগতে নির্ব্বোধ নাই তাহার মতন।

৫

স্বর্গ ও নরক যদি না থাকিত ভবে,
তা হ'লে কি ঈশ্বরকে, ডাকিতে না তবে।

৬

স্বর্গ ও নরক দুই বাণিজ্যের স্থান,
বাণিজ্যেতে লাভালাভ মান অপমান।
দুই আছে; অতএব, যেজন সৃজন,
করিয়াছে ভাল মন্দ তারে ভাব মন।

৭

অন্ড়রে থাকিলে দুঃখ, স্বর্গ স্বর্গ নয়,
আনন্দ অন্ড়রে যার, নরকে কি ভয়।

৮

সংসারের বিনিময়ে পরলোক স্বত্ব
বিক্রয় করিলে, তা'র না থাকে মহত্ব।

---

gyw³

সামীপ্য, সারূপ্য সাযুজ্য, সালোক্য আর,
কৈবল্য নির্বাণ মুক্তি, জীবন্মুক্তি সার।

১
সমুদয় অন্ড়রায় হইলে তফাৎ,
সামীপ্য সাধন লাভ হয় অচিরাৎ।

২
ঈশ্বর সমীপে সদা করি অবস্থান,
সামীপ্যেতে এই মত উপলব্ধি জ্ঞান।

৩
সকলি ঈশ্বর রূপ মনে মনে ভান,
হইলে সারূপ্য মুক্তি, করিবেক জ্ঞান।

৪
ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ হইলে স্থাপন,
বলিয়া সাজয্যু মুক্তি কয় মহাজন।

৫
ঈশ্বরের সঙ্গে নিত্য যারা সহবাস করে,
পাইলে তাহার সঙ্গ সালোক্য বলি তারে।

৬
একত্ব তত্ত্বেতে যবে লয় হয় মন,
কৈবল্য বলিয়া তারে বলে মহাজন।

৭
এ জীবন ক্ষুদ্র দীপ, অনন্ড় আলোক সনে,
মিশিলে, নির্বাণ লাভ কয় তারে মহাজন।

৮
ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কিছু ঈশ্বরের কাছে,
না চাহে যে জন, সেই মুক্ত হইয়াছে।
মানবীয় ভাবে আছে যেই আবরণ,
তাহার ছেদনে মুক্তি বলে মহাজন।

Rxeb¥yw³

১
জীবঃ শিবঃ সর্ব্বমেব ভুতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ
একমেবাভিপশ্যন্ড় জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥
"সর্ব্বভূতে স্থিতং ব্রহ্ম ভেদাভেদৌ ন বিদ্যতে।
একমেবাভিপশ্যন্ড় জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥

৩
"সোহহং স্থিতং জ্ঞানমিদং সূত্রমভিত উত্তরং।
সাহহং ব্রহ্ম নিরাকারং জীবন্মুক্ত স উচ্যতে ॥"
আমিই স্বয়ং সেই পরং ব্রহ্মরূপ।
অভেদাত্মা নিরাকার আনন্দরূপ।
যাহার এরূপ জ্ঞান হয়েছে অন্ড়রে।
সেই জন জীবন্মুক্ত ব্যক্ত ত্রিসংসারে।

৪
"জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তিঞ্চ তুরিয়াবস্থিতং সদা।
সোহহং মনোবিলীয়েতে জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥
একাকী রমতে নিত্যং স্বভাবগুণবর্জ্জিতং
ব্রহ্মজ্ঞানে রসাস্বাদো জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥"

জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি অতিক্রম করে,
তুরীয় অবস্থা যিনি পেয়েছে অন্ড়রে,

স্বভাবগুণবর্জ্জিত, ব্রহ্মাজ্ঞান রত,
অভেদাত্মা বোধ যার সেই জীবন্মুক্ত।

"অহোঃ অহং নমোম্যহং বিনশো নাস্িড় যস্য মে,
ব্রহ্মাদিস্িড়ম্বপর্য্যন্িড় জগন্নাথেহপি তিষ্ঠতঃ।"

Rxeb msMÖvg

১
জীবন সংগ্রামে যিনি, হন অগ্রসর,
জীবন পাইবেন তিনি, বলেন, ঈশ্বর।

২
জীবন বর্জ্জনে যার জীবনের ভয়,
সাধু ম˜লীতে তার স্থান নাহি হয়।

৩
প্রত্যেক পলকে রাখ জীবনেতে দৃষ্টি।
বিচারে বিব্রত থাক হ'বে আত্মপুষ্টি।

Avjm¨

১
করিব করিব বলে শৈথিল্যে সময়,
যে জন কর্ত্তন করে, করা নাহি হয়।

২
জীবনে প্রধান শত্র˜ সাধনার পথে,
আলস্য বিকার ভাই, জেনো ভাল মতে।

AÜ wek¦vm

অজ্ঞানান্ধ বিশ্বাসেতে করিলে সাধন,
সিদ্ধ নাহি হ'বে কভু নিজ প্রয়োজন।
বরং অনেক ক্ষতি আছয়ে ইহাতে।
জ্ঞানের সহিত কর্ম্ম কর সাধনাতে।

Aš—gy©L I ewngy©L

মানবের হৃদয়েতে দু'টী মুখ আছে।
বহির্মুখ অন্ির্মুখ শাস্ত্রে বলিতেছে ॥
বাহিরের মুখে করে বিষয়াস্বাদন।
অন্িড়রের মুখে করে সত্যকে গ্রহণ ॥
সর্বদা বাহিরের দিকে দৃষ্টি থাকে যার।
কালিমায় অন্িড়রের মুখ ঢাকে তার ॥
সর্বদা অন্িড়রে দৃষ্টি করেছে যে জন।
অন্িড়রে বাহিরে হয় আনন্দ মিলন ॥

---

wbivkªq

করে না বিহিত কর্ম্ম, নাহি করে ধ্যান,
সে সময়ে নিরাশ্রয় থাকে তার প্রাণ।

---

wekªvg

বিশ্রামের স্থান শুধু ভগবচ্চরণে।
নতুবা বিশ্রাম নাই অনন্িড় ভুবনে।

---

mijZv I ¯^xK…wZ|

১
সরলতাকে করি আপন বাহন।
সত্যকে করিয়া অসি চল দেখি মন ॥
সকল কামনা পূর্ণ হইয়ে তখন।
ঈশ্বর হইবে প্রার্থী তোমার কারণ।

২
ধৈর্য্য ও স্বীকৃতি দুই মহাযোগ আছে।
ধৈর্য্যে আমিত্বতা বীজ থেকে যায় পাছে ॥
স্বর্গ ও নরক দুই দূরে সরাইয়া।
স্বীকৃতি তাঁহার ইচ্ছা ভাবেন বসিয়া ॥

৩
যে ভাবে যখন রাখে তাতেই স্বীকার।
বিপরীতে গতি নাই, নাই অহঙ্কার ॥
কেবল অন্ড়রে জাগে ঈশ্বর স্মরণ।
তাহাই স্বীকৃতি বলে কয় মহাজন।

৪
অনন্ড়ব্রহ্মা যদি হয় বিচলিত।
স্বীকৃতি সম্পন্ন সাধু না হয় কম্পিত ॥

Zx_©

১
তীর্থযাত্রা পরিশ্রম কেবল মনের ভ্রম,
সর্ব্বসার ঈশ্বর স্মরণ।
পরিব্যাপ্ত সর্বস্থান সম ভাবে অবস্থান
জ্ঞানী ভাবে সমর্পিয়া মন।

২
তীর্থব্রত উপবাস যাহার কারণ
তাঁহারে করিলে লক্ষ্য সব অকারণ।

৩
ঈশ্বরের ভক্ত কহে দেওয়ানা হইয়া,
দেবতা মন্দির যত দাও জ্বালাইয়া ॥
জগতের লোক তবে মন্দির ছাড়িয়া,

হৃদয়ের প্রতি লক্ষ্য করিবে বসিয়া।
হৃদয় রবির টানে জগত মের ঘুরে,
প্রেমময় দয়াময়, সুধাদান করে।

৪
ভাবে না ঈশ্বরে, করে তীর্থেতে ভ্রমণ,
পরিশ্রম, অর্থ ব্যয়, শুধু অকারণ।
ইন্দ্রিয় সংযম আর সংযম হৃদয়,
না করিলে আত্মজ্ঞান লাভ নাহি হয়।

আহার শুদ্ধৌ স্বত্বশুদ্ধিঃ সত্বশুদ্ধৌ ধ্রবাস্মৃতিঃ
স্মৃতি লভ্যে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষ।

---

wbqZvnvi

"যুক্তাহার বিহারস্য–
শ্রীগীতা–৬ষ্ঠ অঃ ১৭।

১
নির্ম্মল আহারে লাভ হয় চিত্তশুদ্ধি
পবিত্র হইলে চিত্ত জাগে তত্ত্ব বৃদ্ধি।

২
অতিভোজনেতে রোগ, ধর্ম্ম পথে হানি।
যুক্তাহারে রত থাকে ভগবদ বাণী

---

a¤§© eÜz

১
ধর্ম্মবন্ধু বড় হয় স্ত্রী পুত্র হইতে।
পরিজন চাহে শুধু, খেদাইয়া দিতে ॥

২
অগ্নিদগ্ধ, জলে মগ্ন, বিপন্ন, নিরাশ্রয়।
এই চারিজন সঙ্গে কিছু লাভ হয় ॥

৩
বিরক্ত হইলে যে জন না হয় বিরক্ত।
সেই সে উত্তম নর, বন্ধুর উপযুক্ত।

৪
সেই সে পরম বন্ধু, ধর্ম্মবন্ধু বলি,
যাহারে দেখিলে প্রাণের গ্রন্থি যায় খুলি।
দরশে পরশে যার সদ্ভাব আসিয়া,
দুই প্রাণে এক করি, করি দেয় মিলাইয়া।
অনুগত ভৃত্য সম করে আচরণ,
হইয়া তাহার ভৃত্য থাকে সাধুজন।

৫
ধর্ম্মবন্ধু মন্ডলীতে হবে যেই জন,
অকপটে সেবা কর, বলে সাধুজন।
মন্ডলীর যোগ বন্ধন করোনা কর্ত্তন,
অকস্মাৎ হবে তবে নিশ্চয় পতন।

---

cÖPviK

১
ঈশ্বরের দিকে যেতে ডাক সকলেরে,
কিন্তু তা'তে স্বার্থ যেন না থাকে অন্ড়রে।

২
বিষয়ের সত্য জ্ঞান না হওয়া পর্যন্ড়,
বুঝাইতে চেষ্টা করে, সেই জন ভ্রান্ড়।

হইলে প্রকৃত জ্ঞান হৃদয়ে উদিত,
স্বভাব আপনি হয় তাহাতে রঞ্জিত।

৩
শিক্ষার আদর্শ তুমি হইয়া আপনে,
পরে উপদেশ যাহা, দিবে সাধারণে।

৪
মিষ্ট বাক্য, দীন বেশ, স্বভাব সুন্দর,
নিঃস্বার্থ প্রেমিক চাই উপদেষ্টা নর।

৫
দেশ কাল পাত্র যেই বিবেচনা করে।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়, আনন্দ অন্ড়রে।
তত্ত্বজ্ঞানী, মীমাংসক, বিনয়ী, সরল।
ন্যায়বান, অনুরাগী, প্রাণে আছে বল ॥
বুঝিয়া সুঝিয়া সবে, নাহি অহঙ্কার।
সেই জন উপযুক্ত, করিতে প্রচার ॥

---

e³v

১
আধ্যাত্মিক জিহ্বালাভ হইয়াছে যার,
উপদেশ করিবারে অধিকার তার;
বাহ্যিক রসনার, উৎস বদ্ধ করে যেই,
সুমিষ্ট প্রমুখ জিহ্বা লাভ করে সেই ॥

২
যে বক্তা করে নাই ঈশ্বর দর্শন।
শুনিও না তার বাক্য, বলে মহাজন ॥

যে শ্রোতা করে নাই বাণীর শ্রবণ।
তার সঙ্গে কথা বলা, শুধু অকারণ ॥
নুতন জ্যোতির বাক্য হৃদয়ে না পেয়ে।
ভুলাইও না মানুষের নানা কথা কয়ে ॥
না বুঝ যাহার ধর্ম্ম, না কর পালন।
হেন উপদেশ কভু, দিও না কখন ॥
অধ্যাত্ম জগত হ'তে, বাক্য যদি আসে।
উপদেশ দাও তবে, বিশেষ সাহসে ॥
ঈশ্বরের প্রসন্নতা, মনেতে রাখিয়া।
আমিত্ব ভুলিয়া যেও, শিক্ষা দিতে গিয়া ॥
প্রত্যেক জ্ঞানের (ই) আছে ব্যাখ্যা সবিশেষ,
ব্যাখ্যাতে ভাষা আছে, সেও অবিশেষ।
ভাষাতে বচন বিন্যাস, শুদ্ধ প্রণালীতে,
সমন্বয় জানে যিনি, আত্মা বিজ্ঞানেতে।
তিনিই উত্তম বক্তা, বিদ্যমান ভাবে,
উপলব্ধি করি নিজে, বলে তাহা সবে।

---

†`nZZ¡

(জন্ম)

প্রকৃতি পুরুষ হ'তে বিশ্বসৃষ্টি হয়।
মাতাপিতা সংযোগেতে সন্ড়ান জন্মায় ॥
ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা যোগে হইয়া মিলন।
পিতৃবীর্য্য মাতৃগর্ভে হইলে পতন ॥
প্রথম মাসেতে যোগে দ্রবাকার হয়।
দ্বিতীয় মাসেতে পিণ্ড মহাজনে কয় ॥
হস্ড় পদ মস্ড়কাদি, চিহ্ন তিন মাসে।
লিঙ্গদেহ অভিব্যক্তি চতুর্থে প্রকাশে ॥
তৎপরে হয় গর্ভ, চালিত জঠরে।
দক্ষিণে থাকয়ে পুত্র কন্যা বাম ধারে ॥

মাতার হৃদয় সনে গর্ভস্থ হৃদয়।
সঞ্জাত হইয়া হয় আকাঙ্খা উদয় ॥
অতএব গর্ভিণীর মনোভিষ্ট যাহা।
সাধ্যমত অবশ্যই পূর্ণ কর তাহা ॥
পঞ্চম মাসেতে হয় প্রবুদ্ধ হৃদয়।
রক্ত মাংস অস্থি স্নায়ু, ষষ্ঠ মাসে হয় ॥
সপ্তম মাসেতে বর্ণ, অঙ্গের পূর্ণতা।
অনুভব হয় প্রাণে, গর্ভবাস ব্যথা ॥
হাত দিয়া ঢাকে শিশু শ্রবণ বিবর।
অন্ড়রে স্মরণ করে পরম ঈশ্বর ॥
ভূত ভাবী বর্তমান স্মরণ করিয়া।
প্রার্থনা করয়ে শিশু কাতর হইয়া ॥
অষ্টমেতে ত্বক আর হৃদয়ের জ্যোতি।
প্রাপ্ত হয় নবমেতে প্রসবের গতি ॥
জননীর রক্তবহা নাড়ির সহিতে।
শিশুর নাভিস্থা নাড়ী এক সংযোগেতে ॥
জননীর ভুক্ত পীত রস আস্বাদনে।
দিনে দিনে বাড়ে শিশু বিধির বিধানে।
তারপর ঈশ্বরের ইচ্ছাযোগ হ'লে।
প্রসব হইয়া শিশু পড়ে ভূমিতলে ॥
জনমিয়ে কাঁদে শিশু বলে ওয়া ওয়া।
জীবন সঙ্গীতারম্ভে এই হল ধূয়া ॥
তার পরে আছে কত লহরী লহরী।
বুঝিয়ে ভাবুক চিত্ত সে তত্ত্ব বিচারি ॥
সংক্ষেপে কহিলাম জন্ম বিবরণ।
যেরূপ বলিয়াছেন, পূর্বে ঋষিগণ ॥

PZzweŸ©sk ZË¡

সদা বল তত্ত্ব তত্ত্ব, বলি তত্ত্ব শুন,
চতুর্ব্বিংশ তত্ত্বে হয় দেহের গঠন।
পঞ্চভুত ক্ষিতি তেজ মরুৎ ব্যোম অপ
ষড় রিপু, কাম ক্রোধ লোভ মদ মাৎসর্য্য দম্ভ।
দশ ইন্দ্র খ্যাত তারা হয়ত পৃথক,
জ্ঞানেন্দ্রিয় জিহ্বা কর্ণ নাসা ত্বক চক্ষু
কর্ম্মেন্দ্রিয় হস্ত পদ গুহ্য লিঙ্গ বপু।
মহাভুত অহঙ্কার, আর হয় জ্ঞান,
এইত চব্বিশ তত্ত্ব হয় নিরুপণ।

---

loPµ

কিবা কারিকরের আজব কারিকুরি,
তার মধ্যে ছয় পদ্ম রাখিয়াছে পুরি।
সহস্রারে হয় পদ্ম সহস্রেক দল
তলে তলে রহিয়াছে পরম শিবের স্থল।
নাসামূলে দ্বিদল পদ্ম খঞ্জনাক্ষি,
কণ্ঠেতে ষোড়শ দল পদ্মা দিল রাখি।
হৃদপদ্ম নির্মিত আছে শত দলে,
কুলকুণ্ডলিনী, দশ হয় নাভিমূলে।
নাভির নিম্ন ভাগে প্রেম সরোবর,
অষ্টদল পদ্ম হয় তার ভিতর।
তস্য পরে নাড়ী ধরে সার্দ্ধ তিন কোটী,
ব্রহ্মাণ্ড সংস্থান দেহে নাহি কিছু ত্রুটি।
স্থুলমূলে ষড়দলাম্বুজ নিয়োজিত,
গুহ্যমূলে চতুর্দ্দল পদ্ম বিরাজিত,
এই অষ্ট পদ্ম দেহ মধ্যেতে আছয়,
মতান্তরে হৃদ্ পদ্ম দ্বাদশ দল কয়
সহস্র দল, অষ্ট দল দেহ মধ্যে নয়,
এই দুই পদ্ম, নিত্য বস্তু আধার হয়
ষড় চক্রের মূলে মৃণাল হয় মেরুদণ্ড,
শিরসি পর্য্যন্ত সে ভেদ করি অন্ত।

দণ্ড দুই পার্শ্বেতে ঈড়া পিঙ্গলা রহে,
মধ্যে স্থিত সুষম্না সদা প্রবল বহে।
মূলচক্র হয় হংস যোগের আধার,
অষ্ট দল চক্রে হয় লীলার সঞ্চার।
দ্বিদল চক্রেতে হয় অমৃত নির্ভর,
আর পঞ্চ চক্রে পঞ্চ বায়ুর সঞ্চার।
প্রাণ, অপ্রাণ, ব্যাণ, উদান, সমান,
কণ্ঠাম্বু জাবধি চতুর্দ্দলে অবস্থান।
কণ্ঠেতে উদান হৃদে বহে প্রাণ,
নাভির ভিতরে সমান করে সমাধান।
চতুর্দ্দলে অপান, সর্ব্বভূতেতে ব্যাণ,
মুখ্য অনুলোম বিলোম প্রধান।
অজপা নামেতে হয় কুম্ভক রেচক,
অনুলোপ উর্দ্ধগতি বিলোম প্রবর্ত্তক।
প্রবর্ত্ত সাধক হৃদ্ নাভি পদ্মে আশ্রয়,
সিদ্ধার্থ সহস্রারে আছয়ে নিশ্চয়।
রতিস্থির প্রেম সরোবর অষ্ট দলে,
সাধনের মূল এই চণ্ডীদাসে বলে।

---

eY©w¯’wZ

অকারাদি ষোল স্বর কণ্ঠমূলে রয়,
ক হইতে ঠ পর্য্যন্ত হৃদ পদ্মে আশ্রয়।
ড হইতে ফ পর্যন্ত নাভি পদ্মমূলে,
ব হইতে ল পর্যন্ত আছে ষড়দলে।
ব হইতে তিন শ চতুর্দ্দলে রয়,
হ ক্ষ আশ্রয় ভুরূ কহিনু নিশ্চয়।

১

দেহেতেই সর্ববিদ্যা সকল দেবতা।
সর্বতীর্থ বিরাজিত আছে মাতা পিতা।
যা নাই ভাণ্ডেতে তাহা ব্রহ্মাণ্ডেও নাই।
মহাজন বলিয়াছে শুনিয়াছি তাই ॥

২
অব্যক্ত হইতে প্রাণ, প্রাণ হ’তে মন।
মন হ’তে বাক্য হয়, বলে মহাজন ॥

৩
তামুলুলে আছে চন্দ্র, রবি নাভিমূলে।
রবির অগ্রে আছে বায়ু মন চন্দ্র কোলে ॥

৪
অন্নময়, প্রাণময়, মনোময় আর।
বিজ্ঞান আনন্দময় পঞ্চকোষ তার ॥
পঞ্চকোষ অভ্যন্ড়রে, জীবাত্মার স্থান।
হিরন্ময় পরে কোষে ব্রহ্ম অধিষ্ঠান।

৫
ঈড়া ভগবতী গঙ্গা, পিঙ্গলা যমুনা নদী।
ঈড়া পিঙ্গলা মধ্যে সুষুম্মা হয় স্বরস্বতী।
ত্রিবেণী সঙ্গম যথা মহাতীর্থ হয়।
স্নানেতে অনন্ড় পাপ বি নাশে নিশ্চয় ॥

রাগিণী বিভাস, তাল––একতালা।
কুলকু—লিনী ব্রহ্মময়ী তারা,
তুমি আছ গো অন্ড়রে,
মা আছ গো অন্ড়রে।
একস্থান মূলাধার, আর স্থান সহস্রার;
আর স্থান চিন্ড়মনি পুরে।
শিবশক্তি সব্যে বামে, জাহ্নবী যমুনা নামে;
সরস্বতী মধ্যে শোভা করে।
ভুজঙ্গরূপা লোহিতা স্বয়ম্ভুতে সুনিন্দ্রিতা;
এই ধ্যান করে ধন্য নরে।
মূলাধার স্বাধিষ্ঠান, মনিপুর নাভিস্থান;
অনাহত বিশুদ্বাখ্য বরে।
বর্ণ রূপা তুমি বট বস্ বল তক ফঠ;
যোলস্বর কণ্ঠায় বিহরে।
হ ক্ষ আশ্রয় ভুর— নিতান্ড় কহিলা গুর—
চিন্ড় এই শরীর ভিতরে।

———

g,,Zz¨

১
জীবনের মহোৎসব হয় মৃত্যুকাল,
সাধকের নাহি তাতে কোনও জঞ্জাল।
অপূর্ণ আশার টানে মরণেতে ভয়,
বিশ্বাসীর হৃদয়েতে, ঈশ্বর আশ্রয়।

২
প্রত্যেক সহস্রবার মরিতে যদি পার,
তবে সে জীবন পাবে সত্য সারাৎসার।

৩
মৃত্যুকে নিশ্চয় ঈশ্বর সত্য বুঝেছে যে জন,
নিশ্চয় ঈশ্বর প্রেমে হয়েছে মগন।

৪
যথেষ্ট উপদেশ মৃত্যুকে স্মরণ,
যথেষ্ট কর্ম্ম হয় তপস্যা করণ

৫
শয়ন কালেতে মৃত্যু শিয়রে রাখিও,
জাগ্রত কালেতে মৃত্যু নয়নে দেখিও।

৬
জাগিয়া প্রভাতে মনে রাখিও বিশ্বাস,
কখন যে মৃত্যু হ’বে নাই অবকাশ।

৭
মৃত্যুতে না হইতে অবশ হৃদয়,
জাগরিত হও সবে মানব নিচয়।

৮
জীবনে মরণে সাধু নাহি করে ভয়,
সন্ড়োষ আনন্দপূর্ণ থাকিলে হৃদয়।

৯

সাধকের মৃত্যু নাহি হয় কদাচন,
তোমাদের দৃষ্টিশক্তি হয়েছে হরণ।

১০

যার প্রাণ অবিরত তত্ত্বজ্ঞানে আলোকিত,
মৃত্যুরও মরণ হয় তাহার নিকটে
হৃদে জাগে প্রেমধার বহে অশ্রু অনিবার
আনন্দ লহরী তার নেচে নেচে উঠে।

Dc‡`k

১

উচ্চৈস্বরে ডেকে বলে যত মহাজন,
চারিটি বিষয় মাত্র কর সংযমন
চক্ষুদ্বারা দৃষ্টি রাখ সদা ইষ্ট পদে,
গুণগানে জিহ্বা রাখ, অন্তর ধ্যানেতে।

১

কামনা সংযত কর, ছাড় অহঙ্কার,
নিশ্চয় জানিও তবে হইবে উদ্ধার।

২

যে কয়'দিন জীবনের বাকী আছে ভবে,
সময় সার্থক কর ত্রুটি ক্ষমা হবে।

৩

ক্ষুদ্র দোষ ক্ষুদ্র বলে করিও না হেলা,
গুরুতর হ'তে পারে যেই কোন বেলা।

৪

বিশেষ ব্যক্তি মগ্ন হয় অধ্যাত্ম সাগরে,
সাধারণে ঔদাস্যেতে আলস্যেতে ঘুরে।

৫

হ'ল না হ'ল না বলি যার থাকে মনে,
হবে তার পরিত্রাণ, বলে মহাজনে।

৬

বিপদে পতিত মূর্খ্য, উপায় খুঁজে দিনান্তরে,
জ্ঞানী তখনই তার উপায় অন্বেষণ করে।

৭

পদব্রজে মনে মনে আকাঙ্ক্ষায় গমন,
আত্ম বিনাশেতে হয়, পথ উত্তরণ।

৮

কর ধ্যান যদি তুমি করিবারে পার,
নৈলে কি করিবে তুমি হও জড়সড়।

৯

জ্ঞান অনুষ্ঠানে কভু সাংসারিক ধন,
পাইতে আকাঙ্ক্ষা মনে করোনা কখন।

১০

ঈশ্বরের পথ কভু না করে গ্রহণ,
সেই সে অধম ব্যক্তি বলে মহাজন।

১১

প্রথমে ক্রন্দন হয় তার পরে দীনতা,
তৃতীয়য়েতে যোগ হয়, চতুর্থে একতা।

১২

সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে আছিলে যাঁহার,
এখনও জীব তুমি হ'য়ে থাক তাঁহার।

১৩

ফাঁসী কাষ্ঠে ঝুলাইয়া রাখিয়াছে চোর,
দেখিয়া ফকির তারে করিল প্রণাম।
আশ্চার্য্য হইয়া লোকে জিজ্ঞাসে নিগূঢ়,
বলে স্বীয় কার্যে এই সঁপিয়াছে প্রাণ।

১৪

মহাপুরুষের উক্তি প্রত্যক্ষ সংবাদ,
সাধকের উক্তি হয় বাদ বিসম্বাদ।

১৫

সেরূপ দেখাও তুমি যেরূপ হৃদয়,
ঈশ্বরে চাতুরী করা কর্ত্তব্য তো নয়।

১৬

কোন কথা গুপ্ত নাই যাঁহার কাছে তব,
তাঁহার নিকটে থাক, ছাড় অপলাপ।

১৭

গুনহ জিজ্ঞাসু তুমি তিন উপদেশ,
মহান্, মধ্যম আর সামান্য বিশেষ।

১৭ ক

লেখা পড়া শিখেছ যা জীবন অবধি;
ধূয়ে ফেলে মূর্খ হও সাধ্য থাকে যদি।

১৭ খ

ভুলে যাও সংসারের যত প্রলোভন,
সংসারের কার্য্য কর, অনাসক্ত মন।

১৭ গ

লোকেরে ডাকিয়া দাও ধর্ম্ম উপদেশ,
ক্রমেক্রমে হ'তে পারে উদয় বিশেষ।

১৮

বিপদে বিপন্ন যারা তারাই সাধুর কাছে।
হইতে বিপদ মুক্ত সহজ কৌশল খুঁজে।
বিপদে না হয় কভু যার চিত্ত বিচলিত,
অনায়াসে হবে সেই, পরমেশ্বরে মিলিত।

১৯

ঈশ্বর প্রসঙ্গ বিনা ইহা উহা বলে,
আপনার ক্ষতি সেই, করে কুতূহলে।

২০

সাধনার মূলতত্ত্ব আত্ম বিসর্জ্জন,
হইলে আমিত্বহারা মুক্ত হয় মন।

২১

না আছে উৎকৃষ্ট স্থান হৃদয়ের মত,
স্বপ্রকাশ বিভু যাহে রয়েছে সতত।

২২

আপনাকে জয়ী যদি হতে পার নর,
হইলে জগৎ জয়ী জেনো নিরন্তর।

২৩

যে জন পাইয়াছে আত্মপরিচয়,
ঈশ্বরের প্রেম লাভ হইয়াছে নিশ্চয়।

২৪

সকল ভাবের আছে পশ্চাৎ সম্মুখ,
নির্ভরের ভাবে নাই কোথাও বিমূখ;

২৫

যে জন প্রবৃত্তি সনে করয়ে বন্ধুতা,
নিশ্চয় সত্যের সনে হইবে শত্রুতা।

২৬

সকল প্রবৃত্তি হ'তে কিবা কষ্টকর
প্রেমের প্রবৃত্তি তাতে অতি গুরুতর।

২৭

যাঁহা হ'তে পাইয়াছ দেহ প্রাণ মন,
তাঁহাকেই পুনঃ তাহা কর সমর্পণ।

২৮

যে শক্তিতে করা যায় প্রবৃত্তির রোধ,
সেই সে পরম শক্তি তারে বলি যোধ।

২৯

বদ্ধ হইও না কভু সীমানা ভাবিয়া,
অনন্ত প্রেমেতে থাক উন্মত্ত হইয়া।

৩০
অনুমানে কি সন্দেহে, কারে করো না বর্জ্জন,
বিচ্ছেদ হইতে ভাল, জেনো অনন্ড় মিলন।

৩১
ক্ষতিগ্রস্ড় হ'লে তাঁরে করো না ভৎর্সনা,
ভৎর্সনা হ'তে আরো বেশী সম্ভাবনা।

৩২
প্রেমার্দ্র ভাবে হয় প্রাণের অলঙ্কার,
হৃদয়ে পরিয়া রাখ বিনয়ের হার।

৩৩
ইহলোকে যে সাধনে না হইল ফল,
পরলোকে সে সাধনা নিশ্চয় বিফল।

৩৪
নিশ্চিন্ড় থাকিবে সদা জীবিকা বিষয়ে,
সৎকার্যে অনুরাগ করিবে নির্ভয়ে।
প্রবৃত্তির মিষ্ট বাক্য কভু না শুনিবে,
মৃত্যুর জন্যেতে সদা প্রস্তুত থাকিবে।

৩৫
জগতের লোক যদি মৃত হ'য়ে থাক,
শ্মশানেতে যেয়ে তবে নিজ দেহ রাখ।
শিশু কি বালক যদি হয়ে থাক তবে,
পাঠশালে চলে যাও, বহু শিক্ষা পাবে।
উন্মত্ত হইলে যাও চিকিৎসা আলয়ে,
নিদ্রিত হইলে তবে ঘরে থাক শুয়ে।
বিশ্বাসী হইলে এস বিশ্বাসীর ঘরে,
দয়াময় ব'লে ডাক একান্ড় অন্ড়রে।

৩৬
সংসারের তাড়নায় না ভুলে যে জন,
তাকেই চতুর বলে কয় মহাজন।

৩৭
কথা না কহিয়া থাক প্রতীক্ষা করিয়া,
ঈশ্বরের বাণী প্রাণে পঁহুছিবে আসিয়া।

৩৮
অযোগ্য লোকেরে তত্ত্ব নাহি দিবে উপদেশ,
যোগ্য লোকে তত্ত্ব কথা কহিবে বিশেষ।

৩৯
মহাজনের যেই মত তাতে থে'ক অনুগত
আত্ম গরিমায় কভু না কর লঙ্ঘন।
লোকসঙ্গ ত্যাগ করি কিবা দিবা বিভাবরী,
তারি সঙ্গে তাঁরি নাম করহ কীর্ত্তন।

৪০
মানুষের মনে যাহা আছে ধর্ম ভাব,
তার অতিরিক্ত হয় ধার্ম্মিক প্রভাব।
বুঝিতে পারে না তাই নিন্দে সাধারণে,
বিশ্বাসী সে সব কথা তুচ্ছ করি মানে।

৪১
সুখের সময় রাখ মৃত্যুকে স্মরণ
দুঃখের সময়ে ভাব ঈশ্বর চরণ।

৪২
স্রষ্টাকে দেখায়ে দেয় সৃষ্ট বস্তু যত,
সৃষ্টিকে দর্শন করি স্রষ্টাতে হও রত।

৪৩
বাহ্য চৈতন্যেতে করে প্রথম সাধন,
বাহ্য বিলুপ্তিতে হয় আত্মার বোধন।

৪৪
আনন্দের অভিলাষ থাকে যদি মনে,
সর্বদা আনন্দ রাখ নিত্যানন্দ সনে।

৪৫
আবেশ হইতে ভাল মিলনের আশা,
আশাতে আনন্দ অতি বাড়ে ভালবাসা

৪৬
কারণ ব্যতীত কার্য্য হইলে বিকাশ,
ঈশ্বরের বিজ্ঞাপন করিবে বিশ্বাস।

৪৭
বিশ্বাসী প্রেমিক ভবে পিপাসী হইয়া,
স্থির ভাবে এক পদে থাকে দাঁড়াইয়া।
আগু বাড়াইলে পদ ডুবে যেতে হয়,
পাছে গেলে অন্ধকারে করে বিপর্য্যয়।

৪৮
বাণিজ্যের আশা মনে থাকিবেক যার,
বহুতর মূলধনে আবশ্যক তার।
আপন উদর মাত্র করিতে পালন,
অল্পই আয়াসসাধ্য, লাগে অল্প ধন।
তেমনি লোকের শিক্ষায় বহুবিদ্যা চাই,
আপনার শিক্ষা শুধু আপনাতে পাই।

৪৯
মনকে কুড়া'তে দাও আত্মার আহার,
জ্ঞান সর্ম্মার্জ্জনী দিয়ে হৃদয়ের দ্বার।
পরিষ্কার রাখ সদা আকূল অন্ত্বরে,
ডাক সে আনন্দময়ে পাইবে অচিরে।

৫০
দুটি কথায় আছে সমুদয় জ্ঞান,
বিবেকের বাক্য সদা রাখ বুদ্ধিমান।
হৃদয়ের আবর্জ্জনা যাহা স'রে গেছে,
আবার টানিয়া তাহা আনিও না মিছে।

৫১
প্রকাশ্যে ছাড়িয়ে সদা নিভৃতে নির্জনে,
প্রমত্ত থাকিবে বিভু প্রেম আলাপনে।

৫২
যে বিষয় গুপ্ত থাকা আছে প্রয়োজন,
করিও না ব্যক্ত তাহা বলে মহাজন।

৫৩
করিবে জ্ঞানীর সঙ্গ, মূর্খ হতে দূরে,
নিয়ত থাকিবে সাধু একান্ড় অন্ত্বরে।

৫৪
আপনার পূর্ব্বাপর চরিত্র বিচার,
করিয়া বুঝিবে সদা দোষ আপনার।

৫৫
ঈশ্বরের প্রতি যারা দোষারোপ করে,
ফিরিয়া ঘুড়িয়া তারা সঙ্কটেতে পড়ে।

৫৬
সাধনা করিয়া আমি লাভিব ঈশ্বরে,
অভিমানী অভিরাম ইহা মনে করে।
তাঁহার নিকটে যাব, সাধনা বিহনে,
কামনা জড়িত ব্যক্তি ইহা করে মনে।
জীবনের লক্ষ্য পথে কর্ত্তব্য ভাবিয়া,
কৃপা সত্য, গুর্ সত্য বলিয়া বলিয়া,
আনন্দে উৎসাহে চ'লে যায় মহাজন,
পলকে পলকে করে জীবন গঠন।

৫৭
সান্নিধ্য দূরত্ব দুই আছে সহবাস,
তেমনি পাইয়া থাকে যেমন অভিলাষ।

৫৮
মন পরিবর্ত্তন কর সাধনা করিয়া,
সত্যনিষ্ঠা হ'লে প্রেম আপনি আসিয়া,
নির্ভর বিশ্বাস যোগে দিবে তত্ত্ব জ্ঞান,
আমিত্ব হারায়ে দেখ তিনি বিদ্যমান।

৫৯
মহত্বের প্রতি যদি দৃষ্টি পড়ে কভু,
তা'হলে উঠায়ে ল'বে সে মহত্ব প্রভু।

৬০
জান যাহা ভুলে যাও বলে মহাজন,
না জান, জানিতে আর চেওনা কখন।
এক বুদ্ধি করে কর ঈশ্বর স্মরণ,
বিশ্বাস নির্ভর যোগে চল সাধুজন।

৬১

ঈশ্বরের সঙ্গ কর বিনয়ে সভয়ে,
ম ́লীর সঙ্গ কর প্রফুল- হৃদয়ে।
সাধুসঙ্গ কর সদা সেবা ও সম্মানে,
করহ মূর্খের সঙ্গ, দয়া রেখে মনে।

৬২

যে জন সর্ব্বদা দেখে আপনার দোষ,
অবিলম্বে পাবে সেই ঈশ্বর সন্ে্তাষ।

৬৩

মানুষের কাছে যদি গ্রাহ্য হতে চাও,
একেবারে বাহ্য ভাব তবে ভুলে যাও।

৬৪

ঈশ্বর ভিন্ন অন্যে কভু তার কাছে যেতে,
পারিবে না কোন দিন পথ দেখাইতে।
তবে ভজনের রীতি ঠিক জানা চাই,
অতএব ভজন পন্থী গুর ́ কর ভাই।

৬৫

আয়ু ক্ষয় দোষ বৃদ্ধি হইতেছে যার,
কিসের মঙ্গল তুমি জিজ্ঞাস আমার।

৬৬

পরিচয়ে পরিচয় না রবে যাহার,
হেন পরিচয়ে বল কি কাজ তোমার।
পরিচয়ে পরিচয় নিত্য রবে যার,
পরিচয় তার সনে, কর বার বার।

৬৭

সর্ব্বদা রাখিও দৃষ্টি হৃদয়ের মাঝে,
তা' হলে হবে না নষ্ট, থাকিবে যা আছে।

৬৮

উন্নতি বিনয়ে লাভ, সত্য পুরষ্কার,
ভয়েতে গৌরব লাভ, ধৈর্য্যে সদাচার,
বৈরাগ্যেতে শান্িতলাভ, নির্ভরে সম্পদ,
লাভ হয় মহাজন, বলে এইমত।

৬৯

মুনি ঋষি বেদ বিধি, সবে গায় নানা মত,
দেখিয়া নির্ব্বেদাপন্ন, হইবে সাধক চিত।
আপনার ধ্যায় বস্তু বিশ্বাস করিয়া মনে,
করিবে আত্মানুসন্ধান, স্মরণে মননে ধ্যানে।

৭০

নরকের বীজ হাতে করিয়া রোপণ,
স্বর্গলাভ আশা করে, হ'বে না কখন।

৭১

মনুষ্যের সঙ্গে কথা অল্পই কহিবে,
ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত সতত রহিবে।

৭২

ঘৃণা লজ্জা ভয়, তিন থাকতে নয়,
মহাজনে এই কথা ফুকারিয়া কয়।

৭৩

যত চায় তত পায়, তবু না ফুরায় যাহা,
উমেদার শোন তুমি উপার্জন কর তাহা।

৭৪

ঈশ্বর উদ্দেশ্যে যদি সর্বস্ব কর ক্ষয়,
আপাদমস্তক তবে, হ'য়ে যাবে জ্যোতির্ম্ময়।

৭৫

লাগালে পরশ মনি সব সাধু স্বর্ণ,
হরিভক্ত সব জাতি হয় এক বর্ণ।

৭৬

স্বর্থ ত্যাগে প্রাপ্ত হয় প্রেমিক জীবন,
অনুরাগী মুক্ত হয় করিয়া রোদন।
তত্ত্বজ্ঞ নিয়ত করে গুণানুকীর্ত্তন,
একাত্মজীবন করে আত্ম সমর্পণ।

৭৭

ব্যকুলতা কারে বলি কিরূপ লক্ষণ,
ভগ্নপ্রাণ অন্তর্দাহ অগ্নি উদগীরণ।
কোনও উপায় নাই যার নিবারণে,
আর্ত্তনাদে ফল নাই যে কর্ম্মে যাহাতে।
সর্বদা প্রস্তুত থাক তাহার কারণে,
তাহাতে দুঃখিত কভু না হয় জগতে।

৭৯

আসক্ত অন্তরে করে গীতা অধ্যয়ন,
নিশ্চয় সে বিদ্রূপ করে বলে মহাজন।

৮০

চায় না আপনি আসে আপদ বিপদ,
দেখিয়া সাধক ভাবে সে পরম পদ।

৮১

ধরাতলে প্রিয় হ'তে আশা থাকে যার,
অযাচিত ভাবে কর পর উপকার।

৮২

অতিশয় কঠোর কার্য্য তিনটি জগতে,
বৈরাগ্য, নির্জ্জনে রক্ষা, বদান্যতা অভাবেতে।
ভয়েতেও সত্য কথা করিতে প্রতিপালন,
যে জন সক্ষম হয় সেই সাধু মহাজন।

৮৩

কর্ম্ম নিপুণতা আর বাক পটুতা,
ঈশ্বর দিয়াছেন, এ দুটী ক্ষমতা।
কর্ম্মনিপুণতা কিন্তু সমধিক বড়,
বাক্ পটুতা ছেড়ে দিয়ে শুধু কর্ম কর।

৮৪

একদিন এক প্রশ্ন করে একজন,
তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে যত সাধু মহাজন।
কঠিন দুর্বোধ্য ভাষা করে ব্যবহার,
বুঝিতে না পারি কিছু কারণ ইহার।
অধিকারী ভিন্ন ইহা না জানুক অন্যে,
মহাজন বলে তাহা করি এই জন্যে।

৮৫

তত্ত্বজ্ঞান তরু'পরে সতত সিঞ্চন করে,
চিন্ময়বারি তত্ত্ব জ্ঞান পেয়েছে যে জন।
প্রায়শ্চিত্ত তরু'পরে, সতত সিঞ্চন করে,
অনুতাপ অশ্রুবারি সাধু মহাজন।
প্রমরূপ তরু'পরে সতত সিঞ্চন করে,
যোগবারি, প্রেমতত্ত্ব যাতে প্রস্ফুটিত।
ফুটে নিত্যানন্দ ফুল ধরে মৃত্যুঞ্জয় ফল,
সে ফল ভক্ষণে হয় মৃত্যুতে জীবিত।

৮৬

মন পরিবর্তনের দিকে দৃষ্টি যদি নাহি থাকে,
কাজ নাই সাধনার বৃথা আলাপন!
জপ তপ পূজা ধ্যান, কিছুতে না পাবে ত্রাণ,
পরিণামে পাবে তুমি শৈথিল্যের আসন।

৮৭

কর্ম্মে যার ঔদাসিন্য, করে তত্ত্ব আলোচনা,
নিশ্চয় ঈশ্বর তারে কভু করে না করুণা।

৮৮

নিদ্রার প্রাবল্যে হও অল্পই নিদ্রিত,
ক্ষুদার সময়ে ভোজন কর যাহা বৈধ।
যৎসামান্য কথা বল প্রয়োজন মতে,
সাধকের হয় ইহা পালন করিতে।

৮৯

ন্যায় সরলতা ভূমি পরিপাটী করে,
রোপিলে ধর্মের বীজ শান্তি ফল ধরে।

৯০

সত্যকে জানিয়া মনে কর্ম নাহি করা,
সাত্ত্বিক ভাবেতে কর্ম নাহি করে যারা।
সাধুসঙ্গ করে কিন্তু শ্রদ্ধা নাহি জানে,
সুভাগ্য বলিয়া তারে বলে মহাজনে।

৯১

অন্ধকারে বহুদিন থাকে যদি কোন জন,
অকস্মাৎ হয় যদি তার সূর্য্য দরশন।
রাখিতে নারিবে চক্ষু মেলিয়া মুদ্রিত হবে,
ক্রমে ক্রমে অভ্যাসেতে সময়ে সেও পারিবে;
ঈশ্বরের সম্বন্ধেও সেরূপ জানিবে মনে,
ক্রমে ক্রমে উপযুক্ত হতে রবে দিনে দিনে।

৯২

অর্থশূন্য মনস্তাপে অতি গুরুতর,
তাহাতে থাকিবে দূরে সাধক অন্তর।

৯৩

কর্ম্মশূন্য নির্জ্জনতা নহে কবু প্রিয়,
কর্ম্মপূর্ণ সজনতা তাহাতে আত্মীয়।

৯৪

সাধনার সত্বরতা ঈশ্বর কৃপাতে হয়,
অবৈধ নিবৃত্তি সদা আত্ম দৃষ্টিতে করয়।
নিগূঢ় তত্ত্বের বোধ আত্মচেতনা লক্ষণ,
অভিমানে গুরু বোধ মানবীয় বন্ধন।

৯৫

জ্ঞানীগণ চলে সদা ঈশ্বর আদেশে,
গুনানুকীর্ত্তনে চলে প্রেমিক সাহসে,
দর্শক সামীপ্য লাভে পথ চলে যায়,
আনন্দ অন্তরে সদা নামগুণ গায়!

৯৬

যা দেখিলে দেখা ফুরায়,
শোনা ফুরায় যা শুনিলে,
সেই সে পরম ব্রহ্ম
ব্যাপ্ত অখণ্ড মণ্ডলে

৯৭

জীব ভ্রান্তি বদ্ধ হয়ে—জীব হয়ে থাকে,
শিব শান্ত জ্ঞান মুক্ত, শিব বলি তাকে।

৯৮

চারি বেদ সর্ব্ব শাস্ত্র মন্থন করিয়া,
সার ভাগ পিয়ে যোগী, আনন্দ হইয়া।

৯৯

উচ্ছিষ্ট সে সর্ব্ব শাস্ত্র প্রচলিত মুখে মুখে,
পবিত্র সে ব্রহ্মজ্ঞান বিশুদ্ধ হৃদয়ে থাকে।

১০০

ব্রহ্মচৈর্য্য তপোত্তম সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়,
উর্দ্ধরেতা হলে তিনি দেবত্ব লভয়।

১০১

ব্রহ্মজ্ঞান যার চিত্ত নিত্য বিরাজিত,
কি কাজ তাহার বল জপ যজ্ঞ ব্রত!

১০২

সলিল তরঙ্গে যদি দৃষ্টি করা যায়,
চন্দ্র সূর্য্য কাঁপে যেন চক্ষুতে দেখায়।
তেমনি চঞ্চল মনে নানা ভাব হয়,
সুস্থির হইলে মন সর্ব্ব ব্রহ্মময়।

১০৩
ফিট্‌কারী জলে দিলে, নির্মল করিয়া,
আপন অস্ড়িত্ব শেষে যায় পাশরিয়া।
তেমনি যে আত্মজ্ঞানে ব্রহ্ম জ্ঞানোদয়,
ব্রহ্মভাবে হয় পরে আত্মতত্ত্ব লয়।

১০৪
সহস্র সহস্র বার আত্ম বিনাশ উদয়,
হ'লে পরে পায় জীব আত্মপরিচয়।
যৌবনে ঈশ্বরাদেশ করিলে অমান্য;
বার্দ্ধক্যে হইবে তার দুর্দ্দশা জঘন্য।

১০৫
জ্ঞানে কর স্নান বাহিরেতে নয়;
ঈশ্বরের তত্ত্ব শুধু অন্ড়রঙ্গ হয়।

১০৬
পরামর্শ করে হয় না সাধকের কার্য্য,
সাধক করিতে থাকে যাহা আছে ধার্য্য

১০৮
গুর ু সদা দৃষ্টি করে ঈশ্বরের যোগে,
শিষ্য যে করিবে দৃষ্টি আমিত্ব বিয়োগে।

১০৯
বালিশের খোলের মত
যতেক মানুষ গুলা,
বাহিরেতে নানা রঙ্গ
ভিতরে সকলের তুলা।

১১০
যতক্ষণ আমি তুমি ততক্ষণ বাক্য,
বচন রহিত হয়, হলে দোহে ঐক্য।

১১১
ঈশ্বর উদ্দেশ্যে কর কর্ম্ম অবিরত,
ঈশ্বর হইতে কথা বলিবে নিয়ত।
কারো কাছে না করিবে প্রার্থনা কখন,
ঈশ্বরের দিকে সদা রাখিবে নয়ন।

১১২
শতবার তারালেও যেজন না নড়ে,
দাঁড়াক্ আসিয়া তিনি ঈশ্বরের দ্বারে।

১১৩
প্রবৃত্তি নিরোধ জন্য সাধকের বিপদ,
ঘটে তাহে নিরবধি বিপদে সম্পদ।

১১৪
স্বীয় অবস্থার প্রতি যোগ রেখে মনে
করিবে কর্ত্তব্য কর্ম্ম অতি সাবধানে।

১১৫
ইহলোক পরলোকে স্থান নাই যার,
তিনি বটে ধর্মবীর পূর্ণ প্রেমাধার।

১১৬
আগে আজ্ঞা ধর বিনীত হইয়া
পরে তর্ক কর তত্ত্ব জ্ঞান নিয়া।

১১৭
সহপান ছাড়া বটী কার্যকরী নয়,
উপদেশ ছাড়া দীক্ষা তেমনই হয়।

১১৮
চঞ্চল চিত্তেতে হয় শক্তির বসতি,
স্থির চিত্তে বসে শিব প্রেমানন্দ রতি।

১১৯
মালা ফিরাইয়া কেন সময় কাটাও,
মালা ছেড়ে দিয়ে শুধু মনকে ফিরাও।

১২০
কুল জাতি জ্ঞান অজ্ঞান প্রসূত,
ব্রহ্মজ্ঞানে হয় জাতি কুল বির্জ্জিত

১২১
শিয়রেতে গুরুপদ রাখিয়া বালিশ,
কোল বালিশ নাম বক্ষে ত্যজহ আলিস।

১২২
যার যেই আবশ্যক করে নিবেদন,
আমি নাহি থাকা মাত্র মোর প্রয়োজন।

১২৩
আমি আমি বলে কর তোমরা সংসার,
তিনি তিনি বলে আমি দিয়াছি সাঁতার।
তোমরা আপন স্বার্থ বিচার অন্ড়রে,
পরার্থ কল্যাণ মম হৃদয়েতে স্ফুরে,
অন্ড়রের ভাবে মাত্র তোমাতে আমাতে,
প্রভেদ ঃ নতুবা মানুষ বটী দু'জনাতে।

১২৪
জ্ঞান কি অজ্ঞান কিম্বা জ্যোতি কি দর্শন,
কিছু নয়, বিদ্যমান তিনি সর্ব্বক্ষণ।
বিদ্যমান বিদ্যমান সত্ত্বা অনুভব,
সাধকের মনোমধ্যে পরম বিভব।

১২৫
এটী বড় শক্ত কথা মনে রেখ ডর,
যখন যেদিকে চাও সেদিকে ঈশ্বর।

১২৬
মুখ বন্ধ কর যেন অন্য কথা নাহি বলে,
হৃদয়েতে অন্য চিন্ড়া করিও না ভুলে।
অবৈধ ভক্ষন তুমি করিও না কভু।
অবশ্য তাহাতে রুষ্ট হইবেন প্রভু।

১২৭
প্রেমকে রাখিয়াছেন প্রেমিকের জন্য,
দয়াকে রাখিয়াছেন তাড়িতে জঘন্য।

১২৮
সংসার ও জীবন যিনি ঈশ্বরে অর্পন,
করিতে নরিবে, কষ্ট পথ উত্তরণ।

১২৯
ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ দান বিশুদ্ধ অন্ড়র,
মুখে সত্য কথা আর, প্রেম মনোহর।

১৩০
যদি ঈশ্বরেতে তব দৃঢ় থাকে মন,
ঐশ্বর্য্যে বিচলিত হবে না কখন।

১৩১
কেহ বা গৃহীত হয় কেহ পরিত্যক্ত,
ইচ্ছামত আসে যায় কার দ্বার মুক্ত।
কেহবা ভিতরে গেলে আসিতে না পারে,
দ্বার বদ্ধ করে প্রভু রাখয়ে তাহারে।
ঈশ্বর যাহাকে দেন পথ দেখাইয়া,
অতি শ্রীঘ্র যাওয়া যায় সেই পথ দিয়া।

১৩৩
কথা কহিবার কালে দেখে না ঈশ্বরে,
বড়ই বিপন্ন সেই মায়া চক্রে ঘুরে।

১৩৪
যদি তুমি মনে কর অনেক জানিয়া,
পরে ঈশ্বরের তত্ত্ব জানিবে হৃদয়ে।
তা'হলে চলিলে তুমি দীর্ঘ পথ দিয়া,
খর্ব্ব পেতে বিশ্বাসেতে এস আশু হইয়া।

১৩৫
বদান্যতা, সাধুভাব লোক হিতকারী,
পথপ্রদর্শক, আর ন্যায় দন্ডধারী।
অহঙ্কার শূন্য আর, সদয় হৃদয়,
এ সব লক্ষণ মহাপুরুষের হয়।

১৩৬

একটি কুচিন্তা যদি মনে এসে পড়ে;
টেনে লয়ে যায় সেই বহুতর দূরে।

১৩৭

ধর্ম্ম আড়ম্বরে নয় পূণ্যেতে উন্নতি,
ঈশ্বরের পদে যদি থাকে দৃঢ় মতি।

১৩৮

সূর্য্য উঠিবার বহুক্ষণ আগে,
আলোকিত হয় দেখি পূর্ব্বভাগে।
ঈশ্বরের নাম লইতে হৃদয়ে,
মনে করিলেই যায় আলো হয়ে।
সঙ্কল্প রাখিবে দৃঢ় সদা মনে মনে,
লক্ষ্য অতি উচ্চ হওয়া চাই সে সাধনে।
ঈশ্বরের নামে কভু করোনা শপথ,
বলিও না মিথ্যা কথা মুক্ত হ'বে পথ।
কারো সনে করিও না প্রতিজ্ঞা কখন,
যদি অত্যাচার কভু করে কোন জন,
প্রতিশোধ লইবে না, অশুভ প্রার্থনা,
অভিসম্পাত কাহাকেও কভু করিও না।
অধার্ম্মিক পাপী বলে বলোনা কাহারে,
পাপাচার করিও না অন্তরে বাহিরে।
আপনার ক্লেশ ভার দিও না অপরে,
আকাঙ্খা করোনা কিছু থাকিও নির্ভরে।
উচ্চপদ অন্বেষণ করো না কখন,
তৃণ সম নীচ হও বলে মহাজন।
সাধকের যে বিষয়ে লজ্জার কারণ,
মন দিয়া শোন তাহা বলে মহাজন।
যে কথা বলিবে সঙ্কোচ করিবে,
যে কার্য্যেতে ক্ষমা চাহিতে হইবে,

করিবে না তাহা, আর আর যাহা,
অবৈধ ভাবনা, কভু না ভাবিবে।
শ্মশান স্মরণ করে অনুক্ষণ,
আপন হৃদয়ে নিবৃত্তি আনিবে।
গুরুজন কাছে ভয় কিংবা লাজে,
যে কার্য্য করিতে মনেতে বাঁধিবে,
প্রভুকে নিকটে জেনে অকপটে,
সে প্রবৃত্তি পথে না দিবে চরণ।
হৃদয়ে যা আছে হৃদয়ের কাছে,
ওজন করিয়া করিবে গ্রহণ।

AvZ¥mgc©Y

১

"সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ,
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িয্যামি মা শুচ"
শ্রীগীতা– ১৮ অধ্যায়।

২

সর্ব্বস্ব বিষয়ে নিরাশ হইবে যখন,
সকল অবস্থায় হবে ঈশ্বর স্মরণ।
উৎসর্গ হইবে দেহ কিছু নাহি রবে,
আত্ম সমর্পণ সাধু তখনই হবে।

৩

ইহলোক পরলোক দেহ প্রাণ মন,
করিয়াছে যেই জন ঈশ্বরে অর্পণ,
আধ্যাত্মিক সূর্য্য তার হৃদয়ে উদিত,
সত্যই হইবে যেন নিশ্চয় নিশ্চিত।

---

cÖv_©bv

১

কবে আমি তব প্রেমে হইব বিহ্বল,
নয়নে বহিবে ধারা হাসি খল্ খল্।
বদনে গদ্ গদ্ বাণী পুলকিত অঙ্গ,
কবে হবে হেন দিন পেয়ে তব সঙ্গ।

২

তুমি তুমি কর প্রভো তোমার সহিতে,
যোগ যেন থাক সদা কিবা দিবা রাতিতে।

৩

বাক্যেতে বিশ্বাস দাও আচারে উন্নত,
হৃদয়ে বল দাঁও, হৃদয়ের মত।
আমিত্ব অজ্ঞান তত্ত্ব হরণ করিয়া,
আমারে টানিয়া লও প্রেম পথ দিয়া।
অপরাধ ক্ষমা করে দাও তত্ত্ব জ্ঞান,
উঠাইয়া লও যত প্রবৃত্তির ভান।
মুক্তিকে কামনা আমি করি না কখন,
দাসত্ব শৃঙ্খলে কর সুদৃঢ় বন্ধন।
ঈশ্বরের কাছে তোমার হৃদয়
বল দেখি সাধু, কি ধন যাচে?
"তুমি যাহা দাও" বলিয়া ভিক্ষুক,
কৃপা দ্বারে তাঁর দাঁড়াইয়া আছে।

সম্পদ চাহিয়া ছিলাম, পাইয়াছি তত্ত্ব জ্ঞানে,
গৌরব চাহিয়া ছিলাম, পেয়েছি দীনতা মনে।
সন্ড়েষ চাহিয়া ছিলাম, বৈরাগ্য করেছি লাভ,
পরদোষ চর্চা শূন্য, করিয়াছে মৌন ভাব।
শান্ড়ি চাহিয়া ছিলাম, সংসারের বিনিময়ে,
আমিত্ব বিক্রয় করি, লভিয়াছি এ হৃদয়ে।

---

cv‡_q

১

অনন্ড় পথের তিনটি রয়েছে পাথেয়,
জীবিকা দাতারে কভু কারো না সন্দেহ।
অন্ড়রে দীনতা রাখ, দেখ বিশ্বময়,
সর্ব্বশক্তিমান বিভু, অনন্ড় আশ্রয়।

২

সম্মুখেতে মহাযাত্রা প্রচুর পাথেয় চাই,
তত্ত্বজ্ঞান আহারীয়, গাঠুরীতে বাঁধ ভাই।
কৃপানদী বয়ে চল মন–
অদ্বৈত সাগরে গিয়া করি, আত্ম বিসর্জ্জন।
চৌদিকে কতই আছে, যেও না মন তাদের কাছে,
দৃষ্টি রাখ হৃদয় মাঝে, ঠিক করিয়ে দিক্‌দর্শন।
পরিহরি অন্য সকল, প্রেম ভক্তিতে হও রে পাগল,
ঈশ্বরেতে হ'লে বিকল, সুস্থ হবে, নাই মরণ।
বিশ্বাসের বাদাম দিয়ে, ভক্তিস্রোতে দাও ভাসায়ে,
অনুরাগের বৈঠা না'র, জ্ঞান পাথেয় করে গ্রহণ।
মহাজন যে পথে গেছে, সে পথ ধরে চল নেচে,
ভয় করো না ঝড় তুফানে, অভয় পদে রেখ নয়ন।
অবারিত দ্বার তাঁর, ছোট বড় নাই বিচার,
বরং ভগ্নমনা দীন হীনে, আগু হয়ে করে গ্রহণ।
এইত এই সম্মুখে আছে, লাগাও তরী দ্বারের কাছে
প্রেমানন্দে নেচে নেচে, বল ব্রহ্ম সনাতন।

mgvß